বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

পঞ্চাশৎবর্ষ-পরিক্রমা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পঞ্চাশৎবর্ষ-পরিক্রমা

১৯২৩-১৯৭৩

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬

বি জ্ঞ প্তি

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশবৎসরপূর্তি-উৎসব উদ্‌যাপনে গ্রন্থনবিভাগের কর্মীদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব এল— এই উপলক্ষে কিছু উৎসব-অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন এবং গ্রন্থনবিভাগের একটি ইতিবৃত্ত সংকলন ও প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়। বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের আগ্রহে পঞ্চাশবৎসরপূর্তি-উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সমিতি গঠিত হল, সেই সমিতি অন্যান্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে ইতিবৃত্ত প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং স্বল্পপরিসরে এই পুস্তিকা প্রকাশিত হল।

গ্রন্থনবিভাগের এই পঞ্চাশৎবর্ষ-পরিক্রমার খসড়া প্রণয়ন করেন বিভাগের কর্মী শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক, এবং সংযোজন ও সম্পাদনা করেন শ্রীকানাই সামন্ত। খসড়া-প্রণয়নে ও তথ্যসংগ্রহে সযত্ন সহায়তা করেন গ্রন্থনবিভাগের কর্মী শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। তথ্য-সংকলনে এবং সম্পাদন-কর্মে রবীন্দ্রসদনের শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সহায়তা বিশেষ স্মরণযোগ্য। শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবন থেকে এই কাজে যে আনুকূল্য পাওয়া গেছে তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এই ইতিবৃত্ত বা রবীন্দ্রগ্রন্থপ্রকাশের বিচিত্র কাহিনী হয়তো অনেক রবীন্দ্রানুরাগীর কৌতূহল ও আগ্রহ পরিতৃপ্ত করতে পারবে। সে আশা অন্তত কতকপরিমাণে পূর্ণ হলে এই পুস্তিকা প্রকাশ সার্থক হবে।

ওঁ

কলিকাতা

বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন—

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানটিকে যথাবিধি সদস্যগণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। আমার সমস্ত বাংলা বইগুলির স্বত্ব লেখাপড়া করিয়া বিশ্বভারতীর হাতে দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইয়াছি। এক্ষণে এই অধিকারের হস্তান্তর উপলক্ষ্যে আমার গ্রন্থ প্রকাশের কোনো একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা হইতে পারিলে আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। আশা করি বিশ্বভারতীর মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপনি যথোচিত বিচার করিয়া দিবেন। এই কাজের জন্য আমার ও বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ আপনার নিকট যাইতেছেন। ইঁহাদের সহযোগে আপনি যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন তাহাতেই আমি সম্পূর্ণ সম্মত হইব।

ইতি ১ আশ্বিন ১৩২৯

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কলিকাতা

বিনয়সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানটিকে যথাবিধি সর্ব্ব-সাধারণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। আমার সমস্ত বাংলা বইগুলির স্বত্ব লেখাপড়া করিয়া বিশ্বভারতীর হাতে দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লইয়াছি। এক্ষণে এই অধিকারের হস্তান্তর উপলক্ষ্যে আমার গ্রন্থপ্রকাশের কোনো একটি সন্তোষজনক ব্যবস্থা হইতে পারিলে আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। আশা করি বিশ্বভারতীর মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপনি যথোচিত বিধান করিয়া দিবেন। এই কাজের জন্য আমার ও বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিস আপনার নিকট যাইতেছেন। ইঁহাদের সহযোগে আপনি যেরূপ ব্যবস্থা করিবেন তাহাতেই আমি সম্পূর্ণ সম্মত হইব। ইতি ১ আশ্বিন ১৩২৯ [১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২]

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস / ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষকে লিখিত এই পত্রে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের পরিকল্পনা ও সূচনার পূর্বাভাস দেখা যায়। সুখের

বিষয়, এই পত্র ব্যবহার করারও প্রয়োজন হয় নি। রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় জানতে পেরে চিন্তামণিবাবু তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হন। বিশ্বভারতী 'সর্ব্বসাধারণের হস্তে সমর্পণ' করার পরে তার আর্থিক দায়-দায়িত্ব পালনের অনুকূলে গ্রন্থ-বিক্রয়ের দ্বারা অর্থাগম-বৃদ্ধি এই নূতন প্রচেষ্টার অন্যতম কারণ সন্দেহ নেই, কিন্তু রবীন্দ্র-গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রচার আরও সুষ্ঠু এবং ব্যাপক হোক, রবীন্দ্রনাথের তথা বিশ্বভারতীর আদর্শ ভালোভাবে দেশবাসীর গোচরে আসুক, এ অভিপ্রায়ও অবশ্যই ছিল।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত প্রস্তাবের পরে ইণ্ডিয়ান প্রেস ও বিশ্বভারতীর মধ্যে যে পত্রালাপ চলে তার পরিণামে ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন :

> 'আমার মনে হয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে কবির গ্রন্থ প্রকাশের ভার চিন্তামণি গ্রহণ করেন··· ১৯০৮ সালে। ১৯২৩ পর্যন্ত মুদ্রিত কবির মজুত বই-এর [প্রায় ১০০খানি] মূল্য নির্ধারিত হয় ৭৮,০০০৲ টাকা ; চিন্তামণিবাবু ২৬,০০০৲ টাকায় সমস্ত বই (শিশু ভোলানাথ পর্যন্ত) বিশ্বভারতীকে দিয়া দিলেন ;··· বিশ্বভারতী প্রকাশনীর অঙ্কুর উপ্ত হইল ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে।'
>
> —রবীন্দ্রজীবনী ৩ (১৯৬১), পৃ ১৪৫

বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে ঋণ-স্বরূপ পূর্বোক্ত ২৬,০০০৲ টাকা দেওয়া হল। গ্রন্থনবিভাগ দীর্ঘ ১৯ বৎসরে ১৯,০০০৲ টাকা সুদ-সমেত এই ঋণ পরিশোধ করেন।

গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব বিশ্বভারতী নিজে গ্রহণ করায় ব্যবসায়ের দিক থেকে সুবিধা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়— গ্রন্থনবিভাগ

প্রতিষ্ঠার পূর্বাপর কয়েক বৎসরের গ্রন্থবিক্রয়ের হিসাব থেকে তা স্পষ্ট হবে :

১৯২১	১৯,৮০০৲
১৯২২	১৯,৭৪৩৲
১৯২৩	২২,০০০৲
১৯২৪	১৬,৫৯৪৲
১৯২৫	২৫,০৩৯৲
১৯২৬	২৮,৭৩৮৲

বস্তুত গ্রন্থ প্রকাশের ও বিক্রয়ের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর এই নূতন প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল, কয়েক বৎসরে সেটিও পরিষ্কার বোঝা যায়। ১৯৪০-৪১ সালে কবির দেহত্যাগের প্রাক্‌কালে বাৎসরিক বিক্রয়ের মোট পরিমাণ দাঁড়ায়— ৭৬,৪৭৬৲ টাকা।

পূ র্ব ক থা

গ্রন্থনবিভাগের পত্তনের পূর্বে রবীন্দ্রগ্রন্থ-প্রকাশের ধারা কী বিচিত্রভাবে আর সময়ে সময়ে কত সংকটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, সে ইতিবৃত্ত কৌতূহলজনক ও শিক্ষাপ্রদ সন্দেহ নেই। বস্তুত কিছুকাল আগেও খ্যাত অখ্যাত -নির্বিশেষে বাঙালি কবিদের যেমন প্রায়ই নিজের অর্থব্যয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করতে হত, রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে তার অন্যথা হয়েছিল এমন নয়। কেবল তাঁর গুণানুরাগী বন্ধু ও স্নেহশীল আত্মীয়স্বজনের উৎসাহে ও উদ্যমে এর ব্যতিক্রম হয়েছে। রবীন্দ্র-শতপূর্তি বর্ষে সংবাদপত্রে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে

আলোচনা করেছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন ; সেই প্রবন্ধের অনেকটাই এ স্থলে সংকলনযোগ্য :

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বই প্রকাশ করেছিলেন তাঁর বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, আর তাঁর দ্বিতীয় বই প্রকাশ করেছিলেন তাঁর দাদা সোমেন্দ্রনাথ। প্রথম-প্রকাশিত বই 'কবি-কাহিনী' (১৮৭৮) প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—'আমি যখন মেজ-দাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তখন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু এই বইখানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া দেন। তিনি যে কাজটা ভালো করিয়াছিলেন তাহা আমি মনে করি না; কিন্তু তখন আমার মনে যে ভাবোদয় হইয়াছিল, শাস্তি দিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে কোনোমতেই বলা যায় না। দণ্ড তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে বই-লেখকের কাছে নহে ; বই কিনিবার মালেক যাহারা তাহাদের কাছ হইতে। শুনা যায়, সেই বইয়ের বোঝা সুদীর্ঘকাল দোকানের শেল্‌ফ ও তাঁহার চিত্তকে ভারাতুর করিয়া বিরাজ করিতেছিল।'—এই বই প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স সতেরোর কিছু বেশি।

এর মাস পনেরো পরে (১৮৮০) তাঁর দ্বিতীয় বই বেরোয়—'বনফুল', চোদ্দ বৎসরের কাছাকাছি বয়সে লেখা। এই বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর দাদা সোমেন্দ্রনাথ (১৮৫৯-১৯২৩), তাঁর চেয়ে দু বছরের বড়ো—'আমরা তিনটি বালক একসঙ্গে মানুষ হইতেছিলাম' তাদের একজন।...

এইখানে বলে রাখা যেতে পারে যে, 'তিনটি বালকের' অপর বালক, রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ও পরে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশক হয়েছিলেন তাঁর প্রথম 'কাব্যগ্রন্থাবলী'

(১৮৯৬) প্রকাশ ক'রে, আকার-সাদৃশ্যে 'টালি এডিশন' বলে যা খ্যাত।...

এর পরে দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে অনেকাংশে আত্ম-নির্ভরই হতে হয়েছে। রীতিমত প্রকাশক, যিনি ধারাবাহিক তাঁর বই ছাপবেন, এমন লোকের সন্ধান তিনি পেলেন চল্লিশ উত্তীর্ণ হয়ে। ইনি প্রিয় সুহৃৎ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, মজুমদার লাইব্রেরির শৈলেশচন্দ্র মজুমদার— মোহিতচন্দ্র সেন -সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থ' (১৯০৩-৪) নয় ভাগে ইনি প্রকাশ করেন। পনেরো ভাগে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'গদ্যগ্রন্থাবলী'র (-১৯০৭-৯) অনেকগুলি বইও ইনি প্রকাশ করেছিলেন। এর পরে ইণ্ডিয়ান প্রেস / ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ হয় [১৯০৮]; বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের বাংলা গ্রন্থপ্রকাশের ভার গ্রহণ (১৯২৩) করবার পূর্ব পর্যন্ত বিশেষ নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁরা এই কর্তব্য পালন করেছিলেন, তাঁদের প্রকাশিত শোভন সংস্করণ কাব্যগ্রন্থ (১৯১৫-১৬) বা প্রথম-সংস্করণ সচিত্র চয়নিকা (১৯০৯) এখনো গ্রন্থ-সংগ্রাহকদের বিশেষ সমাদরের বস্তু ; এ-সকলের ব্যবস্থায় কবির পরম অনুরাগী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয়।

এ সবই প্রৌঢ় বয়সের কথা, কিন্তু জীবনের প্রথম ভাগে নিজের গ্রন্থপ্রকাশের ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁকে নিজেকেই করতে হয়েছে— সম্ভবত নিজের সম্বলের উপর নির্ভর করেই ;...তাঁর নিজের সম্বল সীমাহীন ছিল না।...রবীন্দ্রনাথের বইয়ের পুরাতন সংস্করণ যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরা দেখেছেন যে, প্রথম দিকের অনেকগুলি বইই আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত, এর অধিকাংশ

তিনি নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করেছেন। ব্যতিক্রম-স্বরূপ কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রকাশন-ব্যবসায়ীর নাম প্রকাশকরূপে উল্লিখিত আছে; যেমন 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)···পীপ্‌ল্‌স্ লাইব্রেরি, 'চিঠিপত্র' (১৮৮৭)···শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী অ্যাণ্ড্ কোং,···'পঞ্চভূত' (১৮৯৭)···সুর কোম্পানি থেকে। এ-সকল ক্ষেত্রেও প্রকাশভার বহনের ব্যবস্থা কী ছিল জানা যায় না— এখনও যেমন অনেক সময় লেখকের ব্যয়ে প্রকাশক বই ছেপে থাকেন সেরকম ব্যবস্থা থাকা আশ্চর্য নয়।···বন্ধুভাগ্য রবীন্দ্রনাথকে কখনোই সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নি ; যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র রবীন্দ্রনাথের প্রথম গানের সংগ্রহ-পুস্তক 'রবিচ্ছায়া' (১৮৮৫) বিশেষ উদ্যোগ করে প্রকাশ করেছিলেন।

এই-সকল ব্যতিক্রম সত্ত্বেও···অনুমান হয় যে এই বই প্রকাশের ব্যয় অন্তত অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁকে নির্বাহ করতে হয়েছে পিতৃপ্রদত্ত নির্দিষ্ট বৃত্তি থেকে···'সেই বইয়ের বোঝা সুদীর্ঘকাল দোকানের শেল্‌ফ্ ও তাঁহার চিত্তকে ভারাতুর করিয়া বিরাজ করিতেছিল।' এজন্য বই তাঁকে সম্ভবত অর্ধমূল্যের কমে বিক্রি করতে হয়েছে; অর্থাভাবে বইয়ের কপিরাইট বিক্রি করবার কথাও তাঁকে অনেক সময় চিন্তা করতে হয়েছে ; এবং শান্তি-নিকেতনের [আশ্রম-বিদ্যালয়ের] ব্যয় নির্বাহ করবার জন্য অনেকগুলি বই গ্রন্থাবলী আকারে প্রকাশের অধিকার স্বল্পমূল্যে দিতে হয়েছে। 'সে কথা আজ মনে আছে। তখন আমার বিদ্যানিকেতনের ক্ষুধা মেটাবার জন্য হিতবাদীর তৎকালীন ধনশালী কর্তৃপক্ষের কাছে আমার চার-পাঁচটা বইয়ের স্বত্ব বন্ধক রেখে সামান্য কিছু টাকা সংগ্রহ করেছিলাম। প্রায় পনেরো

বৎসরেও তা শোধ হয় নি। আমার অন্য বইয়ের আয়ও তখন বাধাগ্রস্ত ছিল।'

রবীন্দ্রনাথের বই অর্ধমূল্যে বিক্রয় এক সময়ে বাংলা সাহিত্যে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের উপাদান জুগিয়েছিল।...

'আমি একটা উচ্চ কবি—এমন ধারা উচ্চ...
পাবে গুরুদাসের নিকট—ওজন দরে সস্তা'...

'পাবে...'ওজন দরে সস্তা'—এই ছত্রের ইতিহাস পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিখানিতে—

শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
বেঙ্গল্ মেডিক্যাল লাইব্রেরি।
৯৭ নং কলেজ্ ষ্ট্রীট্।

আমার ফর্দ্দে লিখিত পুস্তকগুলি আমি আপনার নিকট দুই হাজার তিন শত নয় ২৩০৯ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিলাম। তন্মধ্যে অদ্য এগার শত ১১০০ টাকা বুঝিয়া পাইলাম। বাকী টাকা আপনি দুই মাসের মধ্যে দুই বারে পরিশোধ করিবেন। ইহা ব্যতীত দোকানদারদিগের নিকটে যে সকল পুস্তক আছে তাহা ক্রমে পাঠাইয়া দিব, তাহা নগদ মূল্যে লইবেন। এ সকল পুস্তক যতদিন না আপনার বিক্রয় শেষ হইবে ততদিন আর এগুলি পুনর্মুদ্রিত করিবনা। এ সকল পুস্তক অল্প অবশিষ্ট থাকিতে আমাকে জানাইতে হইবে। পুস্তক আপনার ইচ্ছামত মূল্যে আপনি বিক্রয় করিতে পারিবেন।

১২ জুলাই
১৮৮৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি
জোড়াসাঁকো/কলিকাতা

কবি-প্রেরিত এই ফর্দটি পাওয়া যায় নি। তবে অনুমান করা যেতে পারে, এই চিঠি লেখার কাল পর্যন্ত প্রকাশিত বই খান বারো-চোদ্দ এই তালিকাভুক্ত ছিল।

এই চিঠি লেখার অনেক কাল পরে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বই 'অর্ধমূল্যে' বিক্রয় হত ; ফুটপাথে নয়, বইয়ের দোকানে বিজ্ঞাপন দিয়ে, পুরাতন একটি পুস্তকতালিকায় তা দেখতে পাই। ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন এই তালিকাটি আমাদের দেখতে দিয়েছেন—

'সুলভ মূল্যের/শ্রীশ্রীচৈতন্য পুস্তকালয়ের/বিক্রেয় পুস্তকাবলী॥ শ্রীউপেন্দ্রকুমার ঘোষ॥ ৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা। সন ১৩০৪ সাল।'

…মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, স্বর্ণকুমারী দেবী, দীনবন্ধু মিত্র, নবীনচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ, চণ্ডীচরণ সেন প্রভৃতির লেখা পুস্তকের তালিকা আছে— অর্ধমূল্যে বিক্রেয়…চণ্ডীচরণ সেনের বই। রবীন্দ্রনাথের বই 'একত্রে সকলগুলি লইলে অর্ধমূল্যে দিই'— সকল বই বলতে কী কী তার তালিকা ঐ পুস্তিকাটি থেকে দেওয়া গেল।…

'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজা ও রাণী	১৲
গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা	১৸০
য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র	১॥০
বৌঠাকুরাণীর হাট	১।০
গোড়ায় গলদ (নাটক)	১৲
আলোচনা	১৲
য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী, প্রথম ভাগ	॥০

য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী দ্বিতীয় ভাগ	৷৹
প্রভাত সঙ্গীত	৷৹
সন্ধ্যা সঙ্গীত	৷৹
কড়ি ও কোমল	১৲
সমালোচনা	১৲
চিত্রাঙ্গদা	১৲
মানসী	১৲
সোনার তরী	১৲
গল্পচতুষ্টয় [কথা-চতুষ্টয়]	১৲
বিচিত্র গল্প ১ম ভাগ	৸৹
ঐ ২য় ভাগ	৸৹
গল্প দশক	১৷৹

একত্রে সকলগুলি লইলে অর্দ্ধমূল্যে দিই।'

প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথের কাছে যে কেবল 'সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক' ছিলেন তা নয়, সংসারসমুদ্রেও অনেক সময় নাবিকের কাজ করেছেন··· [ইতঃপূর্বে] কপিরাইট বিক্রয় প্রস্তাবের কথা উল্লিখিত হয়েছে, প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত কোনো কোনো চিঠিতে তার উল্লেখ পাওয়া যায় :

ভাই [১৩০৭]

একটা কাজের ভার দেব ?··· আমার গ্রন্থাবলী এবং ক্ষণিকা পর্য্যন্ত সমস্ত কাব্যের Copyright কোন ব্যক্তিকে ৬০০০৲ টাকায় কেনাতে পার ? শেষের যে বইগুলি বাজারে আছে সে আমি শিকি মূল্যে তারই কাছে বিক্রি করব— গ্রন্থাবলী যা আছে

সে এক তৃতীয়াংশ দামে দিতে পারব (কারণ এটাতে সত্যর অধিকার আছে, আমি স্বাধীন নই) আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস যে লোক কিনবে সে ঠকবে না।··· আমার প্রস্তাবটা কি তোমার কাছে দুঃসাধ্য বলে ঠেক্‌চে ? যদি মনে কর ছোটগল্প এবং বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি কাব্য গ্রন্থাবলীর চেয়ে খরিদ্দারের কাছে বেশি সুবিধাজনক বলে প্রতিভাত হয় তাহলে তাতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস কাব্যগ্রন্থগুলোই লাভজনক।···

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের চল্লিশ-পূর্ব বয়সের গ্রন্থপ্রকাশের আর্থিক ইতিহাস অংশতঃ সংকলিত হল—এর পরবর্তীকালের ইতিহাস এমন বন্ধুর নয়— আয়ের পরিমাণ বহুল না হলেও দায়ের পরিমাণও গুরুতর হয়ে ওঠে নি।···

—রবীন্দ্রনাথের বই প্রকাশ : শ্রীপুলিনবিহারী সেন
আনন্দবাজার পত্রিকা, রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি ক্রোড়পত্র, ১৯৬১

উ দ্যো গ প র্ব

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রতিষ্ঠার পর বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপিত হল কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে বিদ্যাসাগর কলেজের নিকট 'মহতাশ্রম' বাড়িটিতে। দপ্তরের অনেক কাজ এই বাড়িতে বসেই হত, তা বিশ্বভারতীর সঙ্গে নানা সূত্রে যুক্ত শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্যালের কাছ থেকে জানা যায় : এই বাড়ির 'উপরতলায় প্রথমে গ্রন্থনবিভাগের সমস্ত কর্ম সমাধা হত। এবং 'চয়নিকা'র সেই কবিতা-বাছাই [১৩৩২] পর্যন্ত ওই বাড়িতেই হয়।'

২১০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট

চয়নিকার কবিতা-বাছাই পর্ব বস্তুত তৃতীয় সংস্করণের জন্য। সচিত্র চয়নিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঠিক পরেই যে-কয়টি গ্রন্থের নূতন সংস্করণ প্রস্তুত করে প্রকাশ করা হয়, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য চয়নিকা, আর তিন খণ্ডে সংকলিত গল্পগুচ্ছ। চয়নিকার প্রথম বিশ্বভারতী -সংস্করণের (তৃতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৩২) 'পাঠ-পরিচয়' প্রসঙ্গে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লেখেন: 'রবীন্দ্রনাথের ২০০টি ভালো কবিতা বাছিয়া দিবার জন্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় হইতে একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ৩২০ জন পাঠক যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভোটসংখ্যা দ্বারা কবিতাগুলির জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কিছু আভাষ পাওয়া যায়।··· এর আগের সংস্করণ চয়নিকায়··· ১৩৬টি কবিতা ছিল; এবার ২০৮টি কবিতা দেওয়া হইল।'

এর অব্যবহিত পরে ১৩৩৩-৩৪ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হল বিশ্বভারতী-সংস্করণ গল্পগুচ্ছ, তিন খণ্ডে। 'ভূমিকা'য় চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখলেন: 'রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ নূতন আকারে প্রকাশিত হইল। ইহাতে পূর্ব্ব সংস্করণের 'গল্পগুচ্ছ', 'গল্পচারিটি' ও 'গল্পসপ্তক' -অন্তর্গত সমস্ত গল্পই আছে; তদ্‌ভিন্ন পূর্ব্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই, এইরূপ কয়েকটি গল্পও এই সংস্করণে সন্নিবেশিত করা হইল।'

তৃতীয়-সংস্করণ চয়নিকার পূর্বেই 'সঙ্কলন' নামে রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার একটি সংকলন প্রকাশিত হয়, ১৯২৫ সালের ৯ অগস্ট তারিখে। অনুমান করা যায়, অল্পপ্রচারিত মূল রচনার সহিত শিক্ষিত সাধারণের আংশিক পরিচয় সাধন আর গ্রন্থবিক্রয়ের আয়বৃদ্ধি

উদ্ভয়ই এই পরিকল্পনার মূলে। পূর্বে কোনো গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয় নি এমন রচনাও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। গ্রন্থসূচনায় বলা হয়: 'গদ্যগ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া পাঠ্য-পুস্তক ব্যতীত কোনো বই এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এইবার আমরা গদ্য-গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া 'সঙ্কলন' বাহির করিতেছি। গল্প ও উপন্যাস ভিন্ন আর সকল রকম লেখাই ইহাতে আছে।··· লেখাগুলি বিষয় অনুযায়ী ভাগ করিয়া লেখার তারিখ অনুসারে সাজানো হইয়াছে।'

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের নূতন গ্রন্থ (কাব্য) প্রকাশিত হল 'পূরবী', ১৩৩২ শ্রাবণে (১৯২৫)। মুদ্রণসৌষ্ঠব আর সামগ্রিক পরিকল্পনা অবশ্যই প্রশংসনীয়—রবীন্দ্র-গ্রন্থপ্রকাশের মান কী হওয়া উচিত তাও যেন নির্দেশ করছে। এর অল্পকাল পরে ১৩৩২ অগ্রহায়ণে প্রকাশিত হয় 'প্রবাহিণী', গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি-পরবর্তী যুগের বহু এবং বিচিত্র রবীন্দ্রগীতের সুপরিকল্পিত সংকলন, কাব্যমূল্যেও যা অতুলনীয়। গ্রন্থনসৌষ্ঠব পূর্ববৎ অথবা বেশি। মলাটে গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের নাম মুদ্রিত সুন্দর রবীন্দ্র-লেখাঙ্কনে— ক্রমশ এই রীতির প্রচলন হয়েছে অধিকাংশ রবীন্দ্রগ্রন্থে। যা হোক, পূরবীর প্রসঙ্গে ফেরা যাক। ইণ্ডিয়ান প্রেস সর্বশেষ রবীন্দ্রগ্রন্থ প্রকাশ করেন 'শিশু ভোলানাথ' ১৯২২ সেপ্টেম্বরে। তার পরে এই নূতন গ্রন্থ বা কাব্য পূরবী, প্রকাশ ১৯২৫ সালে, মাঝে তিন বৎসরের 'দীর্ঘ' ব্যবধান। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনায় ও সংগঠনে ব্যাপৃত, দূর প্রাচ্যে আর পাশ্চাত্যের নানা দেশে অধিকাংশ সময় পরিভ্রমণে রত, এ অবস্থায় নূতন রচনার, বিশেষত কাব্যরচনার আবেশ আবহাওয়া আর সুযোগ অল্পই। অথচ অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই সুযোগ এবার এল জাহাজে অসুস্থ

হয়ে পড়াতে আর দক্ষিণ-আমেরিকার সুদূর প্রবাসে বিশ্রামের কারণে। এই পথে ও প্রবাসে লেখা কবিতা নিয়েই 'পূরবী' (১৩৩২); আর পথে পথে লেখা প্রধানত নিজের সঙ্গে নিজের আলাপন গেঁথে গেঁথে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'— 'জাভা-যাত্রীর পত্র'-সহ পরে যার সংকলন 'যাত্রী'তে, ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠে।

পূরবী-প্রবাহিণীর পর থেকে কবির তিরোধান পর্যন্ত অব্যাহত-ভাবে নূতন নূতন গ্রন্থ, সংকলনগ্রন্থ, পূর্বরচনার রূপান্তর (গল্প কবিতা থেকে নাটক / নাটক কবিতা থেকে নৃত্যনাট্য), যাকে নূতন না ব'লে উপায় নেই— এ-সবই রবীন্দ্রসৃষ্টির নিরবচ্ছিন্নতার সাক্ষ্য বহন করে— বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে পর পর যে ভাবে গ্রথিত ও প্রকাশিত হতে লাগল তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়—

চিরকুমার সভা / নটীর পূজা / রক্তকরবী (১৯২৬)

রবীন্দ্র-লেখাঙ্কন নিয়ে : লেখন (১৯২৭)

যাত্রী / যোগাযোগ / শেষের কবিতা / তপতী (১৯২৯)

রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত প্রচ্ছদ, রঙিন নামপত্র ও লেখাঙ্কন নিয়ে : মহুয়া (১৯২৯)

রাশিয়ার চিঠি (১৯৩১)

রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত প্রচ্ছদে : বনবাণী (১৯৩১)

গানের কালক্রমিক সংকলন : গীতবিতান ১-২ (১৯৩১)

স্বনির্বাচিত কাব্যসংকলন : সঞ্চয়িতা (১৯৩১)

গীতবিতান ৩ / পরিশেষ / কালের যাত্রা / পুনশ্চ (১৯৩২)

দুই বোন / মানুষের ধর্ম (১৯৩৩)

রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য শিল্পীর নানাবর্ণ চিত্রভূষণে : বিচিত্রিতা (১৯৩৩)

চণ্ডালিকা / তাসের দেশ / বাঁশরী (১৯৩৩)
মালঞ্চ / চার অধ্যায় (১৯৩৪)
নূতন সংস্করণ : শান্তিনিকেতন ১-২ (১৯৩৫)
শেষ সপ্তক / বীথিকা (১৯৩৫)
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা /ছন্দ / শ্যামলী / সাহিত্যের পথে (১৯৩৬)
রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত অজস্র চিত্রভূষণে : খাপছাড়া / সে (১৯৩৭)
নন্দলাল-অঙ্কিত চিত্র-সহ : ছড়ার ছবি (১৯৩৭)
কালান্তর / বিশ্বপরিচয় (১৯৩৭)
প্রান্তিক / সেঁজুতি / পত্রধারা ১-৩/ বাংলাভাষা-পরিচয় (১৯৩৮)
প্রহাসিনী / আকাশপ্রদীপ / শ্যামা / পথের সঞ্চয় (১৯৩৯)
নবজাতক / সানাই / ছেলেবেলা / তিন সঙ্গী (১৯৪০)
রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রের অ্যালবাম : চিত্রলিপি ১ (১৯৪০)
রোগশয্যায় / আরোগ্য / জন্মদিনে / গল্পসল্প (১৯৪০- ৪১)

এ তালিকায় কাব্য নাটক নৃত্যনাট্য গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ অধ্যাত্ম-প্রসঙ্গ সমাজভাবনা ভ্রমণকথা ভাষাতত্ত্ব সমালোচনা হাস্যকৌতুক পত্রসংকলন সবই আছে। তালিকার বাইরে আছে রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ড ১-৭ ও 'অচলিত' প্রথম খণ্ড, এবং অন্যান্য রচনা। রবীন্দ্রনাথের দেহত্যাগের অল্পকাল পরে প্রকাশিত হয় : শেষলেখা / ছড়া / দ্বিতীয়-সংস্করণ গীতবিতান ১-২ (১৯৪১-৪২)। মনোমত বিষয়বিন্যাসে শেষোক্ত গ্রন্থের সম্পাদনা করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ— অদ্যাবধি এই দুটি খণ্ডই প্রচলিত। ছড়া বা গীতবিতান (১-২) একরূপ শেষ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ থাকতেই, শেষোক্ত বই তিনি দেখেও যান, কিন্তু জনসমাজে প্রচার করা যায় নি।

গ্রন্থপ্রকাশের ক্রম অনুসরণ করে কয়েকখানি বইয়ের যে বৈশিষ্ট্য স্বতই দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার উল্লেখ করা যেতে পারে।

মহুয়া। রবীন্দ্রনাথের আঁকা প্রচ্ছদ, গোধূলি-আলোয়-যেন-রঙিন নামপত্র আর লেখাঙ্কনে-ছাপা প্রবেশক কবিতা এর বহিরঙ্গের বিশেষত্ব। বলা হয়েছে, 'বিষয়টা ছিল সংকল্প-করা, প্রধানত প্রজাপতির উদ্দেশে'। এ কথা আরও সত্য হতে পারত 'রাখী' বা 'বরণডালা' সম্পর্কে, যে পরিকল্পনা রূপ পেল না, যার অপ্রত্যাশিত পরিণতি হল এই মহুয়া। জানা যায় 'রাখী' বা 'বরণডালা'র জন্য প্রখ্যাত শিল্পীদের অনেক ছবি বাছা হয়েছিল আর প্রায় পাতায় পাতায় দেবার মতো চিত্রালংকার আঁকতে শুরু করেছিলেন স্বয়ং কবি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবি এই পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। এ-সব তখনকার মতো কাজে লাগল না বটে, এর বেগ বা প্রবর্তনা গিয়ে লাগল রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী বহু গ্রন্থে। ফলে, তপতী, পরিশেষ ও পুনশ্চ কাব্যের মলাট ভূষিত করলেন কবি— বর্ণবিচিত্র লেখায়, আর বিচিত্রিতা, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, খাপছাড়া, সে, গল্পসল্প প্রত্যেকটি তাঁর আঁকা রূপলেখায় বা ছবিতে ভূষিত হল, কম বা বেশি।

লেখন কাব্যের অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য যেমন ইংরেজি বাংলা 'কবিতিকা'-গুলি নিয়ে, বাহিরের দিকে তেমনি কবির স্বহস্তের লেখায়। এর উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : 'যখন চীনে জাপানে গিয়েছিলেম প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে হত। কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাখায় অনেক লিখতে হয়েছে।

'…জার্মানিতে গিয়ে দেখা গেল, এক উপায় বেরিয়েছে তাতে হাতের অক্ষর থেকেই ছাপানো চলে। বিশেষ কালী দিয়ে লিখতে হয় এল্যুমিনিয়মের পাতের উপরে, তার থেকে বিশেষ ছাপার যন্ত্রে ছাপিয়ে নিলেই কম্পোজিটারের শরণাপন্ন হবার দরকার হয় না।'

প্রশান্ত মহলানবিশ লেখেন: 'এ বইখানা আমি নিজে Berlin-এ ছাপাই; ১৯২৭ সালের জানুয়ারি মাসে।'

লেখনের অনুরূপ কল্পনা ছিল 'বৈকালী' নিয়ে, যে গীতিকবিতাগুলি অল্পসময়ে (ফাল্গুন ১৩৩২ - কার্তিক ১৩৩৩) লেখা হয় দেশে থাকতে আর বিদেশ ভ্রমণের মধ্যেই। বিশেষ আকর্ষণীয় হতে পারত লেখনের মতোই আগাগোড়া বইখানি রবীন্দ্র-লেখাঙ্কনের ছাপ হওয়ায়। প্রশান্তচন্দ্রের চিঠিপত্র থেকেই জানা যায়, অনেকগুলি পেন্সিলে-লেখা পাতার ভালো ছাপ ওঠে নি, সেজন্য বই সম্পূর্ণ হতে পারে নি; উত্তরকালে (১৯৫১) আংশিক-ছাপা যে বই বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে অত্যল্প সংখ্যায় প্রচারিত, তারও আদর হয়েছে। গ্রন্থনবিভাগের পঞ্চাশৎবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এর পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ হল; অনুসন্ধানে, কিছুটা অনুমানে, মূল পরিকল্পনার যতটা কাছাকাছি রূপ দেওয়া যায় সে বিষয়ে যত্ন করা হয়েছে। পরে যথাস্থানে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হল।

'বিচিত্রিতা' নানা দিক দিয়ে বিশিষ্ট। কাব্যসৌষ্ঠব তো আছেই, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে (আসলে ব্যাপারটা এর বিপরীত। কেননা, ছবি আগে আর কবিতা পরে) বিশিষ্ট শিল্পীদের আঁকা এক-বর্ণ ও বহু-বর্ণ ছবি ৩১ খানি, নন্দলালের আঁকা প্রচ্ছদ ও অনুচ্ছদ, রবীন্দ্রনাথের রেখা-ছন্দে লেখা সুন্দর নামপত্র। এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, সব থেকে বেশি ছবি এঁকে দিয়েছেন গগনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ

স্বয়ং, যথাক্রমে ৮টি আর ৭টি। কাগজের চমৎকারিত্ব, মুদ্রণের পারিপাট্য, বইয়ের আকার ও বাঁধাই, সবই চোখে ধরবার ও মনে রাখবার মতো ছিল।

'খাপছাড়া'র অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য যেমন তার লেখায়, ঠিক তেমনি তার ছবিতে। রচনার অন্তর্নিবিষ্ট হয়ে বহু ছবি বা রেখাচিত্র তো আছেই, তা ছাড়া আছে অনেকগুলি রঙিন ছবি আর রঙিন মলাট— এ-সবই শিল্পী রবীন্দ্রনাথের অভিনব কল্পনা।

'সে' কাব্যের 'অদ্‌ভুত' বা কবির ভাষায় 'যদ্‌ভূত তদ্‌ভূত' রসের লেখাগুলি যেভাবে চিত্র-যোগে ব্যাখ্যা করেছেন বা উজ্জ্বল ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন স্বয়ং লেখক, বোধ করি আর কোনো প্রখ্যাত শিল্পীকে দিয়েও তা হতে পারত না।

ছড়ার ছবি। কবি ও শিল্পীর মণিকাঞ্চন-যোগ হয়েছে এই ক্ষুদ্রায়তন কাব্যে— রূপ আর কথার একতান সংগীত। কবিতার ভাব ভাষা ছন্দ আর বিষয় কতটা অভূতপূর্ব আর বিশিষ্ট সে আলোচনা এখানে নয়। রবীন্দ্রনাথের লেখা আর নন্দলালের তুলি একত্র মিলে চমৎকার সৃজন করেছে আগে পরে আরও অনেকবার (সহজ পাঠ / চিত্রবিচিত্র)।

চিত্রলিপি। শিল্পী বলে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় আমরা পেলাম তাঁর জীবনের শেষ দিকে। সেই শেষ পর্বে তাঁর আঁকা সহস্রাধিক ছবির মধ্যে সযত্নে কিছু নির্বাচন করে প্রস্তুত ও প্রচার করা হল ১৮খানি ছবির রঙিন প্রতিলিপি বা 'চিত্রলিপি'। গ্রন্থের সূচনায় ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথের একটি ভূমিকা আর প্রত্যেক চিত্রের সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজি কবিতায় তার পরিচিতি— কবির স্বহস্তের লেখাঙ্কন-রূপে ছাপা। প্রবেশক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বললেন :

অয়ি চিত্রলেখা দেবী, ক্ষম মোরে, তোমার মহিমা
যদি খর্ব করে থাকি দিতে গিয়ে বাক্যে-ঘেরা সীমা,
বাক্যের অতীত তুমি।···

সসঙ্কোচে যে কয়টি শ্লোক
এনেছি সম্মুখে তব, তার পরে নাই দিলে চোখ।
তোমার আশ্রয় নিল, পাখি যথা ঠাঁই লয় গাছে ;
থাক্ তারা, অর্থ তব তাদের ছাড়ায়ে গিয়ে আছে।

এই চিত্রলিপির অনুবৃত্তি হয়েছে বহু বৎসর পরে (১৯৫১) আর-একটি খণ্ডে (চিত্রলিপি ২)।

গানের বই

রবীন্দ্রনাথের গানের প্রথম সংগ্রহপুস্তক 'রবিচ্ছায়া' প্রকাশিত হয় যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্রের উদ্যোগ-আয়োজনে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে, সে কথা পূর্বে উল্লিখিত। পরে রবীন্দ্রনাথের গান বিভিন্ন কাব্যে নাটকে গীতিনাট্যে সংকলিত বা ব্যবহৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র গ্রন্থেও সেগুলির স্থান হতে লাগল, যেমন—

গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৯৩)
বাউল (১৯০৫)
যোগীন্দ্রনাথ সরকার -প্রকাশিত : গান (১৯০৮)
ইণ্ডিয়ান প্রেস -প্রকাশিত : গান (১৯০৯) ও (১৯১৪)
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ -প্রকাশিত : প্রবাহিণী (১৯২৫)
গীতিচর্চা (১৯২৫)

শেষোক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লেখা হল : 'গীতিচর্চ্চার গানগুলি পূজনীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিভিন্ন সময়ের গান হইতে সংগ্রহ করিয়া বিশেষভাবে আশ্রমবাসী ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য প্রকাশ করা হইল।' এ ছাড়া ছিল বর্ষামঙ্গল, শেষবর্ষণ, সুন্দর, বসন্ত, নবীন, ঋতুরঙ্গ প্রভৃতি বর্ষে বর্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের তথা অনুষ্ঠানপত্রের বহু এবং বিচিত্র গান। অবশেষে প্রায় 'সমুদয়' গান একত্র করে প্রথম প্রকাশিত হল দুই খণ্ডে 'গীতবিতান' গ্রন্থ (১৯৩১) আর পর-বৎসরেই তার তৃতীয় খণ্ড (১৯৩২)— গানগুলি এ বইয়ে বিভিন্ন গ্রন্থানুক্রমে অর্থাৎ মোটের উপর কালক্রমে সাজানো। কবির নির্দেশে ও শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর পরামর্শ নিয়ে এর সম্পাদনা করলেন শ্রীসুধীরচন্দ্র কর। পরবর্তী-কালে বিষয়ানুসারে সাজিয়ে, ইতিমধ্যে রচিত আরও বহু নূতন গান যোগ ক'রে, গীতবিতান-সম্পাদনায় সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ— এ কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দ্বিতীয়-সংস্করণ গীতবিতানের বিজ্ঞাপনে তিনি বললেন: 'ইতিপূর্বে সংকলনকর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলাবিধান করতে পারেন নি।··· এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলি সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে, সুরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।'

রবীন্দ্রনাথের দেহত্যাগের বহু বৎসর পরে (১৯৫০) পূর্বোক্ত দুই খণ্ড গীতবিতানের অনুবৃত্তি হয়েছে গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডে শ্রীকানাই সামন্ত কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে। তাতে রবীন্দ্রনাথ রচিত / পরিকল্পিত মুখ্য গীতিনাট্য নৃত্যনাট্যগুলিও অচ্ছিন্ন আকারে দেওয়া হয়েছে। এই তিন খণ্ডে বা তিনখণ্ড মিলিয়ে অখণ্ড আকারে যে গীতবিতান আজ প্রচলিত, তাতে রবীন্দ্রনাথ-রচিত সব গানেরই স্থান হয়েছে।

প্রচলিত তৃতীয়-খণ্ড গীতবিতানের এটিও এক বিশেষত্ব যে, সংকলিত প্রায় প্রত্যেকটি গীতিনাট্য নৃত্যনাট্য ও গানের রচনাকাল, প্রকাশকাল, উপলক্ষ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য তথ্য যথাসম্ভব সংকলন করার চেষ্টা করা হয়েছে গ্রন্থপরিচয়ে। রবীন্দ্রনাথের গীতরচনার সামগ্রিক একটি পটভূমি এঁকে দেওয়া হয়েছে অল্প পরিসরে। রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে এ দেশের সহৃদয় সুধীসমাজে আগ্রহ এবং ঔৎসুক্যের সীমা নেই। সুখের বিষয়, গীতবিতানের পূর্বোক্ত শেষ খণ্ডে (কদাচিৎ পূর্ব দুই খণ্ডে) সংকলন ও সম্পাদনার ধারা আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। অর্থাৎ, পূর্বের কোনো কোনো প্রমাদ যেমন সংশোধন হয়েছে, নূতন গান ও নূতন তথ্যের সমাহারেরও প্রযত্ন করা হয়েছে। বস্তুত রবীন্দ্রগ্রন্থপ্রকাশের ক্ষেত্রে অচ্ছিন্ন অভিনিবেশের তথা *continuons editing*এর প্রয়োজন ও উপযোগিতা আছে।

স্বরবিতান হল রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি-সংগ্রহ ; সুচিন্তিত সুবিহিত পর্যায়ে এ পর্যন্ত এর ষাট খণ্ডে প্রামাণিক স্বরলিপি সংকলন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও সম্পাদনার একই রীতি যথাসম্ভব অনুসৃত। রবীন্দ্ররচনার পুনর্মুদ্রণ মাত্র গ্রন্থনবিভাগের লক্ষ্য নয়, প্রয়োজন-মত ও সম্ভব-মত নূতন তথ্য বা বিষয় সন্নিবেশ করাও উদ্দেশ্য— অধুনা প্রচারিত স্বরবিতানের পরিশিষ্ট অংশেই তার প্রমাণ। রবীন্দ্ররচিত গানের পাঠভেদ, সুরভেদ, ছন্দোভেদ এবং রচনা ও প্রকাশ -কাল নিয়ে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য স্বরলিপির পরিশিষ্টে ক্রমশ সংকলিত হচ্ছে।

গীতবিতান (১৩৩৮ আশ্বিন) প্রথম প্রকাশের অল্পকাল পরে ১৩৩৮ পৌষে প্রকাশিত হল কবির সুবৃহৎ ও সর্বাধিক প্রচলিত কাব্যসংকলন —'সঞ্চয়িতা' (১৯৩১)। ভূমিকায় কবি লিখলেন: 'সঞ্চয়িতার কবিতাগুলি সংকলনের ভার আমি নিজে নিয়েছি।··· কবিতা যে লেখে কবিতাগুলির অন্তরের ইতিহাস তার কাছে সুস্পষ্ট। বাহিরের প্রকাশে কবিতাগুলি উজ্জ্বল হয়েছে কি না··· নিশ্চিত বোঝা কোনো কোনো স্থলে সহজ হয় না।' শেষোক্ত কথাটা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয় সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর অল্প বয়সের কাঁচা লেখার প্রতিও অনেক কাব্যানুরাগীর পক্ষপাত আছে, সেরূপ নির্বাচন না হয় এই তাঁর উক্তির তাৎপর্য। পরিশেষে বললেন: 'ছাপা অগ্রসর হতে হতে আয়তনের স্ফীতি দেখে ভীত মনে আত্মসংবরণ করেছি।' না হলে আরও অনেক কবিতা গানই দেওয়া যেত এ কথা সত্য।

কবির জীবদ্দশায় সঞ্চয়িতার তিনটি সংস্করণ হয় (১৯৩১-৩৭) এবং প্রত্যেক বারেই তাঁর স্বভাবসংগত সংস্কার সংযোজন পরিবর্জন ও পরিবর্তনের প্রয়াস ও প্রয়োজন অব্যাহত থাকে। সংযোজনের প্রয়োজন ছিল বলেই বর্জন কিছুটা অপরিহার্য মনে হয়েছিল। কবির দেহত্যাগের পর সঞ্চয়িতার যে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় (১৯৪৪। চৈত্র ১৩৫০) তার বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায় যে, সেই সংস্করণে 'পূর্ববর্তী সব সংস্করণের সব কবিতাকেই রক্ষা করা গেল ; একবার নির্বাচিত অথচ বারান্তরে বর্জিত কবিতা বা কবিতার অংশবিশেষও পরিহার করা হইল না।··· সঞ্চয়িতার শেষ সংস্করণের পর কবির যে-সমস্ত

নূতন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি হইতে কবিতা চয়ন করিয়া সংযোজনরূপে দেওয়া হইল।'

বর্তমানে সঞ্চয়িতার আয়তন ডিমাই আকারে অন্যূন ৯০০ পৃষ্ঠা। নূতন সংযোজিত গান কবিতা কবিতিকার সংখ্যা ১৪১ (তন্মধ্যে ৯টি কেবল গ্রন্থপরিচয়-ভুক্ত বিশিষ্ট পাঠভেদ)। সঞ্চয়িতার এই সংস্করণে পূর্বপ্রচারিত বিভিন্ন কাব্যের নামরূপের সীমার মধ্যে কবিতা ও গান রচনার কালক্রমে সন্নিবিষ্ট হয়। বর্তমানে অষ্টম সংস্করণ (১৯৭২ / বৈশাখ ১৩৭৯) প্রচলিত— প্রতি সংস্করণে কোনো-না-কোনো নূতন তথ্য স্থান পেয়েছে বিস্তারিত গ্রন্থপরিচয়ে, আর বহু কবিতার অজ্ঞাতপূর্ব রচনাকালও সন্নিবেশিত হয়েছে।

গ্রন্থনবিভাগের ইতিবৃত্তে গীতবিতান ও সঞ্চয়িতার সবিস্তার আলোচনার বিশেষ তাৎপর্য আছে। অখণ্ড গীতবিতান ও সঞ্চয়িতা, গান ও কবিতার সংগ্রহ— একটি সুসম্পূর্ণ আর একটি আংশিক— যতটা জনচিত্ত অধিকার করে আছে এমন আর কিছুই নয়।

বস্তুত রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার ও চর্চা উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গীতবিতানের লোকপ্রিয়তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে আর স্বয়ং কবি-কর্তৃক নির্বাচিত কবিতাসংকলন হওয়ায় সঞ্চয়িতার জনাদরও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থী ও অধিকারী আর রবীন্দ্র-কাব্যানুরাগী যাঁরা, তাঁদের কাছে এ দুটি গ্রন্থের মর্যাদা ও মূল্য যথেষ্ট ; শুধু ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণনা করলে (বস্তুত তা নয়) বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের কাছে এ দুইয়ের অর্থমূল্যও কম নয়। স্বতন্ত্র খণ্ড ও অখণ্ড গীতবিতান মিলে দশ-বারো হাজার গীতবিতান এবং গড় হিসাবে প্রায় আঠারো হাজার সঞ্চয়িতা প্রতিবৎসর বিক্রয় হয়ে থাকে, টাকার অঙ্কে যার পরিমাণ সাড়ে চার লক্ষ টাকার

বেশি— বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গ্রন্থের বিক্রয়-লব্ধ অর্থের এক-তৃতীয়াংশ।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন ক্রমশ তাঁর গান স্বাতন্ত্র্যগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হবে, জাতীয় সংস্কৃতিতে ও জীবনচর্যায় হয়ে উঠবে অপরিহার্য। কিন্তু তিরোধানের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের এই সমাদর গ্রন্থ-প্রচারের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করে যেতে পারেন নি।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্রনাথের সময়ে প্রবর্তিত আর-এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল রবীন্দ্র-রচনাবলী, যার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে, ১৩৪৬ আশ্বিনে (১৯৩৯)। রবীন্দ্রনাথ-রচিত সমুদয় গ্রন্থ— কবিতা ও গান, নাটক ও প্রহসন, উপন্যাস ও গল্প এবং প্রবন্ধ, এই চারটি বিভাগে, গ্রন্থপ্রকাশের কালক্রমে, পর পর সংকলন ক'রে প্রকাশ শুরু করেন গ্রন্থনবিভাগ। বলা বাহুল্য, গ্রন্থনবিভাগের তদানীন্তন সচিব চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের উদ্যোগে ও রাজশেখর বসু মহাশয়ের পরামর্শে আর গ্রন্থনবিভাগে ওই সময়ের কর্মকর্তা 'প্রকাশক' কিশোরীমোহন সাঁতরার তত্ত্বাবধানে এই পরিকল্পনার রূপায়ণ। ব্যবসায়িক লাভের অঙ্কের গণনাতেই নয়, রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রচারের দিক দিয়েও আশাতীত এর সফলতা। বাংলা গ্রন্থের পাঠকদের আর্থিক সামর্থ্যের কথা চিন্তা ক'রে, এক কালে অনেক গ্রন্থ কেনা যাঁদের সাধ্যাতীত তাঁদের কাছে পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডও বিষয়-বৈচিত্র্যগুণে স্বয়ংপূর্ণতায় সম্পাদনায় ও সৌষ্ঠবে আদরণীয় করে তোলবার এই প্রচেষ্টা, খুবই সার্থক হয়— এ দেশের শিক্ষিতসমাজকে

রবীন্দ্র-ভাবনার ও সাহিত্যের সব দিকের সহিত পরিচিত করা এবং তার বিকাশের ধারাটি বুঝে নিতে সাহায্য করা রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। বস্তুত, ১৯২৩ সালে গ্রন্থনবিভাগের প্রতিষ্ঠা থেকে ১৯৩৯ খৃস্টাব্দ অবধি দীর্ঘ ১৬ বৎসরে উল্লিখিত গ্রন্থ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক কাব্য উপন্যাস গল্প নাটক প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (প্রত্যেকটির উল্লেখ অনাবশ্যক), তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রগ্রন্থের মোট বিক্রয় আশানুরূপ ছিল বলা যায় না। রবীন্দ্র-রচনাবলী-প্রকাশের সূচনা থেকেই গ্রন্থবিক্রয়ের পরিমাণ ক্রমবৃদ্ধিশীল দেখা যায় এবং এই ধারা অন্যান্য গ্রন্থের সমবায়ে পরবর্তী কালেও অব্যাহত থাকে।

সামগ্রিক সূচীর অতিরিক্ত একটি খণ্ড বাদে, বিশ্বভারতী-কর্তৃক রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২৭ খণ্ড এ পর্যন্ত প্রকাশিত। তা ছাড়া 'অচলিত' রবীন্দ্ররচনা নিয়েও দুটি খণ্ড আছে, যাতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের 'বিস্মৃতিকবলিত' বহু গ্রন্থের (আখ্যানকাব্য, নাটক, কবিতা, গান, প্রবন্ধ) যেমন সমাহার তেমনি স্থান পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ-রচিত, নূতন ধরনের অর্থাৎ নূতন শিক্ষাপদ্ধতির উপযোগী বিদ্যালয়পাঠ্য বইগুলি।

রবীন্দ্র-রচনাবলী সামগ্রিক রবীন্দ্রগ্রন্থপ্রচার-পরিকল্পনার শেষ কথা নয়, এ হয়তো না বললেও চলে। কিন্তু বহু বৎসরের বহু জিজ্ঞাসু বিদ্বজ্জনের একনিষ্ঠ রবীন্দ্রচর্চার পরিণামে সার্থক সুষ্ঠু ও সংগত, হয়তো পাঠপঞ্জীকৃত, যে প্রামাণিক সংস্করণ ভবিষ্যতে এ দেশ ও বিদেশের রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে, তারই অভিমুখে এ যে প্রথম পদক্ষেপ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

যা হোক, গ্রন্থনবিভাগের বিশেষ প্রযত্নের ফলে অচিরে অর্থাৎ সূচনার দুই বৎসরের মধ্যে একটি 'অচলিত' খণ্ড-সহ মোট আট খণ্ড

রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রকাশ। অধিকন্তু এই অল্প কালের মধ্যে প্রথম খণ্ডটি ত্বার এবং দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ অবধি প্রত্যেকটি একবার পুনর্-মুদ্রিতও করতে হয়। রবীন্দ্রগ্রন্থের যে বিক্রয় ১৯৩৯ অবধি অর্ধ লক্ষ টাকার কম ছিল, ১৯৪১ সালে কবির তিরোধানের প্রাক্‌কালে তাই বৎসরে এক লক্ষ টাকায় গিয়ে পৌঁছয়।

আয়ুর প্রান্তসীমায় এলেও, রবীন্দ্র-রচনাবলীর সংকলন-কালে কবি বহু বিষয়ে বহু পরামর্শ দেন ও বিভিন্ন গ্রন্থের প্রবেশক-স্বরূপ বহু মন্তব্যও লিপিবদ্ধ করে দেন। প্রথম দিকের প্রায় প্রত্যেক খণ্ডে (খণ্ড ১-৫ ও ৭) কবির এই-সব প্রণিধানযোগ্য মূল্যবান্ মন্তব্য এবং সব খণ্ডেই নানা-তথ্য-সমৃদ্ধ গ্রন্থপরিচয় অংশে রচনার উৎস ও কাল, প্রকাশকাল, সমসাময়িক ও আনুষঙ্গিক নানা জ্ঞাতব্য বিষয়, সাময়িক পত্রে রচনা প্রকাশের বিবরণ— এ-সবেরই সংগ্রহ এবং সংগত সমাহার হওয়ায় এই গ্রন্থাবলী শীঘ্রই বাংলাসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলে শিক্ষিতসমাজে সমাদৃত হয়।

বর্তমান পুস্তিকার শেষে রবীন্দ্রনাথ-প্রণীত গ্রন্থের তালিকায় দেখা যাবে, গ্রন্থনবিভাগের প্রতিষ্ঠা থেকে রবীন্দ্রপ্রয়াণ পর্যন্ত সময়ে, সংকলন গ্রন্থ -সহ রবীন্দ্রনাথের ৮৮ খানি গ্রন্থ বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়। সে-সময়ে প্রতিষ্ঠানের সীমিত আয় আর কর্মীর সংখ্যা মনে রাখলে, এই কর্মতৎপরতা পর্যাপ্ত শুধু নয়, আশাতীত বলা চলে। কবির উপস্থিতি স্বভাবতই সম্পাদনায় ও গ্রন্থনব্যাপারে নিরত কর্মীদের মনে বিশেষ উৎসাহ উদ্যম ও আগ্রহের সঞ্চার করেছে। কী করে আরও দ্রুত গ্রন্থ প্রকাশ করা যায়, আরও শোভন পরিচ্ছন্ন ও ত্রুটিশূন্য হয়, আর সেই গ্রন্থ কবির হাতে তুলে দিয়ে তাঁর মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তোলা যায়— তাঁর জীবনের শেষ

যামে, যখন জরার আক্রমণে, বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ-চিন্তায় ও 'সভ্যতা-সংকটে'র অনুভবে কবিচিত্ত অনেক সময়েই বিষাদভারাতুর— অনুক্ষণ এ ভাবনা ছিল ব'লেই কর্মীদের মনে উৎসাহের অন্ত ছিল না, অথচ কাজের দুরূহতা ছিল যথেষ্ট। কেননা, সর্বদাই ভয় কবি শেষ মুহূর্তে কী করেন বা কী চান, তাঁর পরিবর্তন পরিবর্ধন ও পরিবর্জন -প্রবণতার সঙ্গে তাল রেখে তাঁর মনোমত ও নির্ভুল ভাবে আরব্ধ কাজের উদ্‌যাপনা হয় কিনা। অতএব উৎসাহের সঙ্গে কিছু উদ্‌বেগও ছিল— এ কালের আমরা হয়তো অনুমান করলেও অনুভব করতে পারব না সেই বিশেষ অভিজ্ঞতার শিহরণ। কিন্তু তাইতেই কাজ হয়েছিল। সেদিন দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছিলেন শুষ্ক রুটিন-পথে তাঁদের পরিক্রমা ছিল না, পেশাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল তাঁদের কাজের নেশা— এমন বললে কোনো অত্যুক্তি করা হবে না। তাঁদের ক্লান্তিহীন যত্নে ও পরিশ্রমে কবিজীবনের শেষ কয় বৎসরের গ্রন্থপ্রকাশ পরিমাণে ও গুণেমানে খুবই যে প্রশংসনীয় তা ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ অগস্ট পর্যন্ত আড়াই বৎসরের নূতন প্রকাশিত গ্রন্থ-তালিকার দিকে একবার তাকালেই জানা যাবে। যেখানে ১৯২৩ জুলাই থেকে ১৯৪১ অগস্ট পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৮৮, সেখানে শেষ আড়াই বৎসরে সেই সংখ্যা ২৩। অধিকন্তু এই ২৩ খানি গ্রন্থের মধ্যে আছে চিত্রলিপির মতো একখানি বহুযত্ন-সাধ্য বহুবর্ণ ছবির বই এবং রবীন্দ্র-রচনাবলীর সাতটি খণ্ড, তা ছাড়া 'অচলিত'-সংগ্রহের প্রথম খণ্ডটি। বলা বাহুল্য এ সময় পুনর্‌মুদ্রণের কাজও অনেক বেড়ে যায়। এই বিপুল কর্মোদ্যম আরও কিছুকাল অব্যাহত থাকে— রবীন্দ্র-তিরোধানের পরে কয়েক বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৮ খণ্ডে সম্পূর্ণতার সমীপবর্তী হয় এবং গ্রন্থাকারে

অপ্রকাশিত বহু রচনাও সংগৃহীত ও সংকলিত হয়ে নূতন নূতন গ্রন্থরূপে প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্র-প্রয়াণের পরে

কবির পরলোকগমনের পরে গ্রন্থনবিভাগের কর্মধারা মুখ্যত চারটি ধারায় বিভক্ত—

১ রবীন্দ্রনাথের নূতন গ্রন্থ ও পুরাতন গ্রন্থের নূতন সংস্করণ
২ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ও অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থ
৩ রবীন্দ্র-গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ এবং
৪ রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপির তথা স্বরবিতানের প্রকাশ।

নূতন গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসানের অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হল তাঁর দুখানি কাব্য— 'ছড়া' ও 'শেষ লেখা'।

রবীন্দ্র-প্রয়াণের পর গ্রন্থনবিভাগের প্রধান কর্তব্য হল যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ডগুলির সংকলন ও প্রকাশ সমাধা করা। 'রচনাবলী' প্রভূত জনসমাদর লাভ করায় এই কাজের আগ্রহ স্বতই বৃদ্ধি পায়।

প্রধানত রথীন্দ্রনাথের আগ্রহে ও উদ্যোগে এই সময়ে আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি পড়ে, সে হল— রবীন্দ্রনাথের লেখা অগণিত চিঠিপত্র। বহু বৎসর পূর্বে, ১৯১১ সালে, অর্থাৎ কবির পঞ্চাশৎবর্ষ-পূর্তির সময়েই, ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর কাছ থেকে দুখানি

খাতায় নিজের লেখা চিঠির প্রতিলিপি উপহার-স্বরূপ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত হয়েছিলেন। যৌবনে লেখা সেই পত্রধারা থেকে নির্বাচন ও নির্মমভাবে সম্পাদনা ক'রে, সূচনায় বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা ৮ খানি চিঠিও যোগ ক'রে কবি অভিনব এই গ্রন্থের নাম দিলেন— 'ছিন্নপত্র'। এর অনেক পরে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয় শ্রীমতী রাণু অধিকারীকে (লেডি রাণু মুখার্জি) লেখা —'ভানুসিংহের পত্রাবলী'। আরও পরে ১৯৩৮ সালে শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা চিঠির আধারে— 'পথে ও পথের প্রান্তে'। প্রথম পত্র-সংকলন 'ছিন্নপত্র' সম্পর্কে যা বলা হয়েছে অন্য দুটি সম্পর্কেও সেই কথাই বলতে হয়; সকল ক্ষেত্রেই কবিকৃত সম্পাদনা নির্মম হয়ে থাকবে, পরিবর্জন অল্প হয় নি। কবির নিজের ভূমিকা-সহ পূর্বোক্ত তিনখানি গ্রন্থের সমাহার হয় আবার 'পত্রধারা'য় (১৯৩৮)— পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে।

উত্তরকালে 'চিঠিপত্র' গ্রন্থমালার সংকলনে অবশ্যই ভিন্ন রীতিনীতি অনুসৃত। কোথাও কোনো পরিবর্তনের তো কথাই ওঠে না (পূর্বে যার অজস্রতাই ছিল মনে হয়), "কেবলই ব্যক্তিগত" ব'লে কিছু বাদ দেওয়াও যায় না (কবি-জীবনের ও ভাবনা-সাধনার সব কথাই লোকে জানতে চায়), বানান যতিচিহ্নাদিতেও মূলানুগ করাই এ ক্ষেত্রে প্রশস্ত রীতি। সম্পাদনার প্রচুর অবকাশ এমন-কি প্রয়োজন অবশ্যই আছে স্থান কাল পাত্র ও অবস্থা সম্পর্কে যথাসাধ্য ও যত্নসাধ্য তথ্য-সংগ্রহের ও সমাবেশের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্র-পত্রাবলীতেও সাহিত্যিক গুণ সর্বত্র, অথচ সাহিত্যিক বিচার-বিবেচনা এ ক্ষেত্রে আর এখনকার মতো গৌণ মনে ক'রে রবীন্দ্র-জীবনের ও চরিত্রের তথা জাতির ও যুগের পরিচয় আমরা কতটা পাই, কী নূতন তথ্য

আমরা জানতে পারি, সেইটেই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত— আমাদের আগ্রহ উদ্দীপিত করে। চিঠিপত্রের সংকলনে ও সম্পাদনায় এ-সব কথাই মনে রাখা হয়েছে।

এই গ্রন্থমালায় ক্রমশ প্রকাশিত হল পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লেখা 'চিঠিপত্র-১' (১৯৪২), পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা 'চিঠিপত্র-২' (১৯৪২), পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীকে লেখা 'চিঠিপত্র-৩' (১৯৪২), দুই কন্যা ও দৌহিত্র দৌহিত্রী পৌত্রীকে লেখা 'চিঠিপত্র-৪' (১৯৪৩), দুই ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়াকে এবং মুখ্যত ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত 'চিঠিপত্র-৫' (১৯৪৫)। অতঃপর প্রকাশিত হয় 'চিঠিপত্র-৬'— জগদীশচন্দ্র ও তদীয় পত্নী অবলা বসুকে লেখা পত্রাবলী। এই পত্রসংকলন প্রকাশ করা হয় আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবর্ষপূর্তির (১৯৫৮) প্রাক্‌কালে, ১৯৫৭ মে মাসে। চিঠিপত্র সংকলনের যে আদর্শের কথা পূর্বে উল্লিখিত, যা সমুদয় সভ্যসমাজে স্বীকৃত, চিঠিপত্রের ষষ্ঠ খণ্ড তারই প্রশংসনীয় নিদর্শন— বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের অন্যতম স্মরণীয় কৃতি। এর ৫টি পরিশিষ্টে প্রাসঙ্গিক বহু রবীন্দ্ররচনা, রমেশচন্দ্র দত্তের ও ভগিনী নিবেদিতার ৩ খানি পত্র এবং জ্ঞাতব্য বিবিধ তথ্যের সমাবেশে সংগ্রাহক/সম্পাদকের যে নিষ্ঠা নৈপুণ্য ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়, পত্রপরিচয়ে কাল ও ঘটনা যেরূপ সূক্ষ্মভাবে নির্ধারিত অথবা ব্যাখ্যাত হয়, তা সম্পূর্ণ নূতন ও তুলনা-রহিত। প্রায় এই আদর্শেরই অনুসরণে পরে প্রকাশ পায় কবিবন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখা 'চিঠিপত্র-৮' (১৯৬৩) এবং শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবী ও পুত্রকন্যাদিকে লেখা 'চিঠিপত্র-৯' (১৯৬৪)। ষষ্ঠ খণ্ডের পরবর্তী চিঠিপত্রের অন্যান্য খণ্ডেও— শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী দেবীকে লেখা 'চিঠিপত্র-৭' (১৯৬০), আচার্য দীনেশচন্দ্র

সেনকে লেখা 'চিঠিপত্র-১০' (১৯৬৭)— প্রয়োজনমত ও সম্ভবমত একই আদর্শের অনুসৃতি। প্রত্যেক খণ্ডই বহু চিত্রে / লিপিচিত্রে ভূষিত।

রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশ উপলক্ষে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত ও লুপ্তপ্রায় রচনার আর প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির সংকলন নিয়ে যে কাজ আরম্ভ হয়েছিল তারই ফলে প্রকাশিত হল—

আত্মপরিচয় (১৯৪৩)
সাহিত্যের স্বরূপ (১৯৪৩)
স্ফুলিঙ্গ (১৯৪৫)

নানা সময়ে নানা জনকে স্বাক্ষর-সহ বা আশীর্বাদ-স্বরূপে লিখে দেওয়া কবিতা বা শ্লোক নিয়েই মুখ্যত এই 'স্ফুলিঙ্গ'। সাহিত্যিক বিচারে 'লেখন' কাব্যেরই সগোত্র, তবে ইংরেজি রূপান্তর দেওয়া হয় নি আর কবির স্বহস্তের লেখাঙ্কনের ছাপও পড়ে নি মুদ্রিত গ্রন্থে। আকারপ্রকারের সৌষ্ঠব, চিত্রভূষণ, কবিপ্রতিকৃতি, লিপিচিত্র, কাগজ, ছাপা— এ-সব দিক দিয়েও সুন্দর ও লোভনীয় গ্রন্থ।

আকস্মিক অপঘাতে জীবনদীপ নির্বাপিত হল মহাত্মা গান্ধীর, শোকাচ্ছন্ন দেশবাসীর হাতে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ তুলে দিলেন শ্রদ্ধাঞ্জলি— কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কবিতা, কয়েকটি প্রবন্ধ ও ভাষণের সংগ্রহ 'মহাত্মা গান্ধী' (১৯৪৮)।

বুদ্ধজন্মের আড়াই হাজার বৎসর অতিক্রান্তি উপলক্ষে রবীন্দ্র-অর্ঘ্য নিবেদিত হল 'বুদ্ধদেব' (১৯৫৬) গ্রন্থে— প্রাচীন ও আধুনিক (আচার্য নন্দলালের) উন্নত মূর্তি ও চিত্রের প্রতিচ্ছবিতে।

যীশু খৃস্টকে স্মরণ ক'রে তেমনি কবির বিরল-প্রচারিত কিছু রচনার সংকলন হল, শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের অপূর্ব

চিত্রে ভূষিত ক'রে 'খৃস্ট' (১৯৫৯) গ্রন্থে।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা ১৩০৮ (১৯০১) সনে ৭ই পৌষ তারিখে। এই স্মরণীয় ঘটনার পঞ্চাশৎবর্ষপূর্তিতে ১৩৫৮ (১৯৫১) সনের ৭ই পৌষে বিশ্বভারতী বিশেষ উৎসবের অনুষ্ঠান করলেন। এই উপলক্ষে গ্রন্থনবিভাগ অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশ করলেন বিশ্বভারতী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও ভাষণের সংগ্রহ 'বিশ্বভারতী', প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ ও প্রথম কার্যপ্রণালী 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম', ইতিপূর্বে উল্লিখিত 'বৈকালী' (অসম্পূর্ণ), রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রের সুদৃশ্য দ্বিতীয় সংকলন 'চিত্রলিপি-২', ২৫ খানি রবীন্দ্র-প্রতিকৃতির এক মনোজ্ঞ সংগ্রহ *25 Portraits,* বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতন সম্পর্কে গুরুদেবের দুটি ইংরেজি লেখায় ও বহু সুন্দর চিত্রে অতিসুন্দর পরিচয়পুস্তক *Santiniketan : 1901-51* —এবং দুখানি উল্লেখযোগ্য পুনর্মুদ্রণ : রবীন্দ্রনাথের 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' (বিশ্বভারতী বুলেটিন রূপে প্রথম প্রচারিত, ১৯৪৮) এবং অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' (প্রথম প্রচার, ১৩১৮)।

অতি অল্প সময়ে এতগুলি পুস্তক-পুস্তিকার সংকলন ও প্রচার বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের কর্মতালিকায় বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য আর নিষ্ঠা ও তৎপরতারও পরিচায়ক। কেবল সংখ্যার বিচারে নয়, পরিবেশনের গুণেও। কেননা, উল্লিখিত সব-কয়টি গ্রন্থই বাহ্য-সৌষ্ঠবে সজ্জায় মুদ্রণপারিপাট্যে অনন্য আর নানা দিক দিয়েই লোভনীয়। মনে পড়ে সে-সময় নিত্যকার নিয়মিত কাজের উপরেও এই নৈমিত্তিক বিশেষ কাজের উদ্‌যাপনে কেমন একটি আবেগ আগ্রহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল কর্মীদের মধ্যে। তৎকালীন সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীপুলিনবিহারী সেনের উৎসাহে ও পরিচালনায় ছাপাখানায়

ও দপ্তরে অক্লান্তভাবে কাজ চলেছিল, বহু বিষয়ে বিশেষত 'চিত্রলিপি'র ব্যাপারে, সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল শিল্পরসিক শ্রীপৃথ্বীশ নিয়োগীর।

১৯৪১-পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথের নূতন বইয়ের তালিকায়— নূতন সংস্করণকেও প্রায় নূতন বইয়ের মর্যাদা দিতে হয় যে ক্ষেত্রে বহু নূতন বিষয় আর মূল্যবান তথ্য ও টীকাটিপ্পনীপুঞ্জিত, পঞ্জীকৃত— বিশেষ ক'রে উল্লেখ করা যায় এই ক'খানি গ্রন্থের—

১ জীবনস্মৃতি (১৩১৯, নূতন সংস্করণ ১৩৫০ : ১৯৪৩) রবীন্দ্র-তিরোধানের পর শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রস্তুত করা হয়। এর গ্রন্থপরিচয়, বংশলতা তথ্যপঞ্জী উল্লেখপঞ্জী-সংবলিত বিস্তারিত পরিশিষ্ট অংশ রবীন্দ্রগবেষণার কোনো কোনো ব্যাপারে প্রামাণিক ও অপরিহার্য বলা যায়। জীবনস্মৃতির আরও পরের বিভিন্ন মুদ্রণে বা সংস্করণে ঐ পরিশিষ্টে কিছু গ্রহণ বর্জন সংশোধন হয় পরবর্তী রবীন্দ্রগবেষণার আলোয় আর তৎকালীন গ্রন্থ-সম্পাদকের যত্নে। বহিরঙ্গ সম্পর্কে বলা যায়, প্রথম-প্রকাশিত (১৩১৯) গ্রন্থের যে অতুলনীয় চিত্রসম্পদ— গগনেন্দ্রনাথ-অঙ্কিত ২৪ খানি কালী-তূলির ছবি— নূতন সংস্করণে (১৩৫০) তার ১৬ খানি দেওয়া হয়। আর, এখনকার সচিত্র বিশেষ সংস্করণে সবগুলি ছবিই পুনর্মুদ্রিত। (সর্বসাধারণের সংগ্রহের অনুকূলে সংক্ষিপ্ত-গ্রন্থপ্রসঙ্গযুক্ত সুলভ সংস্করণও আছে— রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি, পাণ্ডুলিপিচিত্র, বংশলতা ও তথ্যপঞ্জী তাতেও পাওয়া যাবে। সুলভতর বিদ্যালয়-পাঠ্য (১৯৭৩) সংস্করণে আছে কেবল মূল রচনা ও বংশলতিকা।)

২ স্ফুলিঙ্গ (১৩৫২), পরিবর্ধিত শতপূর্তি সংস্করণ (১৯৬১)— সংযোজিত নূতন কবিতার সংখ্যা ৬২। রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও লিপি-চিত্রে শোভিত, কাগজের মলাট, আর রেশমের বাঁধাই, প্রচ্ছদে রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত ছবি— এই দুভাবে প্রচার করা হয়। প্রথম ছত্রের বর্ণানুক্রমে কবিতা বা শ্লোকগুলি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। এ গ্রন্থ সম্পর্কে অন্যত্রও বলা হয়েছে।

৩ সাহিত্য (শ্রাবণ ১৩৬১)— পূর্বপ্রচলিত গ্রন্থের ১১টি প্রবন্ধের সহিত যুক্ত হয় ভারতী সাধনা বঙ্গদর্শন (১২৯৩-১৩১৩) থেকে সংকলিত আরও ১৪টি বিস্মৃতিবিলীন সাহিত্যপ্রসঙ্গ। গ্রন্থশেষে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থপরিচয়।

৪ চিত্রবিচিত্র (১৯৫৪)— নূতন বই। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে প্রচারিত হয় নি এমন অনেক অপরূপ কবিতা যা 'শিশু' 'শিশু ভোলানাথ' লেখার কলম থেকেই উৎসারিত, আর সহজ পাঠ খাপছাড়া গল্পসল্প সে'র কয়েকটি কবিতা একত্র সন্নিবেশিত ক'রে, আচার্য নন্দলালের আঁকা রঙিন প্রচ্ছদে এবং আরও অনেকগুলি তাঁরই রঙ রেখা কালীর ছবিতে শোভিত ক'রে এই ক্ষুদ্রায়তন কাব্যখানির প্রকাশ। বিষয়ের অনন্যতায়, চিত্রভূষণে, মুদ্রণ-পারিপাট্যে একই কালে নয়নরঞ্জন আর চিত্তাকর্ষক।

৫ ইতিহাস (১৯৫৫)— 'ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী এই গ্রন্থে সংকলিত··· কোনো কোনো রচনা পূর্বে অন্য গ্রন্থে প্রকাশিত··· কতকগুলি 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র বিভিন্ন খণ্ডে মুদ্রিত··· অধিকাংশই এযাবৎ কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।' শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন ও শ্রীপুলিনবিহারী সেন-কর্তৃক সংকলিত।

৬ ছন্দ (১৯৬২)— ১৯৩৬ সনে প্রথম প্রকাশের পর এই বহুশ-পরিবর্ধিত সংস্করণ (প্রথম পুনর্‌মুদ্রণও বটে) অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন -কর্তৃক বহু যত্নে, পরিশ্রমে ও নিষ্ঠায় সম্পাদিত। ছন্দোজিজ্ঞাসু গবেষক ও রবীন্দ্র-রসিকের পক্ষে অপরিহার্য বলা চলে।

এক হিসাবে এর পরিপূরক গ্রন্থ সম্পাদকের নিজের লেখা 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' (আষাঢ় ১৩৫২), বিষয়-উপস্থাপনের ও ব্যাখ্যানের শৈলীতে, ভাষার প্রাঞ্জলতায় বা স্বচ্ছতায় তুলনারহিত। এটিও বিশ্বভারতী -কর্তৃক প্রকাশিত।

উল্লিখিত কোনো কোনো গ্রন্থ সম্পর্কে অন্যত্র বলবার উপলক্ষ ঘটতে পারে, তবু এখানেও বলা থাক্। এও বলা দরকার— প্রচলিত সঞ্চয়িতা, চতুর্থ-সংস্করণ ১৩৫০ যার প্রস্থানভূমি, অথবা প্রচলিত তৃতীয়-খণ্ড গীতবিতান, ১৩৫৭ সনে যার মূল পরিকল্পনা, এ দুয়ের উল্লেখমাত্র এখানে যথেষ্ট, অন্যত্র বিশেষভাবে বলা হয়েছে ব'লেই। তেমনি রবীন্দ্রশতপূর্তিগ্রন্থমালার প্রায় সব ক'টির সম্পর্কে পরে বলা হবে। পূর্বাপর তালিকা ধৃত— শিক্ষা / কালান্তর / সাহিত্যের পথে / বলাকা / পরিশেষ / পুনশ্চ / শেষ সপ্তক / বীথিকা / সংগীতচিন্তা / রূপান্তর / গল্পগুচ্ছ-৪, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগে যেগুলি এখন প্রচলিত গ্রন্থ, প্রত্যেকটি কোনো-না-কোনো দিক থেকে রবীন্দ্র-গ্রন্থ-সংকলন ও সম্পাদনার এক-একটি দৃষ্টান্তস্থল বলা যেতে পারে। প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা না করা গেলেও, অনুসন্ধিৎসু পাঠক সহজেই দেখে নিতে পারবেন।

রবীন্দ্র-রচনাবলী সংকলনের ও প্রকাশের কাজ যখন অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে, তখন গ্রন্থনবিভাগ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের উদ্দেশে এবং বাংলা গ্রন্থপ্রচার-ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব সর্বাঙ্গীণ যোগ্যতায় পালন করবার অভিপ্রায়ে, কেবল রবীন্দ্রনাথ নয়, অন্যান্য যোগ্য লেখকের গ্রন্থ প্রকাশের দিকেও মনোযোগী হলেন। এই-সব গ্রন্থের মধ্যে নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য লোকশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ গ্রন্থমালা। বস্তুত লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার সূচনা হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে তাঁরই আগ্রহে, এবং য়ুরোপ-আমেরিকা থেকে লিখিত পত্রাবলী বা পত্র-প্রবন্ধগুলির সংকলন 'পথের সঞ্চয়' প্রকাশিত হয় 'লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা-১' এই শিরোনামে (১৩৪৬)।[১] এই গ্রন্থমালা প্রকাশে রথীন্দ্রনাথের উদ্‌যোগ ও সহায়তা স্মরণীয়। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষা-বর্জিত হবে, এর প্রতি লক্ষ করা হয়েছে,

১ পরে 'পথের সঞ্চয়' লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা থেকে বিযুক্ত হয়, তৎস্থলে পূর্ব-প্রকাশিত 'বিশ্বপরিচয়' (প্রকাশ ১৩৪৪) পুনর্মুদ্রণকালে লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ রূপে চিহ্নিত হয়। লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালায় পরবর্তী গ্রন্থ ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য -কৃত 'আহার ও আহার্য' ও কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর -কৃত 'প্রাণতত্ত্ব' প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে। এই গ্রন্থমালায় এ পর্যন্ত ১৩ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত।

অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না সেও আমাদের চিন্তার বিষয়। দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহুব্যয়-সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না।... বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য সাধারণ জ্ঞানের সহজবোধ্য ভূমিকা করে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

—রবীন্দ্রনাথ। ভূমিকা : লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

'লোকশিক্ষা'র পরিপূরক 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' গ্রন্থমালার পরিকল্পনা আরও অনেক কাল পূর্বের। সম্পাদক-রূপে এই পরিকল্পনার খসড়া আচার্য যদুনাথ সরকার প্রকাশ করেন ১৩২৪ শ্রাবণের প্রবাসী পত্রে। 'প্রধান সম্পাদক উপদেষ্টা ও কার্য্যনির্বাহক' নিযুক্ত হন রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগেরও তিনি ছিলেন 'অস্থায়ী সম্পাদক'। আচার্য যদুনাথ ছিলেন 'ইতিহাস ভূগোল ও অর্থনীতি' বিভাগের সম্পাদক। অন্যান্য সম্পাদকগণের মধ্যে ছিলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথনাথ চৌধুরী প্রমুখ দিক্‌পালগণ। প্রবাসীর উল্লিখিত সংখ্যায় ৫২ খানি ইতিহাস-গ্রন্থের এক তালিকাও প্রস্তাবা-কারে প্রকাশিত। প্রথমে বাংলায় পরে অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় পুস্তক প্রকাশের সংকল্প ছিল। এই পরিকল্পনা শেষপর্যন্ত কার্যে পরিণত হয় নি।

১৯১৭ সালে উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথের

প্রভাব ও প্রেরণা অবশ্যই অনেকখানি ছিল আর সেই কথা স্মরণ করেই বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ ১৯৪৩ সালে এই গ্রন্থমালার সূচনা করলেন রবীন্দ্রনাথের একখানি বই দিয়ে— 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রকাশিত হল ১লা বৈশাখ ১৩৫০ তারিখে। উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হল :

> বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলাভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই ; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না। যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ-গ্রন্থমালা প্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন।
>
> ১ বৈশাখ ১৩৫০ হইতে প্রতিমাসে অন্যূন একখানি গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। মূল্য আকারভেদে ছয় আনা ও আট আনা।

উদ্‌ধৃত বিবরণে যে দুর্যোগের কথা বলা হয়েছে তা হল প্রধানত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হেতু কাগজ-সংগ্রহের সর্বব্যাপী সংকট। তা সত্ত্বেও

প্রশংসনীয় যত্নে ও তৎপরতায় প্রতিমাসে একখানি ক'রে বিশ্ববিদ্যার বই নিয়মিতভাবে প্রকাশিত ও সুলভ মূল্যে প্রচারিত হতে লাগল। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ অদ্বিতীয় বিশিষ্টতায় চিহ্নিত। তখন পর্যন্ত বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের আয় ছিল সীমিত; তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থমালা-প্রচার বিশেষ কর্তব্যনিষ্ঠা সাহস এবং রবীন্দ্র-ভাবনা কল্পনা ও আদর্শের প্রতি বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধা ও সম্মান-জ্ঞাপনের নিদর্শন-স্বরূপ। এ কথাও স্মরণ করতে হয় যে লেখকগণ প্রায় সকলেই নামমাত্র দক্ষিণায় (এককালীন অনধিক দেড়শত টাকা) গ্রন্থস্বত্ব বিশ্বভারতীকে সমর্পণ করাতেই সুলভে এই গ্রন্থ-পর্যায়ের প্রকাশ ও প্রচার সম্ভবপর হয়েছিল।

অন্যান্য গ্রন্থ

১৯৪৩ সালে আরও দুটি পর্যায়ে গ্রন্থপ্রকাশ শুরু হয়—রবীন্দ্রপরিচয় গ্রন্থমালায় রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'আত্মপরিচয়' এবং সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থ-মালায় অশ্বঘোষ-রচিত 'বুদ্ধচরিত' দুই খণ্ড ও নারীকবিগণ-রচিত 'কবিতাবলী', যথাক্রমে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী রমা চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত।

রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্যান্য লেখকের যে-সমস্ত গ্রন্থ এপর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী -সম্পাদিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী'র নূতন সংস্করণ (চৈত্র ১৩৬৮) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত 'নাট্যসংগ্রহ' (১৩৭৬); প্রমথ চৌধুরী -রচিত গল্পের ও প্রবন্ধের সংকলন 'গল্পসংগ্রহ' (১৩৬৮) ও 'প্রবন্ধ-সংগ্রহ' (১ম, ১৯৫২ ; ২য়, ১৯৫৪); ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

-প্রণীত 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (১৩৬৭); 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম' (১৩৬৮); নন্দলাল বসু-প্রণীত 'শিল্পচর্চা' (১৩৬৩); অতুলচন্দ্র গুপ্ত -প্রণীত 'কাব্যজিজ্ঞাসা' (২য় সংস্করণ, ১৩৪৮); শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন -প্রণীত 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' (১৩৫২); শ্রীপ্রমথনাথ বিশী -প্রণীত 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' (১৯৫৪); শ্রীশান্তিদেব ঘোষ -প্রণীত 'রবীন্দ্রসংগীত' (২য় সংস্করণ, ১৩৫৬); শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় -প্রণীত 'রবীন্দ্রজীবনী' ১-৪খণ্ড (১৩৫৩-৬৩), 'রবীন্দ্রজীবনকথা' (১৩৬৬) এবং 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য' (১৩৭৯); অবনীন্দ্রনাথ-কথিত ও শ্রীমতী রানী চন্দ -লিখিত 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (১৯৪৪) 'ঘরোয়া' (১৯৪৫); এবং অবনীন্দ্রনাথ-রচিত 'পথে বিপথে' (১৩৫৩) ও সহজ চিত্রশিক্ষা' (১৩৫৩); শ্রীমতী রানী চন্দ -প্রণীত 'পূর্ণকুম্ভ' (১৩৫৯) ও 'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ' (১৩৭৯); শ্রীসুধীরঞ্জন দাস -প্রণীত 'আমাদের শান্তিনিকেতন' (১৯৫৯); শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় -প্রণীত 'আধুনিক শিল্প-শিক্ষা' (১৯৭২); শ্রীমতী লীলা মজুমদার -প্রণীত 'অবনীন্দ্রনাথ' (১৯৬৬); শ্রীমতী মলিনা রায় -অনূদিত ও প্রণীত 'রবীন্দ্রনাথ অ্যাণ্ড্রুজ 'পত্রাবলী' (১৩৭৪) ও 'চার্ল্‌স্‌ ফ্রিয়ার আণ্ড্রুজ' (১৩৭৮)।

রবীন্দ্র-রচিত, শিশু অথবা বয়সে না হলেও মনে যাঁরা শিশু, তাঁদের অপরূপ গ্রন্থ—'গল্পসল্প' (১৩৪৮)। সেই 'গল্পসল্প' গ্রন্থ-মালাতেই অবনীন্দ্রনাথেরও বিস্ময়কর অননুকরণীয় ভাষায় লিখিত—'আলোর ফুলকি' (১৯৪৭) ও 'মাসি' (১৯৬০)। তা ছাড়া এই পর্যায়েই আছে—জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'টাক্‌ডুমাডুমডুম' (১৯৪৪) ও 'সাত ভাই চম্পা' (১৯৪৫); রাজশেখর বসুর 'হিতোপদেশের গল্প'

(১৩৫৭) এবং বিভূতিভূষণ গুপ্তের 'বেড়াল ঠাকুরঝি' (১৯৫১)। বিষয়বস্তুর তো কথাই নেই, এই গ্রন্থগুলিতে শিশুদের হাতে তুলে দেবার উপযোগী সুন্দর মলাট ও ছবি উল্লেখ করার মতো।

বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ইংরেজিগ্রন্থ *Gitanjali* প্রকাশ করলেন লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি ১৯১২ সালে। পরবৎসর মাদ্রাজের জি. এ. নাটেসন কোম্পানি রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্পের সংকলন প্রকাশ করেন : *Glimpses of Bengal Life*। এই বৎসরই লণ্ডনের ম্যাক্‌মিলান অ্যাণ্ড কোম্পানি *The Gardener* নামে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ প্রকাশ করলেন প্রথম। তদবধি রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ইংরেজি গ্রন্থ ম্যাক্‌মিলান কোম্পানির দ্বারাই প্রকাশিত, লণ্ডন ও নিউইয়র্ক থেকে।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ আপন কর্মধারার প্রসারে অবাঙালি পাঠকদের জন্য রবীন্দ্র-রচনার ইংরেজি অনুবাদ প্রচারের সূত্রপাত করলেন ১৯৪২ সালে, তাঁর কতকগুলি কবিতার অনুবাদ (প্রধানত কবির নিজের) *Poems* নামে প্রকাশ ক'রে। অল্পকালে এই গ্রন্থ নিঃশেষিত হয়। ইতিপূর্বে *Mahatmaji and the Depressed Humanity* নামে একটি পুস্তিকা এবং রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'র শ্রীমতী মার্জোরি সাইক্‌স্ -কৃত অনুবাদ *My Boyhood Days* (১৯৪০) বিশ্বভারতী প্রকাশ করলেও, বস্তুত শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনি -সম্পাদিত *Poems* গ্রন্থেই গ্রন্থনবিভাগ-কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশের ও প্রচারের বিধিবদ্ধ সূচনা।

কিছুকাল পরে প্রকাশিত হল *Parrot's Training and Other Stories* (১৯৪৪), *Rolland and Tagore* (১৯৪৪) এবং 'দুই বোন' উপন্যাসের ইংরেজি ভাষান্তর *Two Sisters* (১৯৪৫)। বিশ্বভারতীর পঞ্চাশৎবর্ষপূর্তির প্রাক্কালে (১৯৫০) প্রকাশিত হয় 'চার অধ্যায়' আখ্যায়িকার অনুবাদ *Four Chapters,* তা ছাড়া *The Centre of Indian Culture* ও *A Vision of India's History* নামে দুখানি পুস্তিকা। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হল 'শ্যামলী' কাব্যের অনুবাদ *Syamali,* সুন্দর সুপরিচ্ছন্ন বেশে, পরিপাটী আকারপ্রকারে ও মুদ্রণে। পরবর্তীকালে গ্রন্থনবিভাগ রবীন্দ্রগ্রন্থের যে-সব ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

The Runaway and Other Stories (১৯৫৯)
Letters from Russia (১৯৬০)
Boundless Sky (১৯৬৪)
Tagore for You (১৯৬৬)

শেষোক্ত গ্রন্থদুটি সংকলন। অন্যান্য সুমুদ্রিত পুস্তিকা—

The Religion of An Artist (১৯৫৩)
Crisis in Civilization (শোভন সংস্করণ, ১৯৫০)

এবং *The Co-operative Principle* (১৯৬৩)— 'সমবায়নীতি' গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে ১৯৫১-৫২ সালে তিনখানি হিন্দি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়—

মেরা বচপন (ছেলেবেলা)
নটী কী পূজা (নটীর পূজা)

ফুলওয়াড়ী (মালঞ্চ)
বলা বাহুল্য প্রত্যেকটি সুমুদ্রণে ও রুচিপূর্ণ সুন্দর প্রচ্ছদে পরিচ্ছন্ন-ভাবে প্রকাশিত।

পরবর্তীকালে কতকটা পরীক্ষামূলকভাবে দেবনাগরী হরপে স্বরবিতান প্রথমখণ্ড (১৯৫৭) ও গীতাঞ্জলি (১৯৫৭) এবং সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত গীতাঞ্জলি (১৯৬৯) প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়, সে কথার উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করা যায়। উল্লেখ করতে হয় বহু বৎসর আগে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতীর অধ্যাপক মৌলানা জিয়াউদ্দিন -কৃত ১১০টি রবীন্দ্রকবিতার উর্দু অনুবাদ : 'কলম-ই-টাগোর' (১৯৩৫)

স্ব র লি পি - গ্র ন্থ

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপির কথা বাদ দিলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বরলিপি গীতিমালা' (১৩০৪), সরলাদেবীর 'শতগান' (১৩০৭) ও কাঙ্গালীচরণ সেনের 'ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি'র ৬খণ্ডে (১৩১১-১৮) অজস্র রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি থাকলেও, একক রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি গ্রন্থভুক্ত হয় প্রথম 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের বিশেষ সংস্করণের শেষে ১৩১৬ সালে (১৯০৯); স্বরলিপি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -কৃত— ৫৭ পৃষ্ঠায় ২৩টি গানের স্বরলিপি। পরে রবীন্দ্রনাথের গানের ধারাবাহিক স্বরলিপি-সংকলন— ৬ খণ্ড গীতলিপি (১৩১৭-২৫), ৩ খণ্ড গীতলেখা (১৩২৪-২৫), গীত-পঞ্চাশিকা (১৩২৫), বৈতালিক (১৩২৫), কাব্যগীতি (১৩২৬), কেতকী (১৩২৬), শেফালি (১৩২৬), গীতিবীথিকা (১৩২৬) ও

২ খণ্ড নবগীতিকা (১৩২৯)। গীতলিপি'র স্বরলিপিকার শ্রীসুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্য সবগুলির স্বরলিপি প্রস্তুত করেন কবির সকল 'গানের ভাণ্ডারী' ও 'নাটের কাণ্ডারী' দিনেন্দ্রনাথ। কিন্তু এ পর্যন্ত বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের উদ্ভব হয় নি ; শান্তিনিকেতন প্রেসে বা কলিকাতায় আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে ছাপা হলেও, প্রকাশক সকল ক্ষেত্রে— ইণ্ডিয়ান প্রেস / ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রথম স্বরলিপি-গ্রন্থ প্রকাশ হল দিনেন্দ্রনাথ-কৃত 'বসন্ত' ১৯২৩ সালে, ঐ সালে ঐ নামেই 'বসন্ত' গীতিনাট্য প্রকাশের অব্যবহিত পরে। অতঃপর ১৯৪১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আরও যে-সব স্বরলিপি-গ্রন্থ প্রকাশিত হল তার মধ্যেও দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপিই সমধিক— মায়ার খেলা (১৩৩২), ২ভাগ গীতমালিকা (১৩৩৩ / ১৩৩৬), বাল্মীকি-প্রতিভা (১৩৩৫) ও তপতী (১৩৩৬)। ('মায়ার খেলা'র স্বরলিপি ইন্দিরাদেবী-কৃত)। অতঃপর স্বরবিতান গ্রন্থমালার প্রবর্তন— কবির জীবদ্দশায় ৪ খণ্ডের প্রকাশ (১৩৪২-৪৬), পঞ্চম খণ্ডের কাজও সম্ভবত কবি থাকতেই প্রারব্ধ, কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশ ১৩৪৯ জ্যৈষ্ঠে। কবির পরলোকগমনের পরে তাঁর গানের স্বরলিপির শুদ্ধি অশুদ্ধি নিয়ে সময়ে সময়ে নানা সংশয় ও প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কবি লোকান্তরিত আর দিনেন্দ্রনাথও ইহলোকে নেই (মৃত্যু শ্রাবণ ১৩৪২)— যাঁকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের বিশেষ অধিকারী-রূপে নির্দেশ করেছিলেন ; এ দিকে রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহার ও সমাদর নিত্য-নৈমিত্তিক প্রায় সকল অনুষ্ঠানে ক্রমশ বাড়তে থাকে, আর প্রামাণিক মুদ্রিত স্বরলিপির অভাবে বা দুর্লভতায় সুরের বিশুদ্ধতা বজায় রাখাও দুরূহ হয়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, গ্রন্থনবিভাগের কর্মক্ষেত্রের প্রসার-সাধনে রবীন্দ্রসংগীত-

স্বরলিপি-গ্রন্থের দ্রুত সংকলনের উদ্দেশে, তদানীন্তন কর্তৃপক্ষ একটি স্বরলিপি-সমিতি গঠন করলেন। এতে রইলেন তাঁরাই, রবীন্দ্রনাথের কাছে যাঁদের সংগীতশিক্ষা বা রবীন্দ্রসংগীতের রাগ-তাল ও গায়কি -আহরণ। রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি সংকলন বা সম্পাদন করার দায়িত্ব দেওয়া হল এঁদের। এঁদের তত্ত্বাবধানে প্রথম প্রকাশিত হয় স্বরবিতান প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৪ ভাদ্রে। এই গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় গ্রন্থনবিভাগের সম্পাদক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখলেন :

> রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপির-সংগ্রহ যাহাতে ভবিষ্যতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতে পারে, সম্প্রতি সে বিষয়ে যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সাময়িক পত্রে প্রকাশকালে গ্রন্থের পূর্বতন সংস্করণে বা লোকমুখে যে-সকল ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার সংস্কার, নূতন স্বরলিপি-রচনা এবং সেগুলি সাময়িক পত্রে ও গ্রন্থাকারে প্রকাশ, এই-সকল বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার জন্য বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন; শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরানী, শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার, শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার ও শ্রীশান্তিদেব ঘোষ এই সমিতির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। এই সমিতির তত্ত্বাবধানে যে-সকল স্বরলিপি প্রকাশিত হইবে, আশা করি সকলে তাহাই অনুসরণ করিবেন।

রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি-প্রকাশের এই প্রযত্নে সমিতির বয়োজ্যেষ্ঠা সদস্যা রবীন্দ্রনাথের স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবী তাঁর পরিণত বয়সেও যে ভাবে আত্মনিয়োগ করেন তা সকলের আদর্শস্বরূপ আর দপ্তরের এই কাজে ব্রতী কর্মীদেরও যারপরনাই উৎসাহজনক হয়েছিল। স্বরলিপি-সংগ্রহ আর সম্পাদনা যথাসাধ্য দ্রুত এবং নির্ভুল হয় এজন্য সাগ্রহে সকলেই কাজ করেছেন, তার মধ্যে বিশেষভাবে

নাম করতে হয় অনাদিকুমার দস্তিদারের, স্বরলিপি-সংগ্রহ ও সংকলন -কর্মে যিনি নিরলসভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৩৫৪ থেকে ১৩৬৪ এই দশ বৎসরে স্বরবিতান গ্রন্থমালায় মোট ৫০টি খণ্ড স্থান পেল (৬-৫৫)— তার মধ্যে কতকগুলি পূর্বতন সংকলনের নূতন সংস্করণ আর অন্যান্যগুলি নূতন-সংকলিত। যেগুলি সংস্করণ মাত্র তাতেও যথেষ্ট পরিমার্জনার প্রয়োজন হয়। এই অল্পসময়ে বহু খণ্ডের একাধিক পুনর্মুদ্রণও করতে হয় গায়ক ও সংগীতশিক্ষার্থী -সমাজের চাহিদা মেটাতে।

সাম্প্রতিককালে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি আগ্রহ যথেষ্ট বেড়েছে— বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে, এমন-কি, বিদ্যালয়েও রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি-গ্রন্থের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রসংগীত বিশেষ একটি গবেষণার ক্ষেত্রও বটে। বর্তমান কালের চাহিদা সম্পর্কে অবহিত হয়ে আর বিশেষ কর্তব্যবোধে, স্বরবিতানের এখন যে খণ্ডগুলি নূতন প্রকাশ পাচ্ছে এবং যে নূতন সংস্করণও হচ্ছে— সব ক্ষেত্রেই গান রচনার কাল, কথা সুর ও স্বরলিপির 'আকরভূমি', পাঠভেদ, সুরভেদ, ছন্দোভেদ, এ সম্পর্কে যে যে তথ্য পাওয়া যায় অথবা সন্ধান করে সংগ্রহ করা যায় সবই গ্রন্থশেষে যথাবিধি পঞ্জীকৃত হচ্ছে। এরূপ ৫১টি খণ্ড এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে— ১-১১, ১৩-১৬, ২০-২৫, ২৬-২৮, ৩০-৪৮, ৫০-৫১, ৫৩-৫৭, ৫৮।

রবীন্দ্রসংগীতে ক্রমবৃদ্ধিশীল আগ্রহের কথা পূর্বে বলা হয়েছে; এর স্বরূপ সহজে জানা যাবে একটি পরিসংখ্যান থেকে : স্বরবিতানের প্রায় ২০-২২টি খণ্ড মুদ্রিত না থাকা সত্ত্বেও, গত তিন বছরে (১৯৭০-৭৩) গ্রন্থনবিভাগ-প্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীত-স্বরলিপি-গ্রন্থের গড় বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। এই অঙ্ক, বহুদিনপ্রচলিত

ও বহুসমাদৃত রবীন্দ্র-রচনাবলীর মোট বিক্রয়ের পরিমাণের চেয়ে বেশি।[১]

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি ও গ্রন্থনবিভাগ

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মের শতবর্ষ-পূর্তির কিছুকাল পূর্বে দেশের সর্বত্র এবং বিদেশেও বিশ্ববরেণ্য কবির জন্মজয়ন্তী-উৎসব পালনের নানা উদ্‌যোগ-আয়োজন শুরু হয়। বিশ্বভারতী এই উদ্দেশ্যে যে-সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রগ্রন্থের সুষ্ঠু প্রকাশ ও প্রচার তার মধ্যে অন্যতম— এমন-কি বিশিষ্ট। কেননা, রবীন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় তিনি কবি মনীষী ও সাহিত্যিক; তাঁর রচনা দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করে, তাঁর জীবনাদর্শ ও সাধনার সঙ্গে জনচিত্তের যোগসাধন করাই রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উদ্‌যাপনের শ্রেষ্ঠ পন্থা। গ্রন্থনবিভাগ থেকে এ সময় গ্রন্থপ্রকাশ-পরিকল্পনার যে রূপরেখা আঁকা হয় একটি প্রচার-পুস্তিকায়, তারই অনুসরণে জানা যায় এ বিষয়ে বিশ্বভারতী কী করতে চেয়েছেন বা পেরেছেন। উপস্থাপিত কোনো কোনো বিষয়ে পূর্বেও বলবার উপলক্ষ ঘটেছে—

অসংকলিত রচনার সংকলন ও প্রচার

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ জীবনে নানা সাময়িক পত্রে যে-সকল রচনা প্রকাশ করেছেন বা যে-সকল বক্তৃতা দিয়েছেন, সবই তাঁর জীবন-

---

১ অবশ্য, বর্তমান বৎসরে রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিক্রয় অনেক বেড়েছে, তার ফলে সম্প্রতি প্রায় বারোটি খণ্ড নিঃশেষিত হয়েছে।

কালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। ১৩৪৬ থেকে ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সময়ে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৬ খণ্ডে (উত্তরকালে আরও ১ খণ্ডের প্রকাশ) ও অচলিত সংগ্রহ ২ খণ্ডে 'সংযোজন' অংশে সাময়িক পত্রাদি থেকে এরূপ বহু বিস্মৃত রচনা সংগ্রথিত হয়েছে। কবির পরলোকগমনের পরে এরূপ রচনা সংগ্রহ ও বিষয়ানুক্রমে সন্নিবিষ্ট করে কতকগুলি নূতন পুস্তকও বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছেন— পূর্বে যথাস্থানে তার উল্লেখ করা হয়েছে। রবীন্দ্র-শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই কাজ আরও ত্বরান্বিত করা হয়; ফলে প্রকাশিত হয়—

খৃষ্ট (১৯৫৯)

Personality (১৯১৭) গ্রন্থের শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত বঙ্গানুবাদ : ব্যক্তিত্ব (১৯৬১)

পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে রচনা-সংকলন : পল্লীপ্রকৃতি (১৯৬২), স্বদেশী সমাজ (১৯৬২)

তথ্যসমৃদ্ধ বিস্তারিত গ্রন্থপরিচয় -সংবলিত : গল্পগুচ্ছ চতুর্থ খণ্ড (১৯৬৪)

সংস্কৃত পালি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষা থেকে বহু কবিতার রবীন্দ্রনাথ-কৃত বঙ্গানুবাদ : রূপান্তর (১৯৬৫)

সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ভাষণ আলাপ চিঠিপত্র ও অন্যান্য রচনার সংগ্রহ : সংগীতচিন্তা (১৯৬৬)

ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে লিখিত 'ছিন্নপত্রে'র পূর্ণতর সংস্করণ ছিন্নপত্রাবলী (১৯৬০)। বলা আবশ্যক এই গ্রন্থে পূর্বপ্রচারিত 'ছিন্ন'পত্র ১৪৫ আর নূতন পত্রের সংখ্যা ১০৭। বস্তুত এটি মূলানুগ (যতদূর ইন্দিরাদেবীর দুখানি খাতায় সংরক্ষিত) স্বতন্ত্র

পুস্তক। একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্র-যোগে এবং মুদ্রণসৌষ্ঠবেও অপরূপ।

নূতন শোভন সংস্করণ

এই পর্যায়ে প্রকাশিত হল কতকগুলি রবীন্দ্রগ্রন্থের নূতন তথ্যাদি-সংবলিত পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ; কতকগুলি পুস্তকের উপহারোপযোগী বিশেষ শোভন সংস্করণ, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

জীবনস্মৃতি (শ্রাবণ ১৩৬৬)। এর নানা সংস্করণ সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে।

ভারতপথিক রামমোহন রায় (মাঘ ১৩৬৬)

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -কৃত চিত্রে অলংকৃত ও গ্রন্থপরিচয়যুক্ত: রক্তকরবী (বৈশাখ ১৩৬৭)

সংযোজনসমৃদ্ধ বা/এবং সচিত্র:

শ্যামলী (শ্রাবণ ১৩৬৬)
শেষ সপ্তক (শ্রাবণ ১৩৬৭)
বীথিকা (মাঘ ১৩৬৭)
শিশু (মাঘ ১৩৬৭)
কালান্তর (মাঘ ১৩৬৭)
পলাতকা (ফাল্গুন ১৩৬৭)
স্ফুলিঙ্গ (চৈত্র ১৩৬৭)
লেখন (আশ্বিন ১৩৬৮)
সাহিত্যের পথে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮)
সে (আশ্বিন ১৩৬৮)
হাস্যকৌতুক/ছেলেবেলা (অগ্রহায়ণ ১৩৬৮)
বীরপুরুষ (বৈশাখ ১৩৬৯)

শান্তিনিকেতন-২ (ফাল্গুন ১৩৭০)

নদী (বৈশাখ ১৩৭১)

খাপছাড়া (বৈশাখ ১৩৭২)

গল্পসল্প (অগ্রহায়ণ ১৩৭২)

চিত্রাঙ্গদা (ভাদ্র ১৩৭৩)

অর্থাৎ, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না, রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেশের মধ্যে, প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, কর্মোত্তমের যে উদ্‌যোগ শুরু হয়েছিল ১৩৬৮ বৈশাখের অনেক আগেই, তা অনেকদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

'কণিকা'র পুরু কাগজে ছাপা, উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধা, শোভন আকারে ও প্রকারে (এক পৃষ্ঠায় একটি কবিতা), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত প্রতিকৃতিচিত্রে ও রবীন্দ্রনাথ -অঙ্কিত রঙিন চিত্রে ভূষিত হয়ে যে সংস্করণের প্রকাশ ১৩৫৫ সালে, তাকে শতপূর্তি-উদ্দেশে নিবেদিত বলা যাবে না বটে, তবু এই উৎসবেরই উপযোগী ছিল তার মান।

এই উদ্‌যোগেরই আর-একটি পর্যায় 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ'এর পরিকল্পনা। যে আটখানি গ্রন্থ এই পর্যায়ভুক্ত তার প্রথম ও দ্বিতীয় যথাযথ পুনর্‌মুদ্রিত হয় নি দীর্ঘকাল ; অর্থাৎ প্রথম গ্রন্থ বাংলা ১২৮৮ আর দ্বিতীয় গ্রন্থ (দুই খণ্ড) ১২৯৮ / ১৩০০ সালের পরে রবীন্দ্র-সাহিত্যের নেপথ্যলোকে ছিল বলা যায়। কবিপ্রতিকৃতি পাণ্ডুলিপি-চিত্র আর তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থপরিচয় নিয়ে শোভন সুন্দর আকারে এদের পুনঃপ্রচার কবি রবীন্দ্রনাথের বিস্মৃতপ্রায় কৈশোর-যৌবনকালকে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ ক'রে তোলে। দ্বিতীয় গ্রন্থের (য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি) আরও বিশেষত্ব এর শেষাংশে 'ডায়ারি'র প্রাথমিক খসড়ার

পুনর্মুদ্রণে ; কবির সেদিনের সহজ অ-প্রস্তুত ও অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় অনেক বৎসর পেরিয়ে, এটি রবীন্দ্রানুরাগী রবীন্দ্রসাহিত্য-রসিক পাঠকের অল্প লাভের বিষয় নয়। 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থমালার অন্যান্য গ্রন্থও মুদ্রণ-পারিপাট্যে ও তথ্য-সংকলনের সমৃদ্ধিতে অতুলনীয়—

য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র (পৌষ ১৩৬৭)
য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি (আশ্বিন ১৩৬৭)
পথের সঞ্চয় (মাঘ ১৩৬৮)
জাপান-যাত্রী (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯)
পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি (শ্রাবণ ১৩৬৮)
জাভা-যাত্রীর পত্র (ফাল্গুন ১৩৬৭)
রাশিয়ার চিঠি (মাঘ ১৩৬৮)
পারস্য-যাত্রী (বৈশাখ ১৩৭০)

রবীন্দ্র-বিশ্বপর্যটনের কালক্রমেই উল্লেখ করা গেল। বিশেষ ক'রে 'জাপান-যাত্রী' ও 'পারস্য-যাত্রী'র গ্রন্থপরিচয়ে যেরূপ যত্নে ও নৈপুণ্যে তথ্যাদি সংগ্রহ ও সন্নিবিষ্ট হয়েছে তা তুলনারহিত বলা চলে।

ইংরেজি অনুবাদ

এ বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই বলা হয়েছে।

সুলভ সংস্করণ

কর্মব্যস্ত সাধারণ পাঠক এবং সীমিতবিত্ত রবীন্দ্রভক্ত পাঠক বহু সময় ও অর্থ ব্যয় না ক'রেও যাতে কবির মুখ্য রচনাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন, এ অভিপ্রায়ে বিশ্বভারতী অতিশয় সুলভ মূল্যে প্রকাশ করেন : 'বিচিত্রা' (বৈশাখ ১৩৬৮)। সকল প্রকার রবীন্দ্র-রচনার কেবল সুনির্বাচিত ও সুসমন্বিত নিদর্শন রূপে এর বৈশিষ্ট্য

ও প্রতিষ্ঠা নয় (কবিপ্রতিকৃতি, অজস্র লিপিচিত্র ও শিল্পী নন্দলালের চিত্র ও সংক্ষেপে সংকলিত 'রবীন্দ্রজীবনের মুখ্য ঘটনাপঞ্জী' এর মূল্য বাড়িয়েছে)— রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের সার্থক উদ্‌যাপনের উদ্দেশে সহস্রাধিক পৃষ্ঠার এই বৃহদায়তন গ্রন্থ যে মাত্র ৬ টাকা মূল্যে দেওয়া গেল এটিও সুখের ও শ্লাঘার বিষয়। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের সহ-যোগিতা এক্ষেত্রে স্মরণীয় ; তাঁর প্রাপ্য রয়ালটি তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন। তখন তিনি কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নিয়েছেন।

'বিচিত্রা' প্রকাশের কয়েকমাস পূর্বেই, রবীন্দ্র-শতবার্ষিক উৎসব-উদ্‌যাপনে, ক্ষুদ্র আকারে, পরিপাটী সাজসজ্জায় ও মুদ্রণে রবীন্দ্রনাথের চিরসমাদৃত 'গীতাঞ্জলি'র প্রকাশ ১৩৬৭ পৌষে। '৭৫ পয়সা (শোভন সংস্করণ ১'২৫) মূল্যের এই ক্ষুদ্রায়তন 'গীতাঞ্জলি' বৎসরকালে বিক্রয় হয় লক্ষাধিক।

পরে অনুরূপ ক্ষুদ্রাকারে কবি-প্রতিকৃতি ও লিপিচিত্র দিয়ে প্রকাশ করা হয় : নৈবেদ্য (১ বৈশাখ ১৩৬৯)।

'বিচিত্রা'র অনুরূপ কিন্তু পরিপূরক গ্রন্থ : দীপিকা (বৈশাখ ১৩৭০)

অন্যান্য গ্রন্থ

কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ প্রকাশেই শতবার্ষিক কর্ম-প্রচেষ্টা অবসিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাধনার নানা দিক নিয়ে গ্রন্থাদি রচনা ও প্রকাশের যে বিপুল বিচিত্র উদ্যোগ এ সময়ে দেশব্যাপী হয়েছিল, তারই অংশী-রূপে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ যে-কয়খানি রবীন্দ্রজীবনীগ্রন্থ প্রচার করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় -প্রণীত 'রবীন্দ্রজীবন-কথা' (১৩৬৬) ও ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী -প্রণীত 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (১৩৬৭)।

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তির এই কর্মযজ্ঞে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একযোগে যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে যোগ দেন গ্রন্থনবিভাগের কর্মীবৃন্দ তার বিশেষ সুফলও দেখা দেয় দ্রুত আয়বৃদ্ধিতে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায় প্রকাশিত গ্রন্থের গুণে বা গৌরবে শুধু নয়, ব্যবসায়গত সাফল্যেও। ১৯৫৮-৫৯ সালে যা ছিল আট লক্ষের সীমায়, ১৯৫৯-৬০ সালে দশ, ১৯৬০-৬১ সালে চতুর্দশের কিছু কম— ১৯৬১-৬২ সালের ক্রান্তিকালে তাই আঠারো লক্ষেরও কিছু বেশিতে গিয়ে পৌঁছয় বিশেষ উপলক্ষের কারণে যেমন, তেমনি কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা-গুণে আর কর্মীদের উদ্যমে ও নিষ্ঠায়।[১]

---

১ ১৯৭৩-৭৪ সালে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ২২,৭৪,৬০৯·০০।

১৯৫৮-৫৯ থেকে অদ্যাবধি বিক্রয়ের হিসাব নীচে দেওয়া হল-

১৯৫৮-৫৯	৮,০৫,৪৬০·০০
১৯৫৯-৬০	১০,০৭,৫২৪·০০
১৯৬০-৬১	১৩,৮৫,২৮৮·০০
১৯৬১-৬২	১৮,১৭,৬৩৭·০০
১৯৬২-৬৩	১৪,৬৪,০০৭·০০
১৯৬৩-৬৪	১৪,২৬,৬৯৯·০০
১৯৬৪-৬৫	১৫,৪০,৭৫৫·০০
...	
১৯৭০-৭১	১৫,৭১,৭৪৬·০০
১৯৭১-৭২	১৫,৬৮,০৭৬·০০
১৯৭২-৭৩	১৭,৯৮,৬৬৪·০০
১৯৭৩-৭৪	২২,৭৪,৬০৯·০০

১৯৩৯ সালে রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের সূচনাকাল থেকে রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনার সন্ধানে রবীন্দ্রচর্চার যে সূত্রপাত হয়, গ্রন্থন-ব্যাপারের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে অন্যান্য কাজের মধ্যেই। ফলে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র-তিরোধানের পরেও তাঁর নূতন নূতন গ্রন্থ (অন্যত্র আলোচিত/গ্রন্থ-শেষে এক তালিকাতেও দ্রষ্টব্য), তেমনি পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থের নূতন সংস্করণ নূতন নূতন রচনা ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি -যোগে। এই একান্ত প্রয়োজনীয় গবেষণা-কর্মে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে প্রথম উল্লেখ করতে হয় শ্রীপুলিনবিহারী সেনের। ইনি ১৯৩৯ সালে রবীন্দ্র-রচনাবলীর সূচনা থেকেই গ্রন্থনবিভাগের সহকারী সম্পাদক -রূপে প্রশাসনিক কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রগ্রন্থ-সংকলন ও সম্পাদনার দায়িত্বও গ্রহণ করেন এবং কিছুকাল পরে তাঁরই আগ্রহে শ্রীকানাই সামন্ত গ্রন্থনবিভাগে এসে শেষোক্ত কর্মে তাঁর সহযোগী হন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নূতন গ্রন্থ এবং নূতন সংস্করণ মুখ্যত এঁদের উদ্যোগ-আয়োজন ও গবেষণার ফল— কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ অন্যের সম্পাদিত, যেমন 'জীবনস্মৃতি' (১৩৫০) বা ছন্দ (১৩৬৯)। শ্রীপুলিনবিহারী সেন গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ পদ থেকে পরে অবসর নিলেও, তাঁর রবীন্দ্রগবেষণার কর্ম অব্যাহত থাকে, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের সঙ্গে থাকে সহযোগিতা আর তাঁর গবেষণাকর্মের ফলভাগী হন প্রত্যক্ষভাবে গ্রন্থনবিভাগ আর পরিণামে সমগ্র দেশবাসী রবীন্দ্রশতবার্ষিক উৎসব-সময়ে আর তার পরেও—

জাপান-যাত্রী, পারস্য-যাত্রী, পল্লীপ্রকৃতি, স্বদেশী সমাজ, সংগীতচিন্তা, রূপান্তর, চতুর্থ-খণ্ড গল্পগুচ্ছ, চিঠিপত্র ৬-৯ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রত্যেকটিতে তার সাক্ষ্য বিদ্যমান। গ্রন্থনবিভাগ-কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীপুলিনবিহারী সেন -প্রণীত 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী', প্রথম খণ্ড (১৯৭৩) তাঁর এই দীর্ঘস্থায়ী গবেষণার আর-এক নিদর্শন। গ্রন্থনবিভাগের ভিতরে অথবা বাহিরে রবীন্দ্র-গবেষণায় রত সকল অধিকারী ব্যক্তিদের কাজে সুদীর্ঘকাল সর্বপ্রযত্নে সাহায্য করেছেন আর একজন— শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রসদনের পূর্বতন অবেক্ষক শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা গ্রন্থাকারে সন্নিবদ্ধ হয় নি, গণনাহীন বহুজনকে লেখা প্রায় অগণ্য চিঠিপত্র প'ড়ে আছে সংকলনের অপেক্ষায়, সেগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনের ও সাধনার নানা অনাবিষ্কৃত বা অনালোকিত প্রদেশে নূতন আলোকপাত হবে সন্দেহ নেই। পুরাতন গ্রন্থের নূতন নূতন সংস্করণেও তার সদ্-ব্যবহার হবে বিহিত এবং অনিবার্য। এ অবস্থায় যে কাজ শুরু হয়ে গেছে বহু বৎসর পূর্বে একরূপ স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে, অকালে তাতে বাধা হয় বা ছেদ পড়ে এটি বাঞ্ছিত হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের নূতন গ্রন্থ প্রকাশ অদূর ভবিষ্যতে একটা সীমায় বা শমে এসে সমাপ্ত হলেও, নূতন তথ্য-সমাবেশ বা নূতন নূতন সংস্করণের প্রস্তুতি ও প্রচার আজও চলছে। এ ছাড়া আছে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনার পাঠান্তর-সংবলিত বা পাঠপঞ্জীকৃত সংস্করণের আবশ্যকতা। পাশ্চাত্যের দেশে দেশে যে কাজ করা হয়েছে নানা কবি ও মনীষী সম্পর্কে বহু যুগ ধ'রে অপরিসীম ধৈর্যে নিষ্ঠায় আর কখনো-বা বহু-জনের সম্মিলিত একতান প্রযত্নে, এ দেশে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সে কাজেরই অবকাশ শুধু নেই— আছে একান্ত প্রয়োজন।

এই বিচার-বিবেচনায়, এই উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ স্থায়ী রবীন্দ্রগ্রন্থ-সম্পাদনা (continuous editing) সম্পর্কে ব্যবস্থা যাতে হয়, এজন্যই বিশ্বভারতী-কর্তৃপক্ষের আগ্রহে ও আনুকূল্যে 'রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্প' প্রতিষ্ঠিত হল ১৯৬৭ সালে এবং শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীকানাই সামন্ত এই কর্মের সঙ্গে যুক্ত হলেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনের অনুকূল পরিবেশে স্থাপিত হলেও, একভাবে বলা যায় এটি গ্রন্থনবিভাগের অঙ্গস্বরূপ। এই গবেষণা-ব্যবস্থার আশু আর প্রত্যক্ষ ফল ভোগ করেন যেমন তাঁরা তেমনি এর আর্থিক দায়-দায়িত্বেরও উদ্‌যাপন হয় তাঁদের সংরক্ষিত তহবিল থেকে। শ্রীপুলিন-বিহারী সেনকে অধিকর্তা আর শ্রীকানাই সামন্ত ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়কে সহযোগী ক'রে এই নূতন প্রকল্পের সূচনা হল; অতঃপর শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় কর্মান্তরে নিযুক্ত হওয়ায় বর্তমানে তাঁর স্থানে নিযুক্ত আছেন শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। বলা বাহুল্য হবে যে, এই প্রকল্পের স্থায়িত্বের আর নূতন নূতন নিষ্ঠাবান গবেষকের এই কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সুযোগ হলেই— বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের রবীন্দ্রগ্রন্থসম্পাদনার মূল্যবান কাজ অব্যাহত থাকবে।

একটি কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়; বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ এমন এক প্রতিষ্ঠান, আর্থিক লাভ-লোকসানের ভাবনাই যার কাছে মুখ্য হয় নি, হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। বিস্ময়ের বিষয় হলেও এ কথা সত্য, রবীন্দ্রনাথের এমন অনেক গ্রন্থ আছে যার বিক্রয় অকিঞ্চিৎ-কর।[১] তবু রবীন্দ্রনাথের সকল অথবা সর্ববিধ রচনা দেশের সামনে

১ পলাতকা লেখার সময় রবীন্দ্রনাথের দেশজোড়া খ্যাতি। কবিতাগুলি একাধারে কবিতা ও গল্প, ভাবে ভাষায় ছন্দে অতুলনীয়। প্রথম ১৩২৫ অক্টোবরে ছাপা হয় ১১০০। প্রায় পাঁচ বৎসর পরে ১৩৩০ সালে পুনর্মুদ্রিত।

ও রবীন্দ্রভক্ত পাঠকের নাগালের ভিতর রাখা সংগত মনে করে, আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও, এই-সকল গ্রন্থ মুদ্রণের ও প্রকাশের রীতি সর্বদাই অনুসৃত হয়েছে। সে আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হলে বিশ্বভারতীর অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে রবীন্দ্র-আদর্শ থেকে, সংগত ভাবভূমি ও কর্তব্য থেকেই, বিচ্যুতি ঘটবে। সেজন্যই গীতাঞ্জলি, বলাকা, সঞ্চয়িতা, শেষের কবিতা বা কথা ও কাহিনী'র মতো জনপ্রিয় পুস্তক-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই জনপ্রিয়তায় অনেকাংশে ন্যূন হলেও প্রান্তিক, বনবাণী, আকাশপ্রদীপ, ধর্ম, শান্তিনিকেতন, মানুষের ধর্ম, স্বদেশ, বাংলাভাষা-পরিচয়, এগুলিরও মুদ্রণ তথা প্রকাশ অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন। একই রূপ প্রয়োজন, যথেষ্ট চাহিদা না থাকলেও 'চিঠিপত্র' পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রের সংকলন আর সেই-সঙ্গে নূতনতর তথ্যের সমাহারে নূতন নূতন সংস্করণের প্রস্তুতি ও প্রকাশ। অল্পদিনের হলেও রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্প ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে এই কর্ম-উদ্‌যাপনের দ্বারা বিশেষভাবে গ্রন্থনবিভাগের কর্মেরই সহায়তা করছেন। ফলে কয়েকখানি নূতন রবীন্দ্রগ্রন্থের প্রকাশ যেমন সম্ভবপর হয়েছে তেমনি সম্ভব হয়েছে বহু গ্রন্থের নূতন সংস্করণ, অপিচ পাঠভেদ-সংবলিত বা পাঠপঞ্জীকৃত বিশিষ্ট সংস্করণ— অন্যদেশে যে জাতীয় কৃতি দুর্লভ না হলেও এদেশে প্রায় নূতন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির পরিচয়পঞ্জী প্রস্তুত করা রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের কর্ম-ধারার অন্তর্গত। এগুলি যথাকালে মুদ্রিত হলে গবেষক ও রবীন্দ্রানুরাগী পাঠকগণ যারপরনাই উপকৃত হবেন। রবীন্দ্রগ্রন্থের বিচিত্র পাঠ বা পাঠভেদ সংকলনে, বিশুদ্ধপাঠ-যুক্ত প্রামাণিক সংস্করণের (definitive edition) প্রস্তুতিতে অথবা সংশয়স্থলে

পাঠের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে ভবিষ্যতে এই পাণ্ডুলিপি-পরিচয় বিশেষ সহায়ক হবে।

রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের সহযোগিতায় এ পর্যন্ত প্রকাশিত / যন্ত্রস্থ

নূতন গ্রন্থ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ (প্রকাশ : পৌষ ১৩৭৫)

চিঠিপত্র একাদশ খণ্ড (প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৮১) শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্রাবলী।

চিঠিপত্র দ্বাদশ খণ্ড (যন্ত্রস্থ) ॥ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী।

পাঠপঞ্জীকৃত নূতন সংস্করণ

সন্ধ্যাসংগীত (১৯৬৯)

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (আশ্বিন ১৩৭৬)

রাজা ও রানী (যন্ত্রস্থ)

প্রকৃতির প্রতিশোধ (প্রস্তূয়মান)

গ্রন্থপরিচয়-যুক্ত নূতন সংস্করণ সবগুলির উল্লেখ সম্ভবপর না হলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

কাব্য ॥ কড়ি ও কোমল (বৈশাখ ১৩৭৬)

উৎসর্গ / সেঁজুতি / বীথিকা (বৈশাখ ১৩৭৭)

পুনশ্চ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭)

মহুয়া / নবজাতক (অগ্রহায়ণ ১৩৭৭)

শ্যামলী (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮)

গীতিমাল্য (১৩৭৮)

কল্পনা (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯)

শিশু / ছড়ার ছবি (শ্রাবণ ১৩৭৯)

গীতবিতান-৩ (মাঘ ১৩৭৯)
ছড়া (আষাঢ় ১৩৮০)
আরোগ্য (শ্রাবণ ১৩৮০)
রোগশয্যায় (বৈশাখ ১৩৮১)
বলাকা / স্ফুলিঙ্গ / জন্মদিনে (প্রস্তূয়মান)

নিবন্ধ ॥ ছিন্নপত্র (ভাদ্র ১৩৭৫)
সাহিত্যের পথে (আশ্বিন ১৩৭৫)
কালান্তর (আষাঢ় ১৩৭৬)
মানুষের ধর্ম (আষাঢ় ১৩৭৯)
স্বদেশ (অগ্রহায়ণ ১৩৭৯)
পরিবর্ধিত : বাংলা শব্দতত্ত্ব (যন্ত্রস্থ)
শান্তিনিকেতন ১-২ (প্রস্তূয়মান)

রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তির পরে এক যুগের বেশি সময় অতীত হয়েছে। ঐ সময় রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর জন্য যে বিপুল আগ্রহের সঞ্চার হয়েছিল, জনমানসে তা স্বভাবতই আজ কতকাংশে প্রশমিত; দেশব্যাপী আর্থিক সংকটের কারণে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতাও বিশেষভাবে সীমিত। তার উপরে আছে প্রত্যেকটি গ্রন্থের মূল্যবৃদ্ধি, যে ব্যাপারে পুস্তক-প্রকাশক ও ব্যবসায়ীগণ অসহায়। দেশে শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, তা থেকে বিশেষ কোনো সুফল এখন আশা করা যায় না। সব দিক দিয়েই যা সুলভ সাহিত্য তারই আকর্ষণ নানাভাবে অর্থাভাবগ্রস্ত সাধারণ মানুষের কাছে সমধিক। ফলে রবীন্দ্রগ্রন্থের চাহিদা একটা স্থিতিশীলতায় পৌঁছতে বাধ্য, তার লক্ষণ যে দেখা দেয় নি এমনও নয়। আইনের

'গ্রন্থস্বত্ব বিধি'-অনুযায়ী কবির দেহত্যাগের পঞ্চাশ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৯৯১ সালে, রবীন্দ্রনাথের বইয়ের স্বত্ব যখন বিশ্বভারতীতে ন্যস্ত থাকবে না, তখন বর্তমান প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অস্তিত্ব রাখা দুঃসাধ্য হতে পারে, এ সংশয় অনেকের মনে দেখা যায়। কিন্তু এ আশঙ্কা সত্ত্বেও কয়েকটি সুচিন্তিত বিশেষ পন্থায় বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখাই শুধু নয়, আরও উন্নতি করা হয়তো সম্ভবপর। কালোপযোগী সেই বিশেষ ব্যবস্থাগুলি কী ও কেমন তার কিছু আভাস পূর্বে দেওয়া হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে সে প্রসঙ্গের অবতারণা অসংগত হবে না। যেমন—

১. রবীন্দ্রনাথের সমুদয় গ্রন্থের (বিশেষত কাব্যগ্রন্থের) সটীক, তথ্যাদি-সংযুক্ত সংস্করণের প্রকাশ। পাঠপুঞ্জিত অর্থাৎ পাঠভেদপঞ্জীকৃত সংস্করণ প্রকাশ। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ দীর্ঘকাল ধ'রে যে নিবিড় (intensive) রবীন্দ্রচর্চার পরিমণ্ডলে গ্রন্থপ্রকাশ করে এসেছেন, করতে চেয়েছেন— এ ধরনের কাজে আগ্রহ ও অনুশীলনের ফলে যে অধিকার অর্জন করেছেন— সহযোগী প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্প যে কাজ সুবিহিত সুনির্দিষ্ট ভাবে করে চলেছেন এবং করতে পারেন, তাতে গ্রন্থস্বত্ব বা 'একচেটিয়া অধিকার' না থাকলেও, অন্যান্য পুস্তকব্যবসায়ীর দ্বারা প্রকাশিত রবীন্দ্রগ্রন্থের তুলনায়, ঐ-সব গ্রন্থের বিশ্বভারতী-প্রকাশিত সংস্করণের মান ও মর্যাদা অনেক উন্নত হওয়ার কারণ অবশ্য আছে। ব্যবসায়ীরা যাকে সমাজের 'শুভেচ্ছা' বা good will ব'লে থাকেন, বিশ্বভারতী তথা বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের পক্ষেই। রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের কাজের পুষ্টি ও প্রসারে গ্রন্থনবিভাগের কর্মের এই স্থায়িত্ব ও ক্রমোন্নতি অনেকটা নির্ভর করবে।

২. বর্তমান কালের চিন্তাশীল সুলেখকদের সারগর্ভ সুপাঠ্য গ্রন্থের নিয়মিত প্রকাশ। এখনও তা করা হয় না এমন নয়, কিন্তু এই কাজ আরও সুবিহিত সুসংহত করার জন্য উদ্যোগী হলে এবং সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করলে সুফল অবশ্যই পাওয়া যাবে।

৩. সর্বসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারের উদ্দেশে বিষয়ানুক্রমে এবং/অথবা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যোগ ক'রে সম্পূর্ণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রকাশ, এবং বিভিন্ন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কতকগুলি সংকলন-গ্রন্থপ্রকাশ। পূর্বোক্ত গ্রন্থাবলীর প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে ক্রয় করা গেলেও, এগুলির আকারপ্রকার একরূপ এবং সম্পাদনার মান ও পদ্ধতি প্রায়-একরূপ হওয়া চাই। এ কাজ যথোচিতভাবে সমাধা হলে শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে বৃহৎ জনসাধারণের তথা জাতির কল্যাণ। এ প্রসঙ্গে পুনরায় স্মরণ করা ভালো, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ অন্য অধিকাংশ পুস্তক-প্রকাশ-সংস্থার মতোই নিছক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নয়। অর্থাগমের চেয়ে তার কাছে বড়ো— রবীন্দ্রসাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার করা। গ্রন্থনবিভাগের প্রতিষ্ঠা থেকে অদ্যাবধি এদিকে বিশ্বভারতীর প্রয়াস দেখা গিয়েছে, এ কথা মনে রেখেই সুলভে অনেক সুমুদ্রিত ও তথ্য-ঋদ্ধ পুস্তক-পুস্তিকা প্রচার করা হয়েছে। অল্পমূল্যে বিশ্বভারতী পত্রিকার মতো উন্নত ধরনের এক সাময়িক পত্র নিষ্ঠাসহকারে প্রকাশ ক'রে যাওয়াতেও এই উদ্দেশ্যই সাধিত হয়ে থাকে।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রায় তিন দশক ধ'রে এই পত্রিকা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। কবির মৃত্যুর ঠিক এক বৎসর পরে, ১৩৪৯ সালের ২২ শ্রাবণ তারিখে, শান্তিনিকেতন থেকে মাসিক পত্রিকা রূপে এর প্রকাশ। উদ্দেশ্য-ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়:

> সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে-সকল মনীষী নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন শান্তিনিকেতনে তাঁদের আসন রচনা করাই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যসাধনের অন্যতম উপায়রূপে বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। শান্তিনিকেতনে বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন এবং শিল্পসৃষ্টিকার্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, শান্তিনিকেতনের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে যে-সকল জ্ঞানব্রতী সেই একই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই শ্রেষ্ঠ রচনা একত্র সমাহৃত হইবে।

পত্রিকার সম্পাদক পদে বৃত হলেন খ্যাতনামা প্রমথ চৌধুরী, সহকারী কান্তিচন্দ্র ঘোষ। পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং শ্রীপুলিনবিহারী সেন। এক বৎসর পরে কলিকাতায় গ্রন্থনবিভাগে স্থানান্তরিত এই পত্রিকা মাসিক থেকে হয় ত্রৈমাসিক; রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর হন সম্পাদক, সহকারী শ্রীপ্রমথনাথ বিশী; সম্পাদক-মণ্ডলীতে অন্যান্য সদস্য: অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীপুলিনবিহারী সেন,

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। দ্বাদশ বর্ষ থেকে সম্পাদক হন শ্রীপুলিনবিহারী সেন, সপ্তদশ থেকে শ্রীসুধীরঞ্জন দাস, দ্বাবিংশের তৃতীয় সংখ্যা থেকে শ্রীসুশীল রায়। অষ্টাবিংশ বর্ষ থেকে পুনরায় শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদক হন।

বিশ্বভারতী পত্রিকার অষ্টাবিংশতি বর্ষ -পরিক্রমায় যাঁরা সঙ্গী তাঁরা লক্ষ্য করেছেন আর যাঁরা পত্রিকার পঁচিশ-বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে মুদ্রিত এ-যাবৎ প্রকাশিত রচনাদির তালিকা পর্যালোচনা করবেন তাঁরাও জানবেন এই পত্রিকার বিশিষ্টতা কোন্ দিকে এবং কতখানি। সুচিন্তিত, গবেষণামূলক অথচ প্রাঞ্জল রচনার এমন সমাহার সচরাচর দুর্লভ। সেইসঙ্গে এই পত্রিকায় বরাবর প্রকাশিত হয়ে আসছে রবীন্দ্রনাথের বহু অপ্রকাশিত রচনা ও মহামূল্য চিঠিপত্র। চিত্রসমৃদ্ধি, মুদ্রণপারিপাট্য, এ-সবও বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য, অথচ প্রতি সংখ্যার মূল্য বা বার্ষিক চাঁদার হার স্বল্প।

এ-যাবৎ কয়েকটি বিশেষ সংখ্যাও বিশ্বভারতী পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করেছে— তার মধ্যে আছে অবনীন্দ্র-সংখ্যা, জগদীশচন্দ্র বসু-বিপিনচন্দ্র পাল - কার্বে -সংখ্যা ও নন্দলাল বসু -সংখ্যা। রবীন্দ্রনাথের গানের অদ্যাবধি-অপ্রকাশিত প্রামাণিক স্বরলিপির প্রকাশ এবং 'স্মরণ' আখ্যায় মনীষী ও খ্যাতিমান সাহিত্যিকগণের জীবন ও কৃতি সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিশ্বভারতী পত্রিকার ও গ্রন্থনবিভাগের শ্রদ্ধার্ঘ্যরূপে অষ্টাবিংশ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় শীঘ্রই সংকলিত ও প্রকাশিত হবে অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে উৎকৃষ্ট রচনা, শিল্পীর আঁকা সুনির্বাচিত চিত্রাবলী এবং অবনীন্দ্রনাথের যথাসম্ভব সম্পূর্ণ রচনাপঞ্জী।

রবীন্দ্রনাথ-প্রণীত আর বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রকাশিত বিদ্যালয়পাঠ্য (স্কুল ও কলেজ) গ্রন্থেরও বিশেষ উল্লেখযোগ্যতা আছে। এই বইগুলি পরিণামে অর্থাগমের কারণ হয়েছে কি না সে বিচার না করেও এ কথা বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথকে একজন শ্রেষ্ঠ কবি, এমন-কি সর্বজনমান্য লোকশিক্ষক বললেই যথেষ্ট হয় না, সাধারণ অর্থেই বলতে হয় অসাধারণ গুরু বা শিক্ষক। শিক্ষা দান ও গ্রহণের যে তত্ত্ব বা সত্য তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা -প্রসূত, নিবিড় গভীর অনুভূতিতে পুষ্ট, আর নিবিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও মননেও পরীক্ষিত, সেটি প্রায় তুলনারহিত— কতকটা তারই প্রতিফলন তাঁর রচিত বা সংকলিত পাঠ্যগ্রন্থে। অবশ্য, শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের যে পূর্ণ পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষাদান-ব্রতে, তার সবই গ্রন্থে ধ'রে দেওয়ার জিনিস নয়, সে চেষ্টাও হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ পাঠ্যগ্রন্থ-রচনায় হাত দেন শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয় স্থাপনের কিছু আগে। প্রথম গ্রন্থ 'সংস্কৃত শিক্ষা'র প্রথম ভাগ; প্রকাশ সম্ভবত ১৮৯৬ (১৩০৩) অগস্টে। অতঃপর এ দেশের শিশুদের সহজ ও সুখকর পদ্ধতিতে[১] ইংরেজি শেখাবার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ পর পর লেখেন ও প্রকাশ করেন: ইংরাজি-সোপান[২] (২ খণ্ড / ৩ ভাগ: ১৯০৪-০৬), ইংরাজি পাঠ[২]

১ এ বিষয়ে আভাস পাওয়া যায় রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ডে (১৩৬৮ মুদ্রণ, পৃ ৫১১, পাদটীকা ২) এবং অন্যত্র।

২ শন্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়ের নামাঙ্কিত। প্রকাশক: হিতবাদী লাইব্রেরি।

('প্রথম' : ১৯০৯) ও অনুবাদ-চর্চ্চা (১৯১৭ / পরিপূরক গ্রন্থ : *Selected Passages for Bengali Translation*)। প্রথমোক্ত গ্রন্থেরই পরিণতি ঘটে পরে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ -কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তকে : ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা (চৈত্র ১৩৩৬) ও ইংরেজি সহজশিক্ষা (২ ভাগ / পৌষ-চৈত্র ১৩৩৬)। এই গ্রন্থমালায় এদেশে তারই প্রথম প্রয়োগের সাক্ষ্য পাওয়া যায় যাকে 'direct method' বলা হয়— কেবলই মুখস্থ করানোর অত্যন্ত পীড়াদায়ক ও প্রায়শ ব্যর্থ প্রক্রিয়ার তুলনায় যার উপযোগিতা আজ বিদেশে বা এ দেশে কেউ অস্বীকার করেন না। ইংরাজি সোপান -প্রকাশের অল্পকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের এই চেষ্টার যথাযোগ্য অভিনন্দন করেন মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল একখানি চিঠিতে—

> 'কিছুদিন হইল পুস্তকখানি পাইয়াছি ও অত্যন্ত আগ্রহসহকারে দেখিয়াছি। আমি যতদূর জানি, এইরূপ পুস্তক বাঙ্গালায় এই প্রথম মুদ্রিত হইল। ইহার প্রণালী অত্যন্ত সুসঙ্গত··· আপনার উদ্ভাবনীশক্তির নিকট বঙ্গদেশ চিরঋণী, এই ইংরাজি শিক্ষা বিষয়েও আপনি পথপ্রদর্শকের কাজ করিয়াছেন।'[১]

পূর্বোক্ত পাঠ্য (শিশুর নয় / শিক্ষকের, যিনি কথায় কাজে অভিনয়ে আকৃষ্ট করে শিশুদের শেখাবেন) বইগুলির প্রচার মন্দ হয় নি তার আভাস পাওয়া যায় প্রথম-খণ্ড ইংরাজি সোপানের তৃতীয় সংস্করণে ('হিতবাদী' / ১৩২০) প্রকাশকের নিবেদনে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক-প্রচারিত শিশুপাঠ্য বই, বাংলা অক্ষরপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'যার ব্যবহার শুরু হয়— সহজপাঠ, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ'

---

১ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত ২, পৃ ৩০৭-০৮

(বৈশাখ ১৩৩৭)। এর মধ্যে প্রথম ভাগ সম্পর্কে রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপির সাক্ষ্যেই আমরা জানি— সূচনা হয়েছিল '১৩০২-১৩০৩ বঙ্গাব্দের কোনো সময়ে'। শিশুশিক্ষায় বিশেষ উপযোগিতা থাকায় প্রথম প্রকাশের অল্পকাল পরে এর পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হয়। বস্তুত, ১৩৩৭ সাল থেকে অদ্যাবধি দুই ভাগই ৩৫ বার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক গ্রন্থ একই কালে শিশুদের শিক্ষা আর আনন্দ -লাভের উদ্দেশে ব্যবহার্য, ব্যবহার করাও হয়। এক দিকে 'পেটে ও পিঠে' 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' প্রভৃতি কৌতুকনাট্য, অন্য দিকে মুকুট অচলায়তন ডাকঘর শারদোৎসব প্রভৃতি নাটক সমভাবে তাদের উপভোগ্য হতে পারে। ছেলেমানুষের মনোরঞ্জন বা শিক্ষণ লক্ষ্য হলে পণ ক'রে ছেলেমানুষি না করলে নয়, এ কথা কবি মানতেন না। যা হোক, বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথের যে বইগুলি 'পাঠ্য' বা 'দ্রুতপাঠ্য' রূপে নির্বাচিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য (অনেকগুলির উল্লেখ হয়েছে প্রসঙ্গান্তরে)— আটটি গল্প, সংকলন, চিত্রবিচিত্র, শিশু, শিশু ভোলানাথ, ছড়ার ছবি, মুকুট, রাজর্ষি, কথা ও কাহিনী, সংকল্প ও স্বদেশ, জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা।

এই তালিকার অধিকাংশ পুস্তক সম্পর্কে পৃথক্‌ভাবে কিছু বলার প্রয়োজন এখানে নেই। মুকুট ও রাজর্ষি মূলত ছোটোদের জন্যই লেখা হয় বালক (১২৯২) মাসিক পত্রে। প্রথমটি গল্প থেকে নাটকে রূপান্তরিত হয় (১৩১৫) 'বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা অভিনীত হইবার উদ্দেশে'। কথা ও কাহিনী, সংকল্প ও স্বদেশ, জীবনস্মৃতি যেমন পরিণত মনের রসাস্বাদনের ও মননের সামগ্রী তেমনি নবকৈশোরের পক্ষেও নূতন আবিষ্কৃত আনন্দের খনির তুল্য।

'ছেলেদের পাঠ্য-পুস্তকরূপে গল্পের বইয়ের বিশেষ প্রয়োজন

আছে' অনুভব ক'রে সমস্ত গল্পগুচ্ছ থেকে ৮টি গল্প বেছে নিয়ে ও বিশেষভাবে সম্পাদনা ক'রে 'আটটি গল্প' প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ ১৩১৮ সালে। গল্পগুলিতে বিষয়বস্তু ভাষাশৈলী ও রসের আবেদনে বৈচিত্র্য রয়েছে প্রচুর। এরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ উত্তরকালে প্রকাশ করেন (১৩৫০) 'প্রবেশিকা-পাঠ্য' গল্পগুচ্ছ— বিচিত্র রসের মোট ১৩টি গল্পের সংকলন।

চিত্রবিচিত্র (শ্রাবণ ১৩৬১) সংকলন-গ্রন্থ হলেও, এর অনেক কবিতাই রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে কোনো গ্রন্থে স্থান পায় নি। অপরূপ কবিতার সঙ্গে অনুপম ছবি ও পরিপাটী মুদ্রণের যোগে এখানি যে নতুন বই তাতেও সন্দেহ নেই। প্রথম-প্রকাশ-কালে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'যুক্তাক্ষরবর্জিত অতি সরল ভাষা ও ভাবের পাঠ হইতে শুরু করিয়া, শিক্ষা অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ভাষায় ও ভাবে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধতর যে পাঠ তাহাও আয়ত্ত করা সহজসাধ্য হইবে'— এই এর বিশেষত্ব।

কবির পরলোক-গমনের পর যে-সব নূতন সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করা হয় তাঁর সুবিশাল কাব্যসাহিত্য থেকে চয়ন ক'রে, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য— সঞ্চয়ন (১৩৫৪) ও সংকলিতা (১৩৬২)।[১] সঞ্চয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের রবীন্দ্রকাব্যের পাঠ্য যা ছিল তা যেমন আছে তার অতিরিক্তও আছে— রবীন্দ্রকাব্যের ভাব ভাষা ছন্দ ও কলাকৌশলের সামগ্রিক ধারণার যা অনুকূলে।

পরে প্রকাশিত হয় তিন-ভাগ সংকলিতা, যথাক্রমে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের 'দ্রুতপাঠ্য'। প্রকাশকের নিবেদনে

১ সংকলন ও সম্পাদনা করেন শ্রীকানাই সামন্ত

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন : 'বাংলা ১২৯৩ সালে রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্য প্রকাশিত হয়, আর 'ছড়ার ছবি'র প্রকাশকাল ১৩৪৮ সাল— প্রায় অর্ধ শতাব্দের ব্যবধান। এই সুদীর্ঘ সময়ে বিষয়বস্তুতে ভাবে ভাষায় ছন্দে কবির রচনায় যে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য প্রকট হইয়াছে তাহার বহু নিদর্শন এই··· সংকলনে পাওয়া যাইবে ; সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের ভাষাজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানে উপযোগী হয়, যুগপৎ আনন্দলাভ ও শিক্ষালাভ হয়, এ লক্ষ্য সর্বদাই সম্মুখে রাখা হইয়াছে।' —এই সংকলনে কবিতা, গান, শ্লোক সবই আছে। কৌতুককথা, কল্পিত কাহিনী, ইতিহাসাশ্রিত আখ্যান যেমন আছে, তেমনি আছে স্বদেশ ও সকল মানুষ, ঈশ্বর ও প্রকৃতি, সবার সম্পর্কে অনুরাগের ও সচেতন সাড়া দেওয়ার আশ্চর্য ভাব ও ভাষা। গানগুলি নানা দিকে শিশুদেরই উপযোগী, তাদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের হেতু ও অভিব্যক্তি— শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা থেকেই তা জানা যায়। বোধ করি, আজ অন্যান্য বিদ্যালয়েও সেভাবেই গানগুলি ব্যবহারের সুযোগ আছে। এ সংকলন যে দেশের বিশেষ একটি প্রয়োজন মিটিয়েছে, এর বহুবার পুনর্মুদ্রণ তার সাক্ষ্য দেয়।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষতের বিধি-অনুযায়ী আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠক্রমের আদর্শে, বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠিত সকল লেখকের বিবিধ রচনার আর-তিনটি সংকলন প্রকাশ করেন গ্রন্থনবিভাগ—

পাঠ-সংকলন (ডিসেম্বর ১৯৫১), সাহিত্যসম্পুট[১] (জুলাই ১৯৬০), কবিতা-সংকলন (১৯৬৩)

---

১ সম্পাদক : শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীবিজিতকুমার দত্ত।
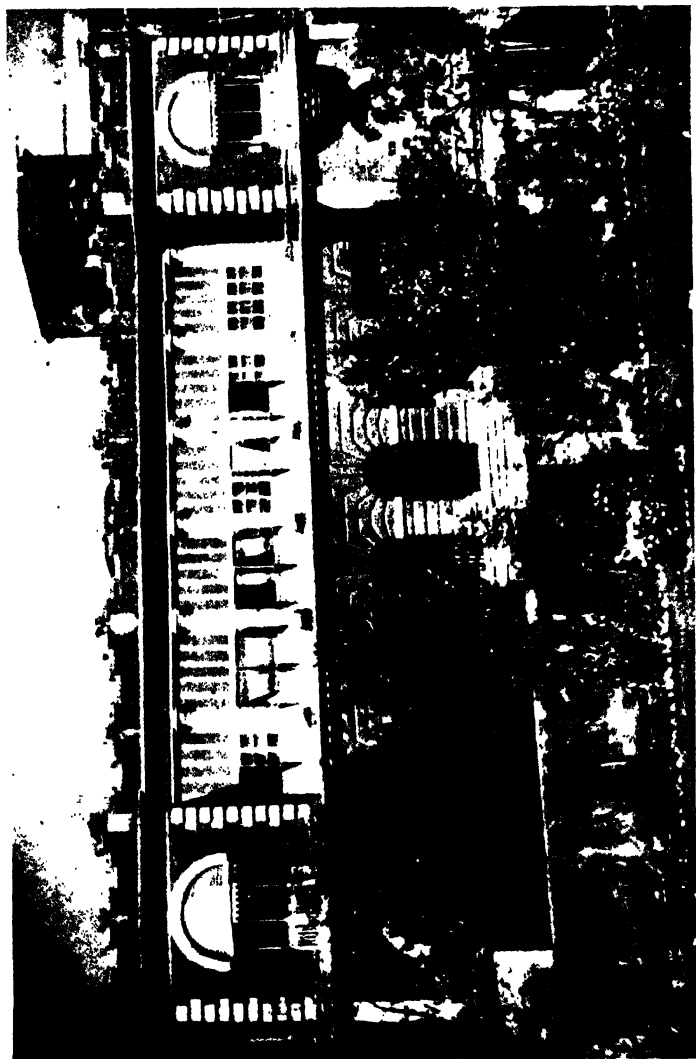
'বিচিত্রা' । জোড়াসাঁকো

যেমন বিশ্বভারতী তেমনি বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের প্রতিষ্ঠার মূলে রবীন্দ্রনাথ, এ কথা ব্যাখ্যা করে বলা অনাবশ্যক। প্রথম বয়স থেকেই তাঁর বহুধা বিচিত্র সাহিত্যসৃষ্টি সকলের কাছে উপস্থিত করবার যে প্রেরণা তিনি অনুভব করে এসেছেন তার সুগম ও সহজ পথ সব সময় পান নি, নিজের অর্থব্যয়ে নিজের বই প্রকাশ করেছেন অথবা অনুরাগী স্বজন বন্ধু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে ভার নিয়েছেন— এ কথা বিস্তারিত-ভাবে পূর্বে বলা হয়েছে। তার পর এক সময় শান্তিনিকেতনে তিনি আশ্রমবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। 'তরুণ গরুড়সম' সে আশ্রমের বিপুল ক্ষুধা— তারই প্রয়োজন-পূরণে ও উন্নতিবিধানে নিজের সবই ত্যাগ করতে একরূপ প্রস্তুত হলেন, অবস্থাবিশেষে স্বল্প-মূল্যে নিজের অমূল্য গ্রন্থরাজির স্বত্ব হস্তান্তর করতে হল। আশ্রম-বিদ্যালয় যখন বিশ্বভারতীতে পরিণত হল তখন তার বহুমুখী প্রয়োজনে একটি গ্রন্থপ্রকাশ-সংস্থার আবশ্যকতা অনুভূত হল; আর তা থেকে যাতে অর্থাগম হতে পারে এমন ব্যবস্থাপনার কথাও ভাবতে হল। এ কথা কার মনে প্রথম উদয় হয়েছিল অথবা একই-কালে কবির এবং তাঁর অন্তরঙ্গগণের মনে, সে কথা নিশ্চিতভাবে আজ বলা না গেলেও, ইণ্ডিয়ান প্রেসের চিন্তামণিবাবুকে লেখা কবির যে চিঠিখানিতে বর্তমান নিবন্ধের প্রস্তাবনা— তা থেকে খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমার ও বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিস আপনার নিকট যাইতেছেন।'

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ গড়ে তোলার পিছনে এঁদের প্রায় প্রত্যেকের যথেষ্ট উৎসাহ উত্তম ও প্রবর্তনা ছিল তা অনুমান করা যায় আর উত্তরকালে এঁদের প্রত্যেকের বিশেষ ভূমিকার কথা জানাও যায়। এই নবীন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় ও প্রসারে আরও অনেকে পরে এসে যোগ দিয়েছেন— সকলের নাম জানাও নেই— তাঁদের কর্মনিষ্ঠার সমবায়ে বর্তমান বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। অর্ধশতাব্দ যখন অতীত হতে চলেছে আর সম্মুখে বিশালতর কর্মক্ষেত্র বর্তমান— এঁদের সকলকেই স্মরণ করা কর্তব্য।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার প্রথমাবধি কবির স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর অন্যতম নির্ভরস্থল, এ কথা অনেকের জানা নেই। রবীন্দ্রসাহিত্যের স্বচ্ছন্দ প্রাঞ্জল অথচ মূলানুগ ইংরেজি অনুবাদের দ্বারা এদেশে ও বিদেশে তার পরিচয়ের ক্ষেত্র প্রসারিত করায় তাঁর নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের সীমা ছিল না, সে কথা বহুজনবিদিত। তার কিছু যদি-বা সাময়িক পত্রের বিস্মৃত সংখ্যাগুলির মধ্যে আজ আত্মগোপন করে থাকে, অনেক গ্রন্থাকারে প্রকাশও পেয়েছে, আর সবই রবীন্দ্র-ভক্ত বিদ্বজ্জনের বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। সুরেন্দ্রনাথ কিছুকাল (জুলাই ১৯২৩) ইংরেজি বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লির সম্পাদনা করেছিলেন যথেষ্ট যোগ্যতা-সহকারে। বাংলা লেখার অসাধারণ ক্ষমতা থাকলেও তিনি বেশি লেখেন নি— একখানির অংশবিশেষ কবি নিজে সম্পাদনা ক'রে ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ 'কুরুপাণ্ডব' রূপে প্রকাশ করান, আর একখানি 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ' নাম নিয়ে বিশ্বভারতী-প্রবর্তিত লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হয়ে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রশংসা লাভ করেছে— লেখকের সংস্কারমুক্ত উদার মনের আর অনুপম লিখনভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে সকলের কাছেই।

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী-পরিচালনায় তথা বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের ব্যবস্থাপনায় বিশিষ্ট ভূমিকা থাকলেও, পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় তিনি আসেন নি বা আসতে চান নি। আইনের দৃষ্টিতে আর বৈষয়িক ভাবে দেখতে গেলে রথীন্দ্রনাথ কবির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী— কবির যা-কিছু রচনা তাতে তাঁর বিশেষ স্বত্ব অস্বীকার করা যায় না। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা-কালে (১৯২১) তদবধি-প্রকাশিত সমুদয় গ্রন্থের স্বত্ব রবীন্দ্রনাথ যখন বিশ্বভারতীকে দান করলেন তাতে রথীন্দ্রনাথের সানন্দ সম্মতি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আর তাঁর পিতৃদেবের সব-কিছু কৃতি যাতে সংরক্ষিত সক্রিয় ও সার্থক হয় এ বিষয়েও তাঁর সব সময়েই বিশেষ আগ্রহ ছিল। এ কারণেই বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের প্রতি তাঁর বিশেষ মমতা আর সহযোগিতা ছিল, প্রমাণ পুঞ্জীভূত না করেও এ কথা বলা চলে।

কবির বিশেষ স্নেহভাজন প্রশান্তচন্দ্র দীর্ঘদিন (১৯২১-৩১) রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে একযোগে সমগ্র বিশ্বভারতীর সচিব তথা কর্মকর্তা ছিলেন। সুখের বিষয়, গ্রন্থনবিভাগ গ'ড়ে তোলায় তাঁর কতটা দায়িত্ব এবং অভিনিবেশ ছিল নানা দিক থেকেই তা জানা যায়। বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম দিকের বই, পূরবী (শ্রাবণ ১৩৩২), সঙ্কলন (অগস্ট ১৯২৫), চয়নিকা (ফাল্গুন ১৩৩২), বিসর্জন (১৩৩৩), মহুয়া (১৩৩৫), এর প্রত্যেকটিতে পাঠ-পরিচিতি বা গ্রন্থপরিচয় দেওয়ার রীতি প্রবর্তন করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র। আর, রবীন্দ্রনাথকে ও রথীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর সংরক্ষিত চিঠিপত্রে জানা যায়, এই-সব গ্রন্থ প্রকাশের নেপথ্যদেশে তাঁর কতটা উদ্যোগ-আয়োজন ছিল। তা ছাড়া তাঁর রবীন্দ্রচর্চা ও রবীন্দ্র-সাহিত্য-গবেষণার

পরিচয় বিধৃত আছে প্রবাসী মাসিক পত্রে ১৩২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ সংখ্যায় 'রবীন্দ্র-পরিচয়' প্রবন্ধে। বস্তুত রবীন্দ্র-গবেষণায় তাঁকে একরূপ পথিকৃৎ বলা যায়। কলকাতা থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯২১ তারিখে তিনি কবিকে লিখছেন: 'পুরোনো লেখার মধ্যে ডুবে রয়েছি। সাধনা, বঙ্গদর্শন, ভাণ্ডার, প্রবাসীর index ক'রে নিয়ে যাচ্ছি, ভারতী ওখানে [শান্তিনিকেতনে] বসে করে ফেলব— যেগুলিতে নাম সই নেই সেগুলি confirm করে দিতে হবে··· ছুটির মধ্যে পুরোনো লেখা উদ্ধার করার কাজটা শেষ করে ফেলব।' আলিপুর (কলকাতা) থেকে ১৭ অক্টোবর ১৯২১ তারিখে পুনশ্চ লিখছেন: 'পুরোনো লেখা সংগ্রহের কাজ চল্‌ছে।··· পাঠান্তর নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ উপস্থিত হবে।···আমার কিন্তু ক্রমেই বিশ্বাস হচ্ছে যে বড় বেশি বাদ দেওয়া হয়েছে। 'আলোচনা', 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'সমালোচনা'র মধ্যে [দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত ১-২] আপনার বড় বড় আদর্শগুলির যথেষ্ট আভাস পাই— এত সহজে আর কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনি আপনার প্রায় সমস্ত বড় বড় কথাই তখন পরিষ্কার করে বলেছেন। এদিক দিয়ে এই-সব পুরোনো লেখার যথেষ্ট দাম আছে— পলিটিক্‌স্‌ সম্বন্ধেও কাজ চলছে।··· কেবল লেখা দিলেই চলবে না, সংক্ষেপে ঘটনা-পরিচয়ও একটু দিতে হবে।'

এই হল একটা দিক। এ বিষয়ে লেখায় ও কথায় কবির যত বিরুদ্ধ উক্তি থাক্‌, তিনিও উৎসাহবোধ করেছিলেন সন্দেহ নেই। বিরোধ ছিল অনেক পুরাতন রচনা বা কাঁচা রচনা বর্জন ও রক্ষণ নিয়ে। এ কথা বলা যায়, পরবর্তীকালে যাঁরা 'রবীন্দ্রচর্চা' করেছেন বা আজও করছেন, প্রশান্তচন্দ্রের দ্বারাই তাঁরা প্রভাবিত, তাঁদের

অভিমত— নিজের রচনা নিয়ে কবির যেখানে নির্মমতা, অন্যের সেখানে দরদ।

প্রশান্তচন্দ্রের সংরক্ষিত চিঠিপত্রে অন্য দিকে দেখি, গ্রন্থন-বিভাগের দৈনন্দিন কার্যনির্বাহের জন্য কাকে আনলে ভালো হয়, নিজেদের ছাপাখানা থাকার (কলকাতায়) আবশ্যকতা কতটা, গ্রন্থ-বিশেষে (যেমন 'রাখী' বা 'বরণডালা', যার পরিণামে 'মহুয়া' / 'লেখন' / অসম্পূর্ণ অপ্রকাশিত 'বৈকালী') কেমন বা কার কার ছবি দেওয়া হবে, কিরূপ কাগজ কালি ও ছাপা হওয়া চাই— এ-সব নিয়েই তিনি নানারূপ চিন্তা ও চেষ্টা করছেন।

প্রশান্তচন্দ্রের ইচ্ছায় ও আগ্রহে গ্রন্থনবিভাগের কর্মকর্তা হিসাবে আসেন কিশোরীমোহন সাঁতরা। মাঝে মাঝে অস্বাস্থ্যহেতু ও পরে অকালমৃত্যুতে তাঁর কাজে ছেদ পড়লেও, দিনে দিনে গ্রন্থনবিভাগ গড়ে তোলায় ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থনে তাঁর কৃতিত্ব সামান্য ছিল না। রবীন্দ্রজীবনের শেষ পর্বের অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ কিশোরীমোহন বিশেষ যত্ন ও পারিপাট্যের সঙ্গে প্রকাশ করেন— 'বিচিত্রিতা' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রধানত অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের (সম্পাদকতায়) আর কিশোরীমোহনের তত্ত্বাবধানে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত সর্বজন-আদৃত রবীন্দ্র-রচনাবলীর সূত্রপাত। কবির আস্থাভাজন ও শ্রদ্ধাস্পদ রাজশেখর বসু মহাশয়ের পরামর্শ নেওয়া হয়েছিল প্রয়োজনমত আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে যন্ত্রস্থ গ্রন্থের প্রুফও তিনি দেখে দিয়েছেন, তার সাক্ষ্য আছে।

বিজ্ঞান তাঁর অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বিষয় হলেও অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন চিরদিন রবীন্দ্র- সাহিত্য সংগীত অভিনয় ভাবনাধারা

ও আদর্শের অনুরাগী। দীর্ঘকাল তিনি গ্রন্থনবিভাগের সম্পাদক-পদে (১৯৩২-৫৭) অথবা কোনো-না-কোনো ভাবে গ্রন্থনবিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বলা যায়, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য পালন করে গেছেন। তিনি কর্ণধার থাকায় গ্রন্থনবিভাগ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কতটা নিশ্চিন্ত ছিলেন তা যেমন জানা যায় রবীন্দ্রনাথের সে সময়ের চিঠিতে, তাঁর সঙ্গে কাজ করবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁরাও জানেন কেমন ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি, দুরূহ ও জটিল বিষয়ে যথোচিত সিদ্ধান্তে আসার তৎপরতা আর আরব্ধ কর্মকে সফলতায় উত্তীর্ণ করে দেবার আশ্চর্য ক্ষমতা— সরস বুদ্ধিদীপ্ত কথায় ব্যবহারে ব্যক্তিত্বে সকলকে আকর্ষণ করা ও সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করা ছিল তাঁর সহজাত।

রবীন্দ্রচর্চার যে সূত্রপাত করেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বিশ্ব-ভারতীর ভিতরে ও বাইরে, সেই প্রয়াসকে বহু দিকে বহু দূরে সম্প্রসারিত করেন আরও অনেকে— তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রথম দুজনের গবেষণা-কর্মের সাক্ষ্য পরিকীর্ণ আছে 'শনিবারের চিঠি' মাসিক পত্রের অনেক-গুলি সংখ্যায় এবং তাঁদের সংকলিত গ্রন্থে : 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' (পৌষ ১৩৪৯ / পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৩৫০) এবং 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭)। এঁদেরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় গ্রন্থনবিভাগ থেকে— রবীন্দ্র-রচনাবলী / অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড (আশ্বিন ১৩৪৭) ও দ্বিতীয় খণ্ড (অগ্রহায়ণ ১৩৪৮)। উক্ত দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদনায় স্মরণযোগ্য শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সহযোগিতা। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে

এখানে বলা যায়, তাঁর রবীন্দ্রজীবনী (অধুনা ৪ খণ্ড— সংস্করণে সংস্করণে যার ক্রমবিকাশ হয়ে এসেছে, আজও হচ্ছে) রবীন্দ্র-গবেষণার অন্যতম আধার ও আশ্রয়স্থল, সকল গবেষকের পক্ষেই অপরিহার্য— বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগেরও অন্যতম গৌরব ও শ্লাঘার বিষয়।

উত্তরকালে রবীন্দ্র-গবেষণায় এসে যোগ দিলেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন, 'প্রবাসী' পত্রিকায় কর্মরত থাকতে-থাকতেই। গ্রন্থনবিভাগের সঙ্গে তাঁর প্রাণের ও কাজের যোগ দিনে দিনে বেড়েই চলল (শান্তি-নিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগ আরও আগের) এবং কিশোরীমোহন সাঁতরার অকালবিয়োগে তাঁর অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব নিতে হল তাঁকেই। নানা দিকে, নানা ভাবে সে কর্মের প্রসার ও পুষ্টি সাধন করে গেছেন তিনি রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তির সময় পর্যন্ত, এবং তার পরেও। গ্রন্থনবিভাগের বহুমুখী উন্নয়নে তাঁর প্রযত্ন আর সফলতা অল্প নয়— বিস্তারিত আলোচনা এ স্থলে অনাবশ্যক— তার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রতি খণ্ডে সংকলিত গ্রন্থপরিচয়, চিঠিপত্রের অনেকগুলি খণ্ড (৬-৯), গল্পগুচ্ছ-৪, রূপান্তর, সংগীত-চিন্তা, জাপান-যাত্রী, পারস্য-যাত্রী ও অন্যান্য গ্রন্থ— প্রসঙ্গক্রমে এ-সবই পূর্বেও বলা হয়ে থাকবে। এ কথা বললে একটুও অত্যুক্তি হয় না যে, তাঁরই প্রায় দুই-দশক-ব্যাপী একনিষ্ঠ কর্মের বিশেষ ফলভাগী হয়েছেন গ্রন্থনবিভাগ ও গ্রন্থনবিভাগে তাঁর অনুগামী ও অনুব্রতী কর্মীগণ— আজও হচ্ছেন।

শান্তিনিকেতনে স্থানীয় কাজকর্মের সুবিধার্থে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হওয়ায় আর নিরন্তর-সৃষ্টি-শীল রবীন্দ্রসান্নিধ্যের বিশেষ সুবিধা থাকায় রবীন্দ্রনাথের তথা ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের অনেক কাজই

হতে থাকে সেই প্রেসে— এজন্য রীতিমত একটি দপ্তরেরও পত্তন হয় সেখানে। ছাপাখানায় বেতনভোগী অন্য কর্মচারী থাকলেও, মুদ্রক বা / এবং প্রকাশক হিসাবে জগদানন্দ রায় প্রভৃতি অধ্যাপকেরই নাম থাকে। ফলত, যন্ত্রস্থ, মুদ্রিত, বা প্রকাশোন্মুখ গ্রন্থ সম্পর্কে (যেমন, গল্প চারিটি[১], পাঠসঞ্চয়[২]) উত্তরকালে নেপালচন্দ্র রায় বা জগদানন্দ রায়কে রবীন্দ্রনাথ অবহিত করছেন এ আমরা দেখতে পাই। মুদ্রণ-সংক্রান্ত নানাবিধ ব্যাপারে যাতে কবির সঙ্গে ছাপাখানার যোগ অব্যাহত রাখা যায় এবং কবির নির্দেশও যথাযথ পালিত হয়, এজন্য শ্রীসুধীরচন্দ্র কর নিযুক্ত হন। কবির প্রতি তাঁর অনুরাগ, তাঁর সাহিত্যবোধ, অভিনিবেশ ও শ্রমশীলতার গুণে তিনি রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন বহুবিচিত্র রচনার 'ভাণ্ডারী' হিসাবে কাজ করেন; প্রতিলিখন সম্পাদন মুদ্রণ ইত্যাদি ব্যাপারেও অধিকার লাভ করেন। গীতবিতান তিন খণ্ডে প্রথম-প্রকাশ-কালে (আশ্বিন ১৩৩৮ - শ্রাবণ ১৩৩৯) রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে তিনিই এর সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব নিষ্পন্ন করেন, শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী থাকেন তাঁর পরামর্শদাতা— গীতবিতানের 'পাঠপরিচয়' থেকে এ কথা জানা যায়। রবীন্দ্রনাথের দেহত্যাগের পরেও বহুকাল তিনি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রগ্রন্থাদির মুদ্রণ-ব্যাপার দেখাশোনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন সম্পর্কে বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও নিবন্ধ তিনি রচনা করেন; তাঁর

---

১ দ্রষ্টব্য বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬, পৃ ৩৩৮ : নেপালচন্দ্র রায়কে লেখা চিঠি— ৩।

২ পূর্বোল্লিখিত বিশ্বভারতী পত্রিকা, পৃ ২৮০ : জগদানন্দ রায়কে লেখা চিঠি— ৩৪।

'কবি-কথা' (১৯৫১) গ্রন্থ ক্ষুদ্র হলেও বহু তথ্যের আকর। রবীন্দ্র-সংগীতের বহু প্রামাণিক স্বরলিপির জন্যও তাঁর কাছে আমরা ঋণী।

কবি রবীন্দ্রনাথের 'একান্ত সচিব' রূপে কাজ ক'রে তাঁর বিশেষ স্নেহ লাভ করেছেন কবি ও সাহিত্যিক শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কোনো কোনো কাব্যসম্পাদনায় অলক্ষ্যে তাঁর হাতও আছে— এ কথা জানা যায় নানা সূত্রে, আর 'নবজাতক' কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এ কথার উল্লেখও করে গেছেন। চিঠি-পত্রের একাদশ খণ্ডে সংকলিত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্রে পুস্তকপ্রকাশ সম্বন্ধে নানা বিষয় জানা যায়।

গ্রন্থনবিভাগের কর্মপ্রয়াসে বিগত পঞ্চাশ বৎসর কর্মী হিসাবে যাঁরা নিরলস সেবা করেছেন, প্রত্যক্ষভাবে এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও যাঁরা নানা ভাবে সহায়তা করেছেন— সেই-সব মুদ্রক, পুস্তক-বাঁধাই প্রতিষ্ঠান, কাগজ ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহকারী— তাঁদের সকলের নাম এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তাঁদের সকলকেই এই উপলক্ষে আমরা শ্রদ্ধা-সহকারে স্মরণ করছি।

গ্রন্থনবিভাগের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে, গ্রন্থবিক্রয়ের ক্ষেত্রে, বিভিন্ন পুস্তক-বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রবীন্দ্রগ্রন্থের বিক্রয়ের যে সহায়তা তাঁরা করে এসেছেন তার ফল বিক্রয়ের ক্রমবৃদ্ধির তালিকা থেকেই অনুমান করা যায়। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রগ্রন্থ-বিক্রয়ই প্রধান কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেন; কেবল ব্যবসায়ের খাতিরে নয়, কবিগুরুর প্রতি একান্ত নিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি মমত্ব-বশত। এই স্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম 'জিজ্ঞাসা'। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতী-

প্রকাশিত সমুদয় গ্রন্থের প্রচারে পূর্ণ সহায়তা করেছেন। এমন-কি বর্ষে বর্ষে রবীন্দ্রজন্মদিবসে সচিত্র পত্রী প্রকাশ ও প্রচারের মধ্য দিয়ে এঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষত উত্তর-ভারতে রবীন্দ্র-গ্রন্থ প্রচারে এ. এইচ. হুইলার অ্যাণ্ড কোম্পানির দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা উল্লেখ করার মতো। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য আর কয়েকটি নাম : হিগিনবোথাম্‌স্‌ লিমিটেড (মাদ্রাজ), অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড বুক অ্যাণ্ড স্টেশনারি (কলকাতা ও দিল্লী)। তা ছাড়া উল্লেখ করতে হয় বুক সেণ্টার ও দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোম্পানির, পূর্বতন পূর্ব-পাকিস্তানে ও অধুনা বাংলাদেশে রবীন্দ্রগ্রন্থ প্রচারে যাঁরা বিশেষ সহায়তা করেছেন। দামোদর পুস্তকালয় (বর্ধমান) এবং ভারতী ভবন (পাটনা) নির্দিষ্ট অঞ্চলে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত গ্রন্থের প্রচারে সহায়তা করেছেন।

গত অর্ধশতাব্দে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগকে অনেক বাধা-বিপত্তি, আর্থিক ও প্রশাসনিক সংকট অতিক্রম করতে হয়েছে। সময়ে সময়ে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে এ কথাও স্বীকার করা কর্তব্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে (১৯৩৯-৪৫) কাগজের তীব্র অভাব দেখা দেয়, দেশে কাগজের 'রেশন'ও প্রবর্তিত হয়। সেই দুর্দিনে রবীন্দ্রনাথের অনেক বইয়ের মুদ্রণ-সংখ্যা বাধ্য হয়েই কমাতে হয়। যুদ্ধোত্তরকালে দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক হানাহানির মধ্যে ছাপাখানা ও পুস্তক-বাঁধাইয়ের কাজ যারপরনাই ব্যাহত হয়। এই সংকট বহুদিন পর্যন্ত পুস্তক-প্রকাশ-ব্যবসায়কে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করে— সকলের সঙ্গে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগকেও এজন্য অনেক অসুবিধাই ভোগ করতে হয়।

বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হওয়ার অব্যবহিত পরে এই বিভাগের পরিচালনের ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রশাসনিক জটিলতাও দেখা দেয়; তার ফলে কাজের গতি স্বভাবতই কিছু পরিমাণে বাধাগ্রস্ত হয়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসারের অনুরোধে গ্রন্থনবিভাগকে তার সুদীর্ঘকালের কার্যালয় ও ভাণ্ডার ('বিচিত্রা' বা 'লালবাড়ি') ছাড়তে হয় ১৯৭২ সালে। উপযুক্ত স্থানের অভাবে পুঁথিপাড়ার বহির্ভূত ও দূরস্থিত অঞ্চলে দপ্তর এবং ভাণ্ডার নিয়ে যেতে হল। তার উপর দেখা দিল তীব্র বিদ্যুৎসংকটের দরুণ সব প্রেসে অর্ধাচল অবস্থা— পুনঃপুনঃ অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধির জন্য কাগজ কালি বোর্ড্ রেক্সিন প্রভৃতি যাবতীয় গ্রন্থোপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা। বলা বাহুল্য, এ-জাতীয় সংকট সকল গ্রন্থব্যবসায়ীকেই সমানভাবে বিপন্ন করে।

তৎসত্ত্বেও অতীত ঐতিহ্যবলে, আর সকল পক্ষের সম্মিলিত প্রযত্নে, গ্রন্থনবিভাগ নিষ্ঠার সঙ্গে দীর্ঘকাল আপন কর্তব্য পালন করে চলেছেন— আদর্শে অবিচল আছেন। এ ব্যাপারে বিগত পঞ্চাশ বৎসরে অগণিত পাঠক ও গ্রাহক, রবীন্দ্রনাথের তথা বিশ্বভারতীর অনুরাগী সকল ব্যক্তি গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের প্রতি সব সময়েই যে আনুকূল্য দেখিয়েছেন, কৃতজ্ঞচিত্তে তা আমাদের স্মরণ করা কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট ও উৎসৃষ্ট বিশ্বভারতীর এই প্রতিষ্ঠানে জাতির আন্তরিক অনুরাগ ও আস্থা আছে ব'লেই এটা সম্ভবপর হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত বর্তমান প্রতিষ্ঠানের কর্মময় পঞ্চাশৎবর্ষের উদ্‌যাপনে রবীন্দ্রনাথের ছুখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হল—

১. নটরাজ অথবা নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা (ফাল্গুন ১৩৮০)— বিচিত্রা মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৩৪) শিল্পী নন্দলালের অজস্র চিত্রে ভূষিত হয়ে যেভাবে প্রকাশ পেয়ে চমৎকৃত করেছিল একই কালে এ দেশের কাব্যরসিক আর রূপরসিকদের, প্রায় তারই অনুরূপ ; লিপিচিত্রাদি নূতন যোজনা। রবীন্দ্রানুরাগী ও সংস্কৃতিবান শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্র এই সুদৃশ্য গ্রন্থ পেয়ে খুশি হবেন।

২. বৈকালী (আষাঢ় ১৩৮১)— অপরূপ রবীন্দ্রলেখাঙ্কনের গুণে চোখের দেখাতেও রসিক ব্যক্তিকে মুগ্ধ করবে। অবিচ্ছিন্ন প্রায় কয়েক মাসের কয়েকটি ঋতুর এই ফসল (ফাল্গুন ১৩৩২ -অগ্রহায়ণ ১৩৩৩)— গান ও কবিতা— পরিমাণে 'অল্প' হলেও, সেই 'অল্প'ই সকল প্রত্যাশা ছাপিয়ে যায়। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে মুদ্রণের ও প্রচারের (যেভাবে 'লেখন' প্রকাশিত) ইচ্ছা কবির থাকলেও, ঘটনাক্রমে তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে নি। খণ্ডিত গ্রন্থের বিচ্ছিন্ন কতকগুলি পাতা অল্পসংখ্যক গ্রন্থাকারে পূর্বে প্রচারিত। পঞ্চাশৎবর্ষপূর্তির উদ্‌যাপনে সম্পূর্ণ কাব্যখানি কবির স্বহস্তের রেখা বা লেখার ছাপ নিয়ে মনোজ্ঞ আকারে প্রকাশিত— মোট ৬৮টি গীতিকবিতার সমষ্টি। বিস্তারিত গ্রন্থপরিচয়ে এ রচনার স্থান কাল পরিবেশ অর্থাৎ সমগ্র পরিপ্রেক্ষিত যথাসম্ভব বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে।

প রি শি ষ্ট

প্রকাশিত গ্রন্থ

কবি-কাহিনী। কাব্য। ১৮৭৮
বন-ফুল। কাব্য। ১৮৮০
বাল্মীকি প্রতিভা। গীতিনাট্য। ১৮৮১
ভগ্নহৃদয়। নাট্যকাব্য। ১৮৮১
রুদ্রচণ্ড। নাট্যকাব্য। ১৮৮১
য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র।
পত্রাবলী। ১৮৮১
সন্ধ্যাসংগীত। কাব্য। ১৮৮২
কাল-মৃগয়া। গীতিনাট্য। ১৮৮২
বউ-ঠাকুরাণীর হাট। উপন্যাস। ১৮৮৩
প্রভাতসংগীত। কাব্য। ১৮৮৩
বিবিধ প্রসঙ্গ। প্রবন্ধ। ১৮৮৩
ছবি ও গান। কাব্য। ১৮৮৪
প্রকৃতির প্রতিশোধ।
নাট্যকাব্য। ১৮৮৪
নলিনী। নাট্য। ১৮৮৪
শৈশব সংগীত। কাব্য। ১৮৮৪
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।
গান। ১৮৮৪
আলোচনা। প্রবন্ধ। ১৮৮৫
রবিচ্ছায়া। গান। ১৮৮৫
কড়ি ও কোমল। কবিতা। ১৮৮৬
রাজর্ষি। উপন্যাস। ১৮৮৭
চিঠিপত্র। প্রবন্ধ। ১৮৮৭
সমালোচনা। প্রবন্ধ। ১৮৮৮
মায়ার খেলা। গীতিনাট্য। ১৮৮৮
রাজা ও রাণী। নাট্যকাব্য। ১৮৮৯
বিসর্জন। নাট্যকাব্য। ১৮৯০
মানসী। কাব্য। ১৮৯০
য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি। ভ্রমণকাহিনী।
প্রথম খণ্ড ১৮৯১
দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৯৩
চিত্রাঙ্গদা। নাট্যকাব্য। ১৮৯২
গোড়ায় গলদ। প্রহসন। ১৮৯২
সোনার তরী। কাব্য। ১৮৯৪
ছোট গল্প। গল্প। ১৮৯৪
বিদায় অভিশাপ। নাট্যকাব্য। ১৮৯৪
বিচিত্র গল্প প্রথম ও দ্বিতীয়।
গল্প। ১৮৯৪
কথা-চতুষ্টয়। ছোট গল্প। ১৮৯৪
গল্পদশক। ছোট গল্প। ১৮৯৫
কাব্য গ্রন্থাবলী। সত্যপ্রসাদ
গঙ্গোপাধ্যায় -প্রকাশিত। ১৮৯৬
নদী। কাব্য। ১৮৯৬

চিত্রা। কাব্য। ১৮৯৬
মালিনী। নাট্যকাব্য। ১৮৯৬
চৈতালি। কাব্য। ১৮৯৬
বৈকুণ্ঠের খাতা। প্রহসন। ১৮৯৭
পঞ্চভূত। প্রবন্ধ। ১৮৯৭
কণিকা। কাব্য। ১৮৯৯
কথা। কাব্য। ১৯০০
কাহিনী। কাব্যনাট্য ও কাব্য। ১৯০০
কল্পনা। কাব্য। ১৯০০
ক্ষণিকা। কাব্য। ১৯০০
নৈবেদ্য। কাব্য। ১৯০১
চোখের বালি। উপন্যাস। ১৯০৩
কাব্যগ্রন্থ (মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত)
১৯০৩-০৪
স্মরণ। কাব্য। ১৯০৩
শিশু। কাব্য। ১৯০৩
কর্মফল। গল্প। ১৯০৩
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী : হিতবাদী। ১৯০৪
আত্মশক্তি। প্রবন্ধ। ১৯০৫
স্বদেশ। দেশাত্মবোধক গান ও
কবিতা। ১৯০৫
বাউল। গান। ১৯০৫
ভারতবর্ষ। প্রবন্ধ। ১৯০৬
খেয়া। কাব্য। ১৯০৬
নৌকাডুবি। উপন্যাস। ১৯০৬
বিচিত্র প্রবন্ধ। প্রবন্ধ। ১৯০৭

চারিত্রপূজা। প্রবন্ধ। ১৯০৭
প্রাচীন সাহিত্য। প্রবন্ধ। ১৯০৭
লোকসাহিত্য। প্রবন্ধ। ১৯০৭
সাহিত্য। প্রবন্ধ। ১৯০৭
আধুনিক সাহিত্য। প্রবন্ধ। ১৯০৭
হাস্যকৌতুক। কৌতুকনাট্য। ১৯০৭
ব্যঙ্গকৌতুক।
কৌতুকনাট্য ও নিবন্ধ। ১৯০৭
প্রজাপতির নির্বন্ধ। উপন্যাস। ১৯০৮
সভাপতির অভিভাষণ : পাবনা
সম্মিলনী। প্রবন্ধ। ১৯০৮
প্রহসন। প্রহসন। ১৯০৮
রাজা প্রজা। প্রবন্ধ। ১৯০৮
সমূহ। প্রবন্ধ। ১৯০৮
স্বদেশ। প্রবন্ধ। ১৯০৮
সমাজ। প্রবন্ধ। ১৯০৮
কথা ও কাহিনী। কবিতা। ১৯০৮
শারদোৎসব। নাটক। ১৯০৮
গান। গান। ১৯০৮
শিক্ষা। প্রবন্ধ। ১৯০৮
মুকুট। নাটিকা। ১৯০৮
চয়নিকা। কবিতা। ১৯০৯
গান। গান। ১৯০৯
শব্দতত্ত্ব। প্রবন্ধ। ১৯০৯
পরিবর্ধিত সংস্করণ। ১৯৩৫
ধর্ম। প্রবন্ধ। ১৯০৯

শান্তিনিকেতন ১-৮ ভাগ।
ভাষণ। ১৯০৯
প্রায়শ্চিত্ত। নাটক। ১৯০৯
বিদ্যাসাগর-চরিত। প্রবন্ধ। ১৯০৯ ?
শিশু। কবিতা। ১৯০৯
শান্তিনিকেতন ৯-১১ ভাগ।
ভাষণ। ১৯১০
গোরা [১-২ খণ্ড]। উপন্যাস। ১৯১০
গীতাঞ্জলি। কবিতা ও গান। ১৯১০
রাজা। নাটক। ১৯১০
শান্তিনিকেতন ১২-১৩ ভাগ।
ভাষণ। ১৯১১
আটটি গল্প। গল্প। ১৯১১
ডাকঘর। নাটক। ১৯১২
গল্প চারিটি। গল্প। ১৯১২
মালিনী। নাটক। ১৯১২
চৈতালি। কবিতা। ১৯১২
বিদায়-অভিশাপ। নাট্যকাব্য। ১৯১২
জীবনস্মৃতি। আত্মজীবনী। ১৯১২
ছিন্নপত্র। পত্রাবলী। ১৯১২
অচলায়তন। নাটক। ১৯১২
স্মরণ। কবিতা। ১৯১৪
উৎসর্গ। কবিতা। ১৯১৪
গীতি-মাল্য। কবিতা ও গান। ১৯১৪
গীতালি। কবিতা ও গান। ১৯১৪
গান। গান। ১৯১৪
ধর্মসঙ্গীত। গান। ১৯১৪
শান্তিনিকেতন ১৪শ ভাগ।
ভাষণ। ১৯১৫
কাব্যগ্রন্থ ১-৬ খণ্ড। ১৯১৫
ইণ্ডিয়ান প্রেস
কাব্যগ্রন্থ ৭-১০ খণ্ড। ১৯১৬
ইণ্ডিয়ান প্রেস
শান্তিনিকেতন ১৫-১৭ ভাগ।
ভাষণ। ১৯১৬
ফাল্গুনী। নাটক। ১৯১৬
ঘরে-বাইরে। উপন্যাস। ১৯১৬
সঞ্চয়। প্রবন্ধ। ১৯১৬
পরিচয়। প্রবন্ধ। ১৯১৬
বলাকা। কবিতা। ১৯১৬
চতুরঙ্গ। উপন্যাস। ১৯১৬
গল্প সপ্তক। গল্প। ১৯১৬
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। প্রবন্ধ। ১৯১৬
গুরু। নাটক। ১৯১৮
পলাতকা। কবিতা। ১৯১৮
জাপান-যাত্রী। ভ্রমণকথা। ১৯১৯
অরূপরতন। নাটক। ১৯২০
পয়লা নম্বর। গল্প। ১৯২০
ঋণশোধ। নাটিকা। ১৯২১
মুক্তধারা। নাটক। ১৯২২
লিপিকা। কথিকা। ১৯২২
শিশু ভোলানাথ। কবিতা। ১৯২২

বসন্ত। গীতিনাট্য। ১৯২৩
সংকলন। প্রবন্ধ, পত্র, ডায়ারি ও কথিকা। ১৯২৫
পূরবী। কবিতা। ১৯২৫
গৃহপ্রবেশ। নাটক। ১৯২৫
প্রবাহিণী। গান। ১৯২৫
গীতিচর্চা। গান। ১৯২৫
চিরকুমার সভা। নাটক। ১৯২৬
ঋতু উৎসব। নাট্যসংগ্রহ। ১৯২৬
শোধ-বোধ। নাটক। ১৯২৬
নটীর পূজা। নাটক। ১৯২৬
রক্তকরবী। নাটক। ১৯২৬
লেখন। বাংলা ও ইংরেজি কবিতা। ১৯২৭
ঋতুরঙ্গ। গীতিনাট্য। ১৯২৭
শেষরক্ষা। প্রহসন। ১৯২৮
যাত্রী। ভ্রমণকথা। ১৯২৯
পরিত্রাণ। নাটক। ১৯২৯
যোগাযোগ। উপন্যাস। ১৯২৯
শেষের কবিতা। উপন্যাস। ১৯২৯
তপতী। নাটক। ১৯২৯
মহুয়া। কবিতা। ১৯২৯
ভানুসিংহের পত্রাবলী। পত্র। ১৯৩০
গীতবিতান ১-২ খণ্ড। গান। ১৯৩১
সঞ্চয়িতা। কবিতা-সংগ্রহ। ১৯৩১
নবীন। গীতিনাট্য। ১৯৩১
রাশিয়ার চিঠি। পত্র। ১৯৩১
বন-বাণী। কবিতা ও গান। ১৯৩১
শাপমোচন। কথিকা ও গান। ১৯৩১
পরিশেষ। কবিতা। ১৯৩২
কালের যাত্রা। নাট্য-সংলাপ। ১৯৩২
পুনশ্চ। গদ্যকাব্য। ১৯৩২
Mahatmaji and the Depressed Humanity। ভাষণ। ১৯৩২
দুই বোন। উপন্যাস। ১৯৩৩
মানুষের ধর্ম। প্রবন্ধ। ১৯৩৩
বিচিত্রিতা। কবিতা। ১৯৩৩
চণ্ডালিকা। নাটিকা। ১৯৩৩
তাসের দেশ। নাটিকা। ১৯৩৩
বাঁশরী। নাটক। ১৯৩৩
ভারতপথিক রামমোহন রায়। প্রবন্ধ। ১৯৩৩
মালঞ্চ। উপন্যাস। ১৯৩৩
শ্রাবণ-গাথা। গীতিনাট্য। ১৯৩৪
চার অধ্যায়। উপন্যাস। ১৯৩৪
শান্তিনিকেতন ১। ভাষণ। ১৯৩৫
শান্তিনিকেতন ২। ভাষণ। ১৯৩৫
শেষ সপ্তক। গদ্যকাব্য। ১৯৩৫
সুর ও সঙ্গতি। পত্র। ১৯৩৫
বীথিকা। কাব্য। ১৯৩৫

পাশ্চাত্য ভ্রমণ। ভ্রমণকথা। ১৯৩৬
নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা। ১৯৩৬
পত্রপুট। গদ্যকাব্য। ১৯৩৬
ছন্দ। প্রবন্ধ। ১৯৩৬
জাপানে-পারস্যে। ভ্রমণকথা। ১৯৩৬
শ্যামলী। গদ্যকাব্য। ১৯৩৬
সাহিত্যের পথে। প্রবন্ধ। ১৯৩৬
প্রাক্তনী। অভিভাষণ-সংগ্রহ। ১৯৩৬
খাপছাড়া। ছড়া। ১৯৩৭
কালান্তর। প্রবন্ধ। ১৯৩৭
সে। গল্প। ১৯৩৭
ছড়ার ছবি। কাব্য। ১৯৩৭
বিশ্ব-পরিচয়। বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ। ১৯৩৭
প্রান্তিক। কাব্য। ১৯৩৮
চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য। ১৯৩৮
পথে ও পথের প্রান্তে। পত্র। ১৯৩৮
সেঁজুতি। কাব্য। ১৯৩৮
পত্রধারা ১-৩ খণ্ড। পত্র-সংগ্রহ। ১৯৩৮
বাংলাভাষা পরিচয়। প্রবন্ধ। ১৯৩৮
প্রহাসিনী। কাব্য। ১৯৩৯
আকাশ-প্রদীপ। কাব্য। ১৯৩৯
শ্যামা। নৃত্যনাট্য। ১৯৩৯
পথের সঞ্চয়। পত্র। ১৯৩৯
নবজাতক। কাব্য। ১৯৪০
সানাই। কাব্য। ১৯৪০
ছেলেবেলা। বাল্যস্মৃতি। ১৯৪০
চিত্রলিপি [১]। চিত্র-সংগ্রহ ও চিত্রবিষয়ক ইংরেজি ও বাংলা কবিতা। ১৯৪০
তিন সঙ্গী। গল্প। ১৯৪০
রোগশয্যায়। কাব্য। ১৯৪০
আরোগ্য। কাব্য। ১৯৪১
জন্মদিনে। কাব্য। ১৯৪১
গল্পসল্প। খোশ-গল্প ও কবিতা। ১৯৪১
সভ্যতার সংকট। অভিভাষণ। ১৯৪১
আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। প্রবন্ধ। ১৯৪১
স্মৃতি। পত্র। ১৯৪১
ছড়া। কাব্য। ১৯৪১
শেষ লেখা। কাব্য। ১৯৪১
চিঠিপত্র ১। পত্র। ১৯৪২
চিঠিপত্র ২। পত্র। ১৯৪২
চিঠিপত্র ৩। পত্র। ১৯৪২
আত্মপরিচয়। প্রবন্ধ। ১৯৪৩
সাহিত্যের স্বরূপ। প্রবন্ধ। ১৯৪৩
চিঠিপত্র ৪। পত্র। ১৯৪৩
স্ফুলিঙ্গ। কবিতা। ১৯৪৫
চিঠিপত্র ৫। পত্র। ১৯৪৫
সঞ্চয়ন। কবিতা-সংকলন। ১৯৪৭

মহাত্মা গান্ধী। প্রবন্ধ ও অভিভাষণ। ১৯৪৮
মুক্তির উপায়। নাটক। ১৯৪৮
বিশ্বভারতী। প্রবন্ধ। ১৯৫১
শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। উপদেশ ও কার্যপ্রণালী। ১৯৫১
বৈকালী। গান ও কবিতা। ১৯৫১
চিত্রলিপি ২। চিত্র-সংগ্রহ। ১৯৫১
সমবায়নীতি। প্রবন্ধ। ১৯৫৪
চিত্রবিচিত্র। কবিতা। ১৯৫৪
ইতিহাস। প্রবন্ধ। ১৯৫৫
বুদ্ধদেব। কবিতা ও প্রবন্ধ। ১৯৫৬
চিঠিপত্র ৬। পত্র। ১৯৫৭
খৃষ্ট। প্রবন্ধ ও কবিতা। ১৯৫৯
ভারতপথিক রামমোহন রায়। পরিবর্ধিত সংস্করণ। প্রবন্ধ। ১৯৬০
চিঠিপত্র ৭। পত্র। ১৯৬০
ছিন্নপত্রাবলী। পত্র। ১৯৬০
বিচিত্রা। রবীন্দ্র-রচনা সংকলন। ১৯৬১
বীরপুরুষ (সচিত্র)। কবিতা। ১৯৬২
পল্লীপ্রকৃতি। পত্র ও প্রবন্ধ। ১৯৬২
স্বদেশী সমাজ। প্রবন্ধ। ১৯৬৩
চিঠিপত্র ৮। পত্র। ১৯৬৩
দীপিকা। রবীন্দ্র-রচনা সংকলন। ১৯৬৩
চিঠিপত্র ৯। পত্র। ১৯৬৪
নদী (সচিত্র)। কবিতা। ১৯৬৩
রূপান্তর। কাব্য। ১৯৬৫
সংগীত-চিন্তা। প্রবন্ধ ও পত্র। ১৯৬৬
চিত্রাঙ্গদা (সচিত্র)। ১৯৬৬
চিঠিপত্র ১০। পত্র। ১৯৬৭
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। প্রবন্ধ। ১৯৬৮
কবির ভণিতা। ১৯৬৮
সন্ধ্যাসংগীত। পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ। ১৯৬৯
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ। ১৯৬৯
অরবিন্দ ঘোষ। ১৯৭২
পূর্ববাংলার গল্প। গল্প-সংকলন। ১৯৭২
লক্ষ্মীর পরীক্ষা (সচিত্র)। কবিতা। ১৯৭৩
নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা। ১৯৭৪
বৈকালী। পরিবর্ধিত সংস্করণ। ১৯৭৪

রবীন্দ্র-রচনাবলী

প্রথম খণ্ড - সপ্তবিংশ খণ্ড । ১৯৩৯-১৯৬৫

অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড । ১৯৪০

অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড । ১৯৪১

প্রথম ছত্র ও শিরোনাম সূচী । ১৯৬৬

স্বরবিতান

প্রথম খণ্ড - ষষ্টিতম খণ্ড । ১৩৪২-১৩৭৯

স্বরবিতান সূচীপত্র । ১৯৫৯

আনুষ্ঠানিক সংগীত । ১৯৬৩

গীতিচর্চা ১ম, ২য় । ১৯৬১-১৯৬৬

শাপমোচন । ১৩৭১

স্বরবিতান । দেবনাগরী । ১৯৫৭

ইংরেজি গ্রন্থ

Talks in China. 1925

Mahatmaji & the Depressed Humanity. 1932

Selected Passages for Bengali Translation. 1933

My Boyhood Days. 1940

Crisis in Civilization. 1941

Poems. 1942

Parrot's Training and other Stories. 1944

Two Sisters. 1945

Rolland and Tagore. 1945

Four Chapters. 1950

A Vision of India's History. 1951
Centre of Indian Culture 1951
Religion of An Artist. 1953
Syamali. 1955
The Runaway and other Stories. 1959
Letters from Russia. 1960
Mahatma Gandhi. 1963
The Co-operative Principle. 1963
Boundless Sky. 1964
Tagore for You 1966

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ গ্রন্থ

প্রতিমা দেবী। নির্বাণ। ১৯৪২
শ্রীমতী রানী চন্দ। আলাপচারি · রবীন্দ্রনাথ। ১৯৪২
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী রানী চন্দ। জোড়াসাঁকোর ধারে। ১৯৪৪
অজিতকুমার চক্রবর্তী। কাব্যপরিক্রমা। ১৯৪৫
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ। ১৯৪৫
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী রানী চন্দ। ঘরোয়া। ১৯৪৫
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী ১। ১৯৪৬
অজিতকুমার চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথ। ১৯৪৭
প্রতিমা দেবী। নৃত্য। ১৯৪৯
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী ২। ১৯৪৯
অজিতকুমার চক্রবর্তী। ব্রহ্মবিদ্যালয়। ১৯৫২
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী ৩। ১৯৫২
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। ১৯৫৪
শ্রীশান্তিদেব ঘোষ। রবীন্দ্রসংগীত। ১৯৫৪

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী ৪। ১৯৫৬
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনকথা। ১৯৫৯
শ্রীসুধীরঞ্জন দাস। আমাদের শান্তিনিকেতন। ১৯৫৯
ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী। রবীন্দ্রস্মৃতি। ১৯৬০
ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী। রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম। ১৯৬১
শ্রীঅমিয়কুমার সেন। প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ। ১৯৬১
শ্রীমতী রানী চন্দ। গুরুদেব। ১৯৬২
শ্রীসুধীরঞ্জন দাস। আমাদের গুরুদেব। ১৯৬৩
শ্রীমতী অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ। ১৯৬৪
উইলিয়াম পিয়রসন। শান্তিনিকেতন-স্মৃতি। ১৯৬৫
শ্রীপুলিনবিহারী সেন। রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী। ১৯৭৩

রবীন্দ্রচর্চামূলক পত্রিকা

রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা। ১ম খণ্ড। ১৯৬৫
রবীন্দ্রজিজ্ঞাসা। ২য় খণ্ড। ১৯৬৯

লো ক শি ক্ষা গ্র ন্থ মা লা

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বপরিচয়। ১৩৪৪
২ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ। ১৩৪৭
৩ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রাণতত্ত্ব। ১৩৪৮
৪ নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী। বাংলা সাহিত্যের কথা। ১৩৫২
৫ শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য। আহার ও আহার্য। ১৩৫২
৬ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা উপন্যাস। ১৩৫৪
৭ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। ব্যাধির পরাজয়। ১৩৫৬
৮ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। ভারতদর্শনসার। ১৩৫৬
৯ নির্মলকুমার বসু। হিন্দুসমাজের গড়ন। ১৩৫৬

১০ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। পূজাপার্বণ। ১৩৫৮
১১ যোগেশচন্দ্র বাগল। বাংলার নব্যসংস্কৃতি। ১৯৫৮
১২ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু। হিউএনচাঙ। ১৩৫৯
১৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইতিহাস। ১৩৬২

বি শ্ব বি দ্যা সং গ্র হ গ্র ন্থ মা লা

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্যের স্বরূপ। ১৯৪৩
২ রাজশেখর বসু। কুটীরশিল্প। ১৯৪৩
৩ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী। ভারতের সংস্কৃতি। ১৯৪৩
৪ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলার ব্রত। ১৯৪৩
৫ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার। ১৯৪৩
৬ মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। মায়াবাদ। ১৯৪৪
৭ রাজশেখর বসু। ভারতের খনিজ। ১৯৪৩
৮ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। বিশ্বের উপাদান। ১৯৪৩
৯ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। হিন্দু রসায়নী বিদ্যা। ১৯৪৩
১০ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। নক্ষত্র-পরিচয়। ১৯৪৩
১১ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। শারীরবৃত্ত। ১৯৪৩
১২ শ্রীসুকুমার সেন। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী। ১৯৪৩
১৩ শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ। ১৯৪৪
১৪ মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন। আয়ুর্বেদ-পরিচয়। ১৯৪৪
১৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় নাট্যশালা। ১৯৪৪
১৬ ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী। রঞ্জনদ্রব্য। ১৯৪৪
১৭ ডক্টর সত্যপ্রসাদ চৌধুরী। জমি ও চাষ। ১৯৪৪
১৮ ডক্টর কুদরত-এ খুদা। যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি ও শিল্প। ১৯৪৪
১৯ প্রমথ চৌধুরী। রায়তের কথা। ১৯৪৭
২০ অতুলচন্দ্র গুপ্ত। জমির মালিক। ১৯৪৭

২১ শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু। বাংলার চাষী। ১৯৪৪

২২ ডক্টর শচীন সেন। বাংলার রায়ত ও জমিদার। ১৯৪৪

২৩ অনাথনাথ বসু। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা। ১৯৪৪

২৪ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি। ১৯৪৪

২৫ ডক্টর রমা চৌধুরী। বেদান্ত দর্শন। ১৯৪৪

২৬ ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার। যোগ-পরিচয়। ১৯৪৪

২৭ ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহসরকার। রসায়নের ব্যবহার। ১৯৪৪

২৮ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত। রমনের আবিষ্কার। ১৯৪৪

২৯ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু। ভারতের বনজ। ১৯৪৪

৩০ রমেশচন্দ্র দত্ত। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস। ১৯৪৫

৩১ শ্রীভবতোষ দত্ত। ধনবিজ্ঞান। ১৯৪৪

৩২ নন্দলাল বসু। শিল্পকথা। ১৯৫৩

৩৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাময়িক সাহিত্য। ১৯৪৫

৩৪ রজনীকান্ত গুহ। মেগাস্থেনীসের ভারতবিবরণ। ১৯৪৫

৩৫ ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর। বেতার। ১৯৪৫

৩৬ বিমলচন্দ্র সিংহ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। ১৯৪৫

৩৭ প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী। হিন্দুসংগীত। ১৯৪৫

৩৮ শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল। প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা। ১৯৪৫

৩৯ খগেন্দ্রনাথ মিত্র। কীর্তন। ১৯৪৫

৪০ শ্রীসুশোভন দত্ত। বিশ্বের ইতিকথা। ১৯৪৫

৪১ ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত। ভারতীয় সাধনার ঐক্য। ১৯৪৫

৪২ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী। বাংলার সাধনা। ১৯৪৫

৪৩ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়। বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ। ১৯৪৬

৪৪ শ্রীসুকুমার সেন। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী। ১৯৪৫

৪৫ শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ। ১৯৪৫

৪৬ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ। প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা। ১৯৪৫

৪৭ নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী। সংস্কৃত সাহিত্যের কথা। ১৯৪৬
৪৮ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অভিব্যক্তি। ১৯৪৬
৪৯ ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাস। হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা। ১৯৪৬
৫০ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থশাস্ত্রী। ন্যায়দর্শন। ১৯৪৬
৫১ ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের অদৃশ্য শত্রু। ১৯৪৬
৫২ শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী। গ্রীক দর্শন। ১৯৪৬
৫৩ শ্রীথান য়ুন শান। আধুনিক চীন। ১৯৪৬
৫৪ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। প্রাচীন বাংলার গৌরব। ১৯৪৬
৫৫ ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার। নভোরশ্মি। ১৯৪৭
৫৬ শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন। ১৯৪৭
৫৭ ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়। ভারতের বনৌষধি। ১৯৪৭
৫৮ পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য। উপনিষদ্। ১৯৪৭
৫৯ ডক্টর সুখেনলাল ব্রহ্মচারী। শিশুর মন। ১৯৪৮
৬০ ডক্টর গিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার। প্রাচীন ভারতের উদ্ভিদ্‌বিদ্যা। ১৯৪৯
৬১ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ। ১৯৪৮
৬২ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতশিল্পে মূর্তি। ১৯৫০
৬৩ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়। বাংলার নদনদী। ১৯৪৮
৬৪ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম। ভারতের অধ্যাত্মবাদ। ১৯৪৮
৬৫ শ্রীঅতুল সুর। টাকার বাজার। ১৯৪৮
৬৬ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী। হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ। ১৯৪৮
৬৭ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। শিক্ষাপ্রকল্প। ১৯৪৮
৬৮ ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস। ভারতের রাসায়নিক শিল্প। ১৯৪৮
৬৯ ডক্টর চন্দ্রশেখর ঘোষ। দামোদর-পরিকল্পনা। ১৯৪৮
৭০ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। সাহিত্য-মীমাংসা। ১৯৪৯
৭১ শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। দূরেক্ষণ। ১৯৪৯
৭২ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়। তেল আর ঘি। ১৯৪৯

৭৩ প্রমথ চৌধুরী। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান। ১৯৫৪

৭৪ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা। ১৯৫০

৭৫ শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী। বিভক্ত ভারত। ১৯৫০

৭৬ যোগেশচন্দ্র বাগল। বাংলার জনশিক্ষা। ১৯৪৯

৭৭ ডক্টর নিখিলরঞ্জন সেন। সৌরজগৎ। ১৯৪৯

৭৮ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়। প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন। ১৯৪৯

৭৯ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী। ভারত ও মধ্য এশিয়া। ১৯৫০

৮০ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী। ভারত ও ইন্দোচীন। ১৯৫০

৮১ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী। ভারত ও চীন। ১৯৫০

৮২ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। বৈদিক দেবতা। ১৯৫১

৮৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গসাহিত্যে নারী। ১৯৫১

৮৪ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী। ১৯৫১

৮৫ যোগেশচন্দ্র বাগল। বাংলার স্ত্রীশিক্ষা। ১৯৫০

৮৬ ডক্টর গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। গণিতের রাজ্য। ১৯৫১

৮৭ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়। রসাঞ্জন। ১৯৫১

৮৮ ডক্টর কল্যাণী মল্লিক। নাথপন্থ। ১৯৫১

৮৯ শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। সরল ন্যায়। ১৯৫১

৯০ ডক্টর বীরেশচন্দ্র গুহ ও শ্রীকালীচরণ সাহা। খাদ্য বিশ্লেষণ। ১৯৫১

৯১ প্রিয়রঞ্জন সেন। ওড়িয়া সাহিত্য। ১৯৫১

৯২ শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। অসমীয়া সাহিত্য। ১৯৫৩

৯৩ অমূল্যচন্দ্র সেন। জৈনধর্ম। ১৯৫১

৯৪ ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। ভাইটামিন। ১৯৫২

৯৫ শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়। মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা। ১৯৫২

৯৬ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। বাংলার পালপার্বণ। ১৯৫২

৯৭ শ্রীশান্তিদেব ঘোষ। জাভা ও বলীর নৃত্যগীত। ১৯৫৩

৯৮ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য। ১৯৫৩

৯৯ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। ধম্মপদ পরিচয়। ১৯৫৩

১০০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সমবায়নীতি। ১৯৫৩

১০১ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। ধনুর্বেদ। ১৯৫৫

১০২ মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা। ১৯৫৩

১০৩ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। তন্ত্রকথা। ১৯৫৫

১০৪ যোগেশচন্দ্র বাগল। বাংলার উচ্চশিক্ষা। ১৯৫৪

১০৫ শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়। কুইনিন। ১৯৫৩

১০৬ শ্রীবিমলকুমার দত্ত। গ্রন্থাগার। ১৯৫৪

১০৭ শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থশাস্ত্রী। বৈশেষিক দর্শন। ১৯৫৪

১০৮ ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী। সৌন্দর্যদর্শন। ১৯৫৪

১০৯ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু। পোর্সিলেন। ১৯৫৪

১১০ শ্রীগৌরগোপাল সরকার। কয়লা। ১৯৫৪

১১১ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ। পেট্রোলিয়াম। ১৯৫৫

১১২ যোগেশচন্দ্র বাগল। জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী। ১৯৫৪

১১৩ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা। ১৯৫৫

১১৪ শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়। ডাকের কাহিনী। ১৯৫৫

১১৫ শ্রীঅমিয়কুমার দত্ত। হীরকের কথা। ১৯৫৫

১১৬ বিমলচন্দ্র সিংহ। পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস। ১৯৫৫

১১৭ ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত। নবযুগের ধাতুচতুষ্টয়। ১৯৫৬

১১৮ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। হিন্দু আইনে বিবাহ। ১৯৫৬

১১৯ মহেশচন্দ্র ঘোষ। বুদ্ধ-প্রসঙ্গ। ১৯৫৬

১২০ ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চা। ১৯৫৬

১২১ ডক্টর পূর্ণেন্দুকুমার বসু। রাশিবিজ্ঞানের কথা। ১৯৫৬

১২২ শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। রসায়ন ও সভ্যতা। ১৯৫৭

১২৩ শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য। বাংলার ভূমিব্যবস্থা। ১৯৫৭

১২৪ ডক্টর ক্ষেত্রমোহন বসু। পঞ্জিকা-সংস্কার। ১৯৫৭

১২৫ ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। সাহিত্যপাঠের ভূমিকা। ১৯৫৭

১২৬ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ। প্রাকৃত সাহিত্য। ১৯৫৭

১২৭ শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। অ্যান্টিবায়োটিক। ১৯৫৭

১২৮ শ্রীযোগীরাজ বসু। জরথুশ্‌ত্র ধর্ম। ১৯৬০

১২৯ ডক্টর নীলরতন ধর। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উপায়। ১৯৬১

১৩০ ডক্টর সুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভূমিকম্প। ১৯৬৫

১৩১ ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায়। চর্যাগীতি। ১৯৬৫

১৩২ শ্রীদীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। মৌল কণা। ১৯৭৩

১৩৩ শ্রীঅতীন্দ্রমোহন গুণ। সম্ভাবনাতত্ত্ব। ১৯৭৩

বি বি ধ গ্র ন্থ

চারুচন্দ্র দত্ত। পুরানো কথা ১। ১৯৩৬

প্রতিমা দেবী। চিত্রলেখা। ১৯৪৩

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অনূদিত। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ১। ১৯৪৪

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। টাকডুমাডুম ডুম। ১৯৪৪

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। সাত ভাই চম্পা। ১৯৪৫

অতুলচন্দ্র গুপ্ত। কাব্যজিজ্ঞাসা। ১৯৪৫

রাজশেখর বসু। কালিদাসের মেঘদূত। ১৯৪৬

নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী। সপ্তপর্ণী। ১৯৪৬

শ্রীমতী রমা চৌধুরী -অনূদিত। কবিতাবলী। ১৯৪৬

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সহজ চিত্রশিক্ষা। ১৯৪৭

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আলোর ফুলকি। ১৯৪৭

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পথে বিপথে। ১৯৪৭

নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী। ছেলেভুলানো ছড়া। ১৯৪৯

প্রমথ চৌধুরী। বীরবলের হালখাতা। ১৯৪৯

নন্দলাল বসু। রূপাবলী ১-৩। ১৯৪৯-৫০
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। বাংলার লেখক। ১৯৫০
রাজশেখর বসু। হিতোপদেশের গল্প। ১৯৫১
বিভূতিভূষণ গুপ্ত। বেড়াল ঠাকুরঝি। ১৯৫১
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর -অনূদিত। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ২। ১৯৫১
শ্রীমতী রানী চন্দ। পূর্ণকুম্ভ। ১৯৫২
প্রমথ চৌধুরী। প্রবন্ধসংগ্রহ ১। ১৯৫২
প্রমথ চৌধুরী। প্রবন্ধসংগ্রহ ২। ১৯৫৪
প্রমথ চৌধুরী। চার-ইয়ারি কথা। ১৯৫৪
অতুলচন্দ্র গুপ্ত। নদীপথে। ১৯৫৪
বিনয়তোষ ভট্টাচার্য। বৌদ্ধদের দেবদেবী। ১৯৫৫
নন্দলাল বসু। শিল্পচর্চা। ১৯৫৬
ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী। বাংলার স্ত্রীআচার। ১৯৫৬
কাজী আবদুল ওদুদ। বাংলার জাগরণ। ১৯৫৭
অতুলচন্দ্র গুপ্ত। ইতিহাসের মুক্তি। ১৯৫৭
শ্রীমতী রানী চন্দ। হিমাদ্রি। ১৯৫৭
ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী। নারীর উক্তি। ১৯৫৯
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীবিজিতকুমার দত্ত -সম্পাদিত। সাহিত্যসম্পুট। ১৯৫৯
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাসি। ১৯৬০
সতীশচন্দ্র রায়। গুরুদক্ষিণা। ১৯৬২
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আত্মজীবনী। ১৯৬২
চারুচন্দ্র দত্ত। পুরানো কথা ২। ১৯৬৬
লীলা মজুমদার। অবনীন্দ্রনাথ। ১৯৬৬
ফ্রেন্সিস হার্বার্ট ব্রেডলি। অবভাস ও তত্ত্ববস্তু বিচার। ১৯৬৭
জিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার -অনূদিত।
প্রমথ চৌধুরী। গল্পসংগ্রহ। ১৯৬৮

প্রমথ চৌধুরী। প্রবন্ধসংগ্রহ ১-২ একত্রে। ১৯৬৮
শ্রীসুধীরঞ্জন দাস। যা দেখেছি যা পেয়েছি। ১৯৬৯
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। নাট্যসংগ্রহ। ১৯৭০
প্রমথ চৌধুরী। সনেট-পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা। ১৯৭২
শ্রীপুলিনবিহারী সেন -সম্পাদিত।
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য। ১৯৭২
শ্রীমতী মলিনা রায়। চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ। ১৯৭২
শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। আধুনিক শিল্পশিক্ষা। ১৯৭২
শ্রীমতী রানী চন্দ। শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ। ১৯৭২

Pramatha Choudhuri. Tales of Four Friends. 1944
A Appadurai. Technology and International Relations. 1966
Hiranmoy Banerjee. Experiments on Rural Reconstruction. 1967
Carol Cuthbertson. Tagore An Artist. 1968
Suniti Kumar Chatterji. World Literature and Tagore. 1971
Probodhchandra Sen. India's National Anthem. 1972
25 Portraits of Rabindra Nath Tagore. 1951
Santiniketan 1901-1951. 1951

পাঠ্যগ্রন্থ

সংস্কৃত শিক্ষা ১ম ভাগ। ১৮৯৬
২য় ভাগ। ১৮৯৬
ইংরাজি সোপান ১ম, ২য়। ১৯০৪, ১৯০৬
ইংরাজি পাঠ ১ম। ১৯০৯
ছুটির পড়া। ১৯০৯
ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা। ১৯০৯
পাঠসঞ্চয়। ১৯১২
বিচিত্র পাঠ। ১৯১৫
অনুবাদচর্চা। ১৯১৭
ইংরেজি সহজ শিক্ষা ১ম-২য়। ১৯২৯
পাঠপ্রচয় ২য়, ৩য়, ৪র্থ। ১৯৩০
সহজ পাঠ ১ম। ১৯৩০
সহজ পাঠ ২য়। ১৯৩০
কুরুপাণ্ডব। ১৯৩১
সহজ পাঠ ৩য়, ৪র্থ। ১৯৪০
গল্পগুচ্ছ (পাঠ্য)। ১৯৪৪
ইতিহাস পরিচয়। ১৯৫৩
সংকলিতা ১ম, ২য়, ৩য়। ১৯৫৫
পাঠ-সংকলন ১ম। ১৯৫১
সাহিত্যসম্পুট। ১৯৬০
কবিতা-সংকলন। ১৯৬৩
পাঠ-সংকলন ২য়। ১৯৬৭

—

চিত্রপরিচয়

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আলোকচিত্র। আলিপুর অবজারভেটরি ভবনে রচনা-নকশায় রত: ১৯২৫। শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

২ এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস-এর স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রের প্রতিলিপি। শান্তিনিকেতন-রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ।

৩ 'বিচিত্রা'। জোড়াসাঁকো। দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের পূর্বতন কার্যালয় ও ভাণ্ডার। আলোকচিত্র শ্রীঅনিল বন্দ্যোপাধ্যায় -গৃহীত এবং তাঁর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৪ ২১০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের পুরাতন কার্যালয় ও গ্রন্থালয়। রেখাচিত্র শ্রীঅলক ভট্টাচার্য -অঙ্কিত।

৫ প্রচ্ছদে মুদ্রিত নকশা রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী -অঙ্কিত; নামাক্ষরলিপি শ্রীসুবিমল লাহিড়ী -কৃত।